তাল বেতাল

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

প্রকাশ — ১৯৫৯

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর :লন
কলিকাতা—৯

বিক্রমাদিত্যের জন্ম

স্বর্গের দেবসভা! মণি-মাণিক্যখচিত স্বর্ণ সিংহাসনে বসে আছেন দেবরাজ ইন্দ্র। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। সূক্ষ্মবসন-পরিহিতা চির-যৌবনা উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণের নৃত্যগীতে সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত।

এই সভায় গন্ধর্ব্বসেন নামে এক গন্ধর্ব্বও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিদ্যাধরীদের নৃত্যোৎসবে আত্মহারা হয়ে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে ঘৃতাচীসহ মৃদু হাস্য বিনিময় করছিলেন। পরস্পরের এই আদান প্রদান সুরপতি দেবেশ্বরের লক্ষ্যপথে পড়তে বিলম্ব হল না। তিনি গন্ধর্ব্বসেনের এই অশালীনতায় ক্রুদ্ধ হয়ে অভিসম্পাত করলেন—মূর্খ! তুমি এই দেবসভার অযোগ্য, যাও মর্ত্ত্যে গর্দ্দভ হয়ে বিচরণ কর।

দেবরাজের এই নির্ম্মম অভিসম্পাতে গন্ধর্ব্বসেন ভীত হলেন। তিনি কাঁপতে কাঁপতে দেবেশ্বরের পায়ে ধরে নানা স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। অন্যান্য দেবতা ও গন্ধর্ব্বেরা গন্ধর্ব্বসেনের স্বপক্ষে দেবরাজের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করায়—দেবরাজের দয়া হল। তিনি বললেন আমার কথা মিথ্যা হবে না। তুমি উজ্জয়িনী নগরে রাজা ভদ্রসেনের

রাজ্যে যাও। সেখানে দিনমানে গর্দ্দভ হয়ে বিচরণ করবে, রাত্রে নিজের গন্ধর্ব্বদেহ ফিরে পাবে। তবে যদি কোনদিন কোন বিপদ ঘটে দেবতার সাহায্য পেতে বঞ্চিত হবে না। সেইদিনই তোমার মুক্তি।

অগত্যা রাজা গন্ধর্ব্বসেন চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজনের নিকট বিদায় নিয়ে দেবতাদের প্রণাম করে সজল নয়নে ঘৃতাচীর দিকে চাইতে চাইতে আকাশ পথ দিয়ে ভেসে ভেসে মর্ত্ত্যধাম উজ্জয়িনীর শিপ্রানদীর তটে উপস্থিত হলেন। দিনে গর্দ্দভ হয়ে বিচরণ করেন, রাত্রি আসার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে পান তাঁর গন্ধর্ব্বদেহ। তখন তিনি দুঃখে অনুতাপে ক্ষোভে হতাশ হয়ে নদীতটের সন্নিকটে মহাকালের বিরাট মন্দিরে এসে দেবাদিদেব শঙ্করের ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকেন।

এইরূপে দিন কেটে যায়। প্রাতঃকাল হতে গর্দ্দভ শিপ্রানদীর তীরে নরম নরম ঘাস চিবোয়। তারপর শ্রান্ত হয়ে বৃক্ষতলে বিশ্রাম করে।

একদিন দেখতে পেল, রাজকুমারী তাঁর সহচরীদের নিয়ে শিপ্রার জলে জলকেলি করছেন আর দূর থেকে প্রহরা দিচ্ছে রাজ-প্রহরীর দল। কোন স্নানার্থী স্নান করতে গেলে তারা বাধা দেয়। গর্দ্দভের বোধশক্তি নেই বলে প্রহরীরা তাকে কিছু বলে না। কিন্তু গর্দ্দভ—ওরফে গন্ধর্ব্বসেন চোখের পলক না ফেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে রাজকুমারীর রূপ-লাবণ্য দেখতে থাকে। আর মনে মনে ভাবছে

থাকে—আহা ! কি সুন্দর রূপ—স্বর্গের বিদ্যাধরী উর্ব্বশী, রম্ভা, ঘৃতাচীকেও হার মানায়।

রাজকুমারীর জলকেলি সাঙ্গ হ'লে সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে ফিরলেন। গর্দভের মাথা ঘুরে গেল—তখন তার মনে হতে লাগল রাজকুমারীকে কেমন করে লাভ করবে সে। ভেবে স্থির করলে আমি ত সত্য সত্যই গর্দভ নই। রাজা ভদ্রসেনকে আত্মান্ত পরিচয় জানিয়ে যেরূপে হোক বিয়ে করব রাজ-কুমারীকে। ভেবে ভেবে খাওয়া নেই, ঘুম নেই, শুধুই রাজ-কুমারীর সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে তাকে দিশেহারা করে ছাড়ল। এখন শুধু এই চিন্তা কেমন করে রাজা ভদ্রসেনের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করা যায়। আমার কে আছে আপনার জন—যে এ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর করবে! এমন সময় দেখতে পেল এক ব্রাহ্মণ শিপ্রায় স্নান সেরে ফিরছেন। তখন এ সুযোগ হাত ছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় ভেবে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ব্রাহ্মণের সম্মুখে সে দাঁড়াল। গাধা পথরোধ করে দাঁড়াতে দেখে ব্রাহ্মণ চটে গিয়ে বলল, কি আপদ! ওরে পথ ছাড় গাধার পো! একে দুপুর পেরিয়ে যেতে বসেছে কখন কি করব আমি? এই বলে ব্রাহ্মণ পাশ কাটিয়ে পালাবার উদ্‌যোগ করছেন,—গর্দভও ছাড়বার পাত্র নয়—সে তখন বলল দাঁড়াও ঠাকুর! তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে—কথাটা শুনেই যাওনা কেন? গর্দভের মুখে মানুষের ভাষা শুনে ব্রাহ্মণ থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন গর্দভ বলতে

লাগল—তোমাকে আমার একটা উপকার করতে হবে,—রাজা ভদ্রসেনকে বল্‌বে তাঁর কন্যা ভদ্রাবতীকে আমি বিয়ে করতে চাই। ব্রাহ্মণ বললেন—কি বলছ তুমি? দেশের মালিক তিনি—তাঁকে কেমন করে বল্‌ব-যে একটা গাধা আপনার মেযেকে বিয়ে করতে চায়? কি পোড়া কপাল আমার, শেষে গাধার ঘটকালিটাও করতে হবে? সেও যেমন তেমন রাজা নয় সঙ্গে সঙ্গেই আমার গর্দানটাও না নিয়ে রেহাই দেবে না।

গাধা তখন রেগে দেহটাকে ফুলিয়ে চোখ দুটো করমচার মত লাল করে দাঁত খিঁচিয়ে ঠ্যাং চারটে ছড়িয়ে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে বললে, যদি আমার কথা রাজাকে না বল, তাহ'লে আজই তোমার শেষ দিন! স্বীকার কর আমি যা বলছি তা বলবে রাজাকে? গর্দ্দভের বিকটাকার মূর্ত্তি দেখে ব্রাহ্মণ ভয়ে নিরুপায় হয়ে বললেন—আচ্ছা তাই হবে। গর্দভ বল্‌লে—তাই হবে নয়? তুমি ত্রিসত্য কর আমার কথাগুলি কড়ায় গণ্ডায় বলবে?

অগত্যা সেই ভরদুপুরে শ্রান্ত ক্লান্ত ব্রাহ্মণ গর্দভের কথায় প্রতিশ্রুত হয়ে রাজসভা অভিমুখে চললেন।

মহারাজ ভদ্রসেন রাজ-সিংহাসনে বসে, পাশে তাঁর সভাসদ্‌গণ। এমন সময়ে ব্রাহ্মণ রাজসিংহাসনের সম্মুখে এসে বললেন—মহারাজ! আমি শিপ্রায় স্নান-আহ্নিক সমাধা করে বাড়ী ফিরছি! যা দেখে শুনে এসেছি শিপ্রাতীরে, তা নিবেদন করব যদি অভয় দেন।

রাজা বললেন যা বলবার নির্ভয়ে বলুন। ব্রাহ্মণ রাজার অনুমতি পেয়ে গর্দ্দভের কাহিনী বিবৃত করলেন। রাজা ভেবে দেখলেন সাধারণ মানুষ এ প্রস্তাব করতে পারবে না—তার উপর গাধা মানুষের ভাষায় কথা কয়! নিশ্চয়ই উঁচু বংশজাত শাপভ্রষ্ট কোন ছদ্মবেশী। একে অতি সহজে প্রত্যাখ্যান করা চলবে না— কি জানি কি বিপদ ঘটে। অনেক কিছু ভেবে চিন্তে রাজা ব্রাহ্মণকে উত্তর দিলেন— উত্তম। আপনি তাকে বলবেন— রাজা মশাই যত সত্বর হয় এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান ও বিবেচনা করে উত্তর দেবেন। ব্রাহ্মণ চলে গেলেন।

রাজা ভদ্রসেন সভাসদগণকে বললেন— আপনারা গর্দ্দভের সবিশেষ পরিচয় সন্ধান করে আমাকে জানাবেন।

রাজ আদেশে কতিপয় সভাসদ শিপ্রাতীরে গর্দ্দভের নিকট উপস্থিত হলেন। গর্দ্দভ রাজ অনুচরদের পরিচয় পেয়ে সাহ্লাদে বললে—তোমরা গিয়ে রাজাকে জানাবে যত শীঘ্র সম্ভব হয় যেন তিনি তাঁর কন্যাকে আমাকে দান করেন। না হলে রাজ্যপাট ধ্বংশ ও রাজ-মৃত্যু অনিবার্য।

যথাসময় সভাসদগণ গর্দভের বীর বাক্যাভিনয় রাজাকে শোনালেন। রাজা সেইদিনই শিপ্রাতটে গর্দভের নিকট উপস্থিত হ'লেন। এসে দেখেন এক হৃষ্ট পুষ্ট দিব্যমূর্ত্তি গর্দভ শিপ্রাতীরে বিচরণ করছে, রাজা গর্দভের সম্মুখীন হয়ে বললেন —আমিই মহারাজ ভদ্রসেন। যদি কোন ত্রুটিবিচ্যুতি হয়— মার্জ্জনা করবেন। আপনার পরিচয় জানতে পারলে আনন্দিত

হই। তখন গর্দভ বল্‌লে—মহাশয়! শুনুন তবে আমার পরিচয়। জন্ম আমার গন্ধর্ব্বকুলে—নাম গন্ধর্ব্বসেন। স্বর্গ-দেবতা ইন্দ্রের দেবসভায় বিদ্যাধরীদের নৃত্য উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। ঘৃতাচীর নৃত্য এবং হাব-ভাবে আমি মুগ্ধ হয়ে ইঙ্গিতে আমার মনোভাব জানাই। দেবেন্দ্র তা লক্ষ্য করে আমাকে অভিশাপ দেন--সেই অভিশাপে আমার এ পরিণতি।

রাজা ভদ্রসেন বললেন—আপনি যে প্রকৃত গন্ধর্ব্বসেন তা আমাকে বিশ্বাস করতে হলে তার প্রমাণ স্বরূপ যদি আজই রাত্রির ভিতরে পঞ্চাশ হাত উচ্চ পাথরের প্রাচীরে আমার সুবিশাল উজ্জয়িনী নগরীটাকে ঘিরে ফেলতে পারেন তা হলে কন্যা ভদ্রাবতীর সঙ্গে আপনার পরিণয় সম্ভব হতে পারে।

গর্দ্দভ স্বীকৃত হল। রাজা ভদ্রসেন নিজ প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

সন্ধ্যা হল। গন্ধর্ব্বসেন ফিরে পেলেন তাঁর গন্ধর্ব্ব-দেহ। তখন তাঁর মনে হল—দেবরাজ ইন্দ্র অভিশাপ দেবার পর দয়া করে বলেছিলেন—যদি কোন দিন কোন বিপদ আসে তা হলে দেবতাদের স্মরণ করলে তাঁরা তোমায় সাহায্য করবেন। তিনি আর বিলম্ব না করে দেবরাজের স্তবস্তুতি আরম্ভ করলেন।

গন্ধর্ব্বসেনের স্তবস্তুতিতে দেবরাজ সন্তুষ্ট হয়ে শিল্পী বিশ্ব-কর্ম্মাকে মর্ত্ত্যধামে গন্ধর্ব্বসেনের নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

দেবরাজের আদেশে স্বর্গ হতে শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আবির্ভূত হলেন উজ্জয়িনীতে—সহচর অন্যান্য শিল্পীদের নিয়ে।

রাজা ভদ্রসেনের আদেশ অনুযায়ী বিশ্বকর্ম্মা রাতারাতি উচ্চে পঞ্চাশ হাত পরিমিত পাথরের প্রাচীর দিয়ে উজ্জয়িনী নগরটা ঘিরে ফেললেন। বিরাট উজ্জয়িনী নগরের বাহিরে যাবার মাত্র চারিটি দরজা। দেশের অধিবাসীরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই চারিটি দরজা দেখতে পেয়ে বাহিরে যাতায়াত করতে লাগল।

রাজা ভদ্রসেনের আদেশমত সমুদয় কার্য্যই সুসম্পন্ন হয়েছে। তিনি আনন্দে অধীর হলেন। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে রাজকুমারীকে নিয়ে গর্দভের নিকট উপস্থিত হলেন। মহা আড়ম্বরে রাজকুমারীর সঙ্গে গর্দভের বিয়ে হয়ে গেল।

গন্ধর্ব্বসেন দিনে গর্দভ—সন্ধ্যার পর হতেই সারা রাত্রি সুন্দর সুঠাম দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করে ভদ্রাকে নিয়ে মহানন্দে রাত্রি-যাপন করেন। ভদ্রাও মহাসুখে স্বামী সোহাগিনী হয়ে দিন কাটাতে থাকেন।

রাজা ভদ্রসেন কন্যা-জামাতা নিয়ে নিজের প্রাসাদে যেতে চাইলেন। রাজকন্যা ভদ্রা গর্দভবেশী স্বামীকে নিয়ে রাজ-প্রাসাদে যেতে অস্বীকৃতা হলেন। অগত্যা রাজা ভদ্রসেন উজ্জয়িনীর নদীতটে এক সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়ে কন্যা-জামাতার বাসস্থান সেইখানে নির্দেশ করলেন।

রাজকন্যা ভদ্রার এক সুন্দরী দাসী ছিল। গন্ধর্ব্বসেনের রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে গোপনে সে গন্ধর্ব্বসেনকে আত্মদান করল।

সেই দাসীর গর্ভে এক পুত্র সন্তান জন্মাল, নাম তার শকাদিত্য।

এ দিকে রাজকন্যা ভাদ্রবতীরও গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পেল।

একদিন রাজা ভদ্রসেন ভদ্রাবতীকে দেখতে এসেছেন। পিতাপুত্রীর নানা আলোচনা চল্‌ছে। এমন সময়ে ভদ্রাবতী পিতাকে সলজ্জভাবে বললেন শাপভ্রষ্ট স্বামী তাঁর দিনে গর্দ্দভ হয়ে থাকেন—রাত্রে গন্ধর্ব্ব দেহ ফিরে পান। এর যদি কোন প্রতিকার থাকে তা হলে সর্ব্বসুখে সুখী হতে পারি।

রাজা বিশেষ কোন কথার উত্তর না দিয়ে নিজ প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

একদিন রাত্রে রাজা ভদ্রসেনের এক বিশ্বাসী অনুচর রাজকন্যার প্রাসাদে এসে প্রতিটি কক্ষ অনুসন্ধান করে একটি কক্ষে দেখতে পান গন্ধর্ব্ব দেহটা মৃতের মত পড়ে। অনুচর গন্ধর্ব্ব দেহটা শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে রাজপ্রাসাদে ফিরে এল।

রাত্রি প্রভাতে গন্ধর্ব্বসেন তাঁর গর্দভ দেহ সেই নির্দিষ্ট কক্ষে দেখতে পেলেন না। বহু খোঁজ তল্লাস করেও কোথাও দেখতে না পেয়ে ভদ্রাকে গিয়ে বললেন—দেবী, এইবার আমাকে বিদায় দাও। দিনমানে এই গন্ধর্ব্ব দেহ নিয়ে আমার পৃথিবীতে থাকা চলবে না, দেবরাজ অসন্তুষ্ট হবেন।

গন্ধর্ব্বসেন নিরুপায় হয়ে সকাতরে দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব-স্তুতি করতে লাগলো। সতীসাধ্বী ভদ্রাদেবীও স্বামীর এই বিপদে দেবতাদের আরাধনা করতে লাগলেন। দেবরাজ

ইন্দ্রের দয়া হল। দেখতে দেখতে একটা দেবরথ এল—গন্ধর্ব্বসেনকে স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। গন্ধর্ব্বসেন ভদ্রার নিকট বিদায় নিয়ে রথে উঠে বসলেন। ভদ্রা স্বামী-বিচ্ছেদের নিদারুণ যন্ত্রণা কল্পনা করে মূর্চ্ছিতা হলেন, গন্ধর্বসেন নিজ হাতে তার শুশ্রূষা করে মূর্চ্ছা ভাঙিয়ে বোঝাতে লাগলেন—কোন দুঃখ নাই তোমার! তোমার গর্ভে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে—একদিন সেই হবে পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা। যতদিন চন্দ্র সূর্য্যের উদয়-অস্ত হবে ততদিন তার যশঃরাশি পৃথিবীবাসী স্মরণ করবে।

পতিপরায়ণা রাজকন্যা ভদ্রাবতীকে স্বামী বিচ্ছেদের নিদারুণ অনুভূতি ম্রিয়মান করে রাখল। পিতার বহু অনুরোধেও পিতার প্রাসাদে ফিরে গেলেন না। স্বামীর স্মৃতিগুলি আঁকড়ে ধরে বাস করতে লাগলেন শিপ্রানদী-তটে নবনির্মিত প্রাসাদে। যথাসময় ভদ্রাবতীর এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হ'ল। রাজা ভদ্রসেন দৌহিত্রের নামকরণ করলেন বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য পূর্ণচন্দ্রের মত এক এক কলা করে বাড়তে লাগলেন। পাঁচ বছর বয়স হতেই রাজা দৌহিত্রকে সর্ববিদ্যায় বিশারদ করে তুলতে লাগলেন।

স্বামী ঔরসজাত পুত্র বলেই দাসীপুত্র শকাদিত্যকে ভদ্রাবতী নিজসন্তান বিক্রমাদিত্যের মতই প্রতিপালন করতে লাগলেন। শকাদিত্যও বিমাতার স্নেহ ও যত্নে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হতে লাগল।

রাজা ভদ্রসেন নিজ দৌহিত্র বিক্রমাদিত্যকে উজ্জয়িনীর ভাবী রাজা রূপে মনোনীত করলেন।

ভদ্রাবতীর হাতেগড়া শকাদিত্য বিদ্যাবুদ্ধিতে কেউকেটা ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার—যৌবনে পা দিতে না দিতেই সে দুশ্চরিত্র, বিলাসী ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ল—এ জন্য প্রজারা তাকে ঘৃণার চোখেই দেখতে লাগল।

উজ্জয়িনীর রাজ সিংহাসন

রাজা ভদ্রসেন স্বর্গারোহণ করলেন। মন্ত্রী, পারিষদ, ও প্রজাবৃন্দ মহাপ্রাণ বিক্রমাদিত্যকে রাজ সিংহাসনে বসাতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বিক্রমাদিত্য তাতে অস্বীকৃত হলেন। তিনি বললেন আমি ' স্বর্গীয় মহারাজের দৌহিত্র, ধর্ম্মতঃ আমি সিংহাসনের অধিকারী হলেও জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ রাজা হতে পারে কিরূপে? শকাদিত্য আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হলেও আমার জ্যেষ্ঠ, সুতরাং তিনিই রাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করে রাজ্য পালন করুন—আমি তাঁর অনুগতের মত আদেশ পালন করব। যদি আপনারা তা অসঙ্গত মনে ভাবেন তা হ'লে আমাকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হতে হবে।

জনসাধারনের অনিচ্ছা সত্বেও অনধিকারী শকাদিত্যকে রাজসিংহাসনে বসানো হল।

শকাদিত্য রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বেই তিনি তিলোত্তমা নামে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। শকাদিত্য সুন্দরী যুবতী পত্নীর প্রেমে মশ্‌গুল হয়ে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন। শকাদিত্য পত্নীর বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করতে সাহস পেতেন না।

এমনকি শকাদিত্যের রাজ অন্তঃপুর হতে মুহূর্ত্তকাল বাহিরে যাবার অনুমতি ছিল না।

শকাদিত্যের নবপরিণীতা তিলোত্তমা এসে যখন বিক্রমাদিত্যের পরিচয় জানলেন,—কি যেন একটা হিংসায় তিনি দেবর বিক্রমাদিত্যকে বিষচক্ষে দেখতে লাগলেন। তিনি শকাদিত্যকে অহনিশ উত্তেজিত করতেন যে বিক্রমাদিত্যকে হত্যা না করলে তুমি নিষ্কণ্টক হবে না, তা ছাড়া রাজ্যরক্ষা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে। আমি পরোক্ষে জেনেছি যে মন্ত্রী হতে সামান্য প্রজাগণ পর্য্যন্ত বিক্রমাদিত্যকে মন্ত্রণা দিতে ভালবাসে, এইরূপ নানা কথায় শকাদিত্যকে তিনি মন্ত্রণা দিতে থাকেন। দিনের পর দিন এইসব উত্তেজনায় শকাদিত্যের মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

এদিকে রাজকার্য্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। শকাদিত্যের অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে যাবার আদেশ নাই, তিনি অন্তঃপুরেই বাস করেন। রাজ্য সুশৃঙ্খলায় চলবে কিসে? রাজারাণীর অফুরন্ত বিলাসিতায়, অপরিমিত অর্থব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ল। অর্থের অস্বচ্ছলতায় শকাদিত্য

অন্তঃপুর হতেই দিন দিন প্রজাদের উপর নূতন নূতন কর বসিয়ে তাদের উত্যক্ত ক'রে তুললেন। রাজার এই অমানুষিকতায় প্রজারা বিদ্রোহী হল। উজ্জয়িনীর চরম দুর্দ্দিন। শকাদিত্যের চাটুকার দল দেশবাসীর সর্ব্বস্ব লুঠতরাজ ক'রে রাজার ও নিজেদের বিলাসের অর্থাদি সংগ্রহ করতে লাগল। হাহাকারে দেশ ভ'রে গেল। প্রজারা দেশ ছেড়ে অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিতে ছুটল। এই অবসরে উজ্জয়িনীর শত্রুপক্ষের রাজারা মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠল, যদি তারা উজ্জয়িনী হস্তগত করতে পারে।

রাষ্ট্র বিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ অনুভব করে রাজ্যের চিরহিতাকাঙ্খী মন্ত্রী ও পারিষদগণ বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন—আপনি যদি এখনও রাজসিংহাসনে বসে রাজকার্য দেখাশোনা না করেন তাহ'লে আপনার মাতামহের সোনার উজ্জয়িনী ধ্বংসে পরিণত হতে আর বিলম্ব নাই। এখনও যদি রাজ্য রক্ষার অভিলাষ থাকে তা হ'লে ফিরে চলুন উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসন রক্ষা করতে। দেশ ও দশকে এ দুর্দ্দিনে রক্ষা করুন।

বিক্রমাদিত্য মন্ত্রী ও পারিষদ প্রমুখ রাজ্যের বিশৃঙ্খলার কাহিনী শুনে ফিরে এলেন উজ্জয়িনীতে।

শকাদিত্যকে গিয়ে বললেন—ভাই' তোমার রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ। এখনও সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পালন কর। দরিদ্র প্রজাদের মাথায় নিত্য নূতন কর চাপিয়ে তাদের দারিদ্র্যের বোঝা আর বৃদ্ধি না করাই মঙ্গল।

শকাদিত্য সরোষে গর্জ্জে উত্তর দিলেন—নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই রাজ্য-সম্পদ! রাজা হয়ে যদি দারিদ্র্যকেই বরণ করতে হয়—তেমন রাজ্যের কোন প্রয়োজন নাই।

বিক্রমাদিত্য বললেন—রাজ্যরক্ষা হলে তবে ত দারিদ্র্য ঘুচবে—রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজ্যই যদি ধ্বংস হয় তা হ'লে দারিদ্র্য ত আরো বেড়ে উঠবে।

এইরূপ নানা বাকবিতণ্ডার পর শকাদিত্য সুর পঞ্চমে চড়িয়ে বললেন—বিক্রম! তোমার লজ্জা হ'ল না, যে তুমি আমাকে চাটুকারদের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাকে তিরস্কার করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হচ্ছনা? তুমি যে আমার বৈমাত্রেয় ভাই—আজই পেলাম তার পরিচয়? আমি জানি ভণ্ড প্রতারক তুমি? অন্তঃশীলা ফল্গুর মত ভিতরে ভিতরে তুমিই এই বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছ? আমি তোমার এই ঔদ্ধত্যের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ড দিচ্ছি—তুমি রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে এ রাজ্যের ত্রিসীমানায় থাকলে—তোমাকে এর চেয়ে গুরুদণ্ড ভোগ করতে হবে।

শকাদিত্যের এই কঠোর আচরণে বিক্রমাদিত্য স্তম্ভিত। তিনি আর কোন বাক্যালাপ না করে শকাদিত্যের সান্নিধ্য হতে দূরে চলে গেলেন।

বিক্রমাদিত্যের নির্বাসন দণ্ডে তিলোত্তমা আনন্দে ভরপুর। শকাদিত্যের যে আনন্দ না হয়েছিল এমন কথা নয়, কারণ

বৈমাত্রেয় ভাই কখনও আপন হয় না। এইবার তিনি নিষ্কণ্টক ; তার যথেচ্ছাচারে আর কেউ বাধা দেবে না।

বিক্রমাদিত্যের নির্ব্বাসনের পর হতেই শকাদিত্যের অত্যাচার চতুর্গুণ বেড়ে উঠল। রাজ্যবাসী বিপর্য্যস্ত। পুরানো মন্ত্রী-পারিষদ্‌দের বিদায় দিয়ে শকাদিত্য তাঁর সহচর চাটুকারদের উপর রাজ্যভার অর্পণ করলেন। প্রজাগণ দলে দলে দেশ ছেড়ে পালাতে লাগল, রাজ্যে চরম দুর্দিন শুনে আর স্থির থাকতে না পেরে বিক্রমাদিত্য অবিলম্বে উজ্জয়িনীতে পুনরায় উপস্থিত হলেন।

রাজ সিংহাসনে বিক্রমাদিত্য

যতদিন মানুষের ধন জন যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকে ততদিন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন নিতান্ত আপনার হয়ে ছুটে আসে। অপরিমিত অর্থব্যয় ও অকর্ম্মণ্যতার ফলে শকাদিত্য একান্ত দুর্বল এমন কি ভিক্ষুকেরও অধম। প্রখরা উৎশৃঙ্খলা পত্নী তিলোত্তমার কঠোর ব্যবহারে শকাদিত্যের কণ্ঠাগত প্রাণ। বিক্রমাদিত্য ফিরে এসে দেখলেন উজ্জয়িনীর বড়ই দুর্দিন। বিক্রমাদিত্য বাহুবলে শকাদিত্য ও তিলোত্তমাকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করে উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করলেন। রাজ্যের মধ্যে শকাদিত্যের এমন কেউ আপনার ছিল না যে

তাঁকে রক্ষা করতে একটা কথা বলে। সুতরাং বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন অধিকারে কারো কোন প্রতিবাদ ছিল না। বহিশত্রু-গণ বিক্রমাদিত্য রাজসিংহাসনে বসতেই কে যে কোথায় পালাল তার স্থির নাই।

রাজ্যে পুনরায় শান্তি ফিরে এল। বিক্রমাদিত্য রাজা হয়েছেন শুনে দলে দলে প্রজাগণ উজ্জয়িনীতে ফিরে এসে যে যার স্থান দখল করে নির্ব্বিবাদে বাস করতে লাগলেন।

মহাপরাক্রমশালী মহারাজ বিক্রমাদিত্য নিজের শৌর্য ও বীর্য্যবলে সসাগরা ধরিত্রীর একচ্ছত্রাধিপতি হয়ে উঠলেন। তাঁর যশঃপ্রতিভা মর্ত্ত্য হতে স্বর্গ পর্য্যন্ত মুখরিত হয়ে উঠল। তিনি এমন সুষ্ঠুভাবে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করতেন তাতে স্বর্গের দেবতারাও স্তম্ভিত হতেন।

বিক্রমাদিত্যের বিচার বুদ্ধি

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে উপবিষ্ট, এমন সময় রোরুদ্যমানা দু'টি রমণীর মধ্যে একজন এসে বললে, মহারাজ! এই দুষ্টা রমণী আমার এক মাসের ছেলেটিকে চুরি করে। আমি বহু খোঁজ তল্লাসের পর যখন জানতে পারলাম তখন ঐ দজ্জাল নারী আমাকে আমার ছেলে ফিরিয়ে দিতে চাইছে না, আপনি দেশের মালিক, আপনার কাছে ছুটে এসেছি—আপনি আমার ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিতে আদেশ করুন।

তখন অন্য রমণীটি অঝোর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বললে —মহারাজ! আপনি গরীবের মা বাপ, আমাদের দেবতা। মিথ্যা বলব না, বিশ্বাস করুন ও ছেলে আমার।

তখন অভিযোগকারিনী রমণী বল্লে-- মহারাজ শুনবেন না, ও ছেলে আমার মাগী মিথ্যা কথা বলছে। 'আহা বাপরে বাছারে আমার' এই বলে রমণীটি বারংবার ছেলেটির মুখচুম্বন করতে লাগল।

রাজা বিক্রমাদিত্য ও সভাসদগণ সকলেই স্তম্ভিত। পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। অতঃপর বিক্রমাদিত্য বললেন- তোমরা স্থির হও। ঐ শিশু সন্তানটি প্রকৃতপক্ষে যার সে-ই পাবে · অবিচার হবে না। এই বলে রাজা জল্লাদকে ডাকলেন। তারপর একদৃষ্টে রমণী দুটির হাবভাব নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

অবিলম্বে জল্লাদ সম্মুখে এসে দাঁড়াল। রাজা জল্লাদকে আদেশ করলেন—ঘাতক! তুমি ঐ শিশুটিকে মাঝামাঝি দুইভাগে তুল্যাংশে বিভাগ করে দাও।

রাজা বিক্রমাদিত্যের এই কঠোর আদেশে অভিযোগকারিনী রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললে—মহারাজ! আমি মিথ্যা বলেছি ও ছেলে আমার নয়। ওকে দিন—ওরই ছেলে। আমার প্রয়োজন হবে না ও ছেলে!

তখন দ্বিতীয় রমণী চীৎকার করে বলতে লাগল—আরে ও আমার ছেলে! মহারাজ শুনবেন না ও দুষ্টা দজ্জাল নারীর

কথা! আপনি ন্যায় বিচারক—দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা! আপনি জল্লাদকে বলুন ছেলেটাকে বরং আমাদের দু'ভাগে দু'জনকেই ভাগ করে দিক।

তখন মৃতশিশুর সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল। রাজা বিক্রমাদিত্য রক্ষীকে আদেশ করলেন—এই মুহূর্ত্তে ঐ নারীকে কারাগারে নিয়ে গিয়ে কারাধ্যক্ষকে বলবে যেন জগদ্দল পাথর বুকে চাপিয়ে ওকে ফেলে রাখে।

রক্ষী দ্বিতীয় রমণীকে বন্দিনী করে কারাগারে নিয়ে গেল। প্রথমা নারী তার শিশু পুত্রটিকে কোলে নিয়ে রাজাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে নিজ গৃহে চলে গেল।

সভাস্থ আবাল বৃদ্ধ রাজার এই সূক্ষ্মবিচার শতমুখে প্রশংসা করতে লাগলো। বিক্রমাদিত্যের জয়গানে চারিদিক ভরে উঠল। স্বর্গ হতে দেবগণ বিক্রমাদিত্যের শিরে পুষ্পবৃষ্টি করল।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস

বিক্রমাদিত্য পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি। শৌর্য্য বীর্য্যে বিদ্যা বুদ্ধিতে তিনি তখনকার সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন বিদ্যোৎসাহী সুপণ্ডিত। তাই সব সময়েই পণ্ডিত সংসর্গে থাকতে ভালবাসেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় বিচক্ষণ মন্ত্রী ও আটটি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রাজসভা অলঙ্কৃত করে থাকতেন।

তাঁদের নাম ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, বরাহ মিহির ও বররুচি।

একদিন পণ্ডিতমণ্ডলী বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় কালিদাসের পাণ্ডিত্যের আলোচনা করছেন। রাজা বিক্রমাদিত্যও শুন্‌লেন কালিদাসের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা কাহিনী। তিনি কালবিলম্ব না করে মহাসমাদরে কালিদাসকে মহাকবি উপাধিতে ভূষিত করে "নবরত্ন" নামে সভা স্থাপন করেন। কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার শ্রেষ্ঠ রত্ন বলে আজও কথিত আছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কালিদাসের বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পেয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবিরত্ন বলে সম্মানিত করেছিলেন। এতে অন্যান্য পণ্ডিতদের হিংসানল জ্বলে উঠল, তারা পরোক্ষে কালিদাসের বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল। কালিদাস ও রাজা বিক্রমাদিত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোভাব বুঝতে পেরেও সেদিকে কোন লক্ষ্য করতেন না। ঘটকর্পর, বররুচি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কালিদাসকে পদে পদে লাঞ্ছিত কর্‌বার সুযোগ অন্বেষণ করতেন। তারা নানারূপ ছন্দবন্দে বিবিধ কৌশলী কবিতা রচনা করে রাজসভায় রাজাকে শুধাতেন। কালিদাসও তাদের কবিতা শ্রবণ করে সহাস্যে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিপক্ষ কবিতা রচনা করে শোনাতেন। সভাস্থ জনগণ কালিদাসের সুন্দর সরস কবিতায় মুগ্ধ হয়ে অবাক বিস্ময়ে কালিদাসের মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন এবং

শত শত প্রশংসাবাদে কালিদাসকে আপ্যায়িত করতেন।

জনসাধারণের নিকট কালিদাস শ্রেষ্ঠ কবি বলে প্রতিপন্ন হলেও বররুচি ও ঘটকর্পর নিজেদের শ্রেষ্ঠ কবি জ্ঞানে শ্লাঘা করতেন।

একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য নবরত্ন সমভিব্যাহারে রাজসভায় শাস্ত্রালাপ করছেন। এমন সময় সহসা তিনি দেখতে পেলেন একটি বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড। তখন তিনি বররুচিকে প্রশ্ন করলেন—ওটা কি পড়ে? বররুচি উত্তর দিল—শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে। অতঃপর রাজা কালিদাসকে ইঙ্গিত করতেই কালিদাস মৃদু হেসে বললেন—নীরস তরুবরং পুরতোভাতি।

বররুচি অপেক্ষা কালিদাসের রচনা সরস ও সুমধুর হওয়ায় সভাসদ্গণ নিষ্প্রভ হাসি হাসলেন বটে কিন্তু বররুচি লজ্জায় অধোবদন হলেন। মনে মনে কালিদাসকে অপদস্থ করবার চিন্তাই তাঁর বলবতী হ'ল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে কোন উপায়ে হোক কালিদাসকে রাজ-অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত করবেন। কালিদাস দুস্টগ্রহ। এ গ্রহ থাকতে আমরা আর কোনদিন রাজার নিকট সম্মানিত হব না। অন্যান্য পণ্ডিত-মণ্ডলী কালিদাসের প্রতি মৌখিক সৌজন্য দেখালেও অন্তরে তাদের প্রতিহিংসানল দাউ দাউ করে জ্বলত।

একদিন বররুচি, ঘটকর্পর প্রভৃতি পণ্ডিত পরামর্শ করলেন যে কোন উপায়েই হোক আগামীকল্য রাজসভায় কালিদাসকে

অপ্রতিভ করতেই হবে। চল, আমরা সকলে মিলে কালিদাসের বাড়ীতে গিয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে আসি! তাতেই বাছাধনকে কুপোকাৎ হতে হবে!

পরদিন প্রভাতে কালিদাস রাজসভায় বেরিয়ে এলে কতিপয় পণ্ডিত তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। কালিদাস-গৃহিণী, পরিচারিকা দিয়ে পণ্ডিতদের আগমনের কারণ জানতে তাঁরা বল্লেন—মা, আজ আমরা আপনার নিকট একটা ভিক্ষা প্রার্থনা করতে এসেছি। কালিদাস-গৃহিণী পণ্ডিতদের আবেদন ইতঃস্ততঃ করতে বররুচি বললেন—মা, কোন চিন্তা নাই আপনার। আপনার একটা কথাতেই আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হবে। তখন কালিদাস-গৃহিণী সলজ্জভাবে বললেন—আদেশ করুন।

বররুচি বললেন—আগামীকল্য প্রত্যূষে আপনার স্বামী যখন রাজসভায় যাবেন তখন আপনি তাঁকে বলবেন—গৃহে আজকার তণ্ডুলের অভাব। যত শীঘ্র হয় ব্যবস্থা করুন।

বিদূষী কালিদাস-গৃহিণী এ ছলনার অর্থ বুঝতে না পেরে অগত্যা তাতেই সম্মত হলেন।

পণ্ডিতমণ্ডলী মহানন্দে প্রস্থান করলেন।

পরদিন প্রভাতে কালিদাস রাজসভায় বেরুচ্ছেন। এমন সময়ে তাঁর গৃহিণী বললেন—রাজসভায় ত যাচ্ছ এদিকে যে গৃহে তণ্ডুলাভাব।

কালিদাস গৃহিণীর মুখে সংসারের তণ্ডুলাভাব শুনে—

এই অভাবের কথা চিন্তা করতে করতে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে মৌনভাবে নির্দ্দিষ্ট আসন উপবেশন করলেন।

কালিদাসের হাবভাব দেখে পণ্ডিতদের বুঝতে বাকি রইল না যে তাঁদের মনোভিষ্ট পূর্ণ হয়েছে।

কালিদাস মৌনভাবে বসে রাজসভায়। তাঁর আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই, অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলীর কত প্রশ্ন, তর্ক, বিতর্ক নানা সমস্যা উত্থাপিত হয়ে রাজসভা মুখরিত --তিনি কোন কথায় মনোনিবেশ করতে পারছেন না, তাঁর এক চিন্তা—গৃহে তণ্ডুলাভাব। সভামধ্যে জটিল প্রশ্নের সমাধান না হলেও তিনি একটি বাক্যালাপও করছেন না। ঘটকর্পর, বররুচি প্রভৃতি পণ্ডিত যে সকল প্রশ্ন ও সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসায় অপারগ তাতেও কালিদাসের কোনও মনোযোগ নাই! তখন রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন -- পণ্ডিতবর। আজ আপনাকে এরূপ চিন্তান্বিত দেখছি কেন? কি এমন ভাবছেন—যার জন্য এই সকল তর্ক-বিতর্কের সুষ্ঠু মীমাংসা না হওয়া সত্বেও নির্ব্বাক হয়ে বসে আছেন! তখন কালিদাস উত্তর দিলেন --

দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্ব্বে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ।
অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ॥

মহারাজ! যে দরিদ্র হয় তার যাবতীয় গুণরাশি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত যেমন প্রকাশ পায় না, তেমনি অন্নচিন্তায় প্রপীড়িত হলে কবিরও কবিত্ব শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

আজ আমি রাজসভায় আসবার সময়— গৃহিণী বলল, গৃহে তণ্ডুলাভাব। সেই হতে আমার সেই চিন্তাই বলবতী। তাই আমার কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ হচ্ছে না।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাস প্রমুখ এই কথা শুনে উচ্চ হাসি হেসে উঠলেন।

অতঃপর কালিদাসকে প্রচুর অর্থ দিয়ে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ করলেন।

সন্ন্যাসী ও রাজা বিক্রমাদিত্য

একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য রাজসভায় উপবিষ্ট। পার্শ্বে মন্ত্রী, নবরত্ন ও পারিষদগণ যেন চন্দ্রদেবের চারিদিকে নক্ষত্রপুঞ্জ। এমন সময়ে এক তেজস্বী সন্ন্যাসী রাজসভায় উপনীত হলেন। রাজা সন্ন্যাসীকে যথাযোগ্য স্থানে বসিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন। সন্ন্যাসী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করে রাজার হস্তে একটি শ্রীফল প্রদান করলেন। রাজা সন্ন্যাসী প্রদত্ত শ্রীফলটি মাথায় ছুঁইয়ে কোষাধ্যক্ষকে সযত্নে তা রক্ষা করবার আদেশ দিলেন।

সন্ন্যাসী নবরত্নের সঙ্গে আলাপ-আলাপনে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা সন্ন্যাসীর বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হলেন। সভাভঙ্গের সময়কাল উপস্থিত হওয়ায় সন্ন্যাসী রাজসমীপে বিদায় গ্রহণ করে প্রস্থান করলেন।

পরদিনও সন্ন্যাসী একটি শ্রীফল নিয়ে রাজসমীপে উপস্থিত হয়ে রাজাকে শ্রীফলটি দিয়ে চলে গেলেন। একদিন রাজা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করলেন, শ্রীফলটা এনে ভাঙ্গতো। কোষাধ্যক্ষ শ্রীফল ভাঙ্গতে দেখা গেল, তার ভেতরে একটি উজ্জ্বল বহুমূল্য মাণিক! মাণিকটির মূল্য—অমূল্য বলেই রাজার মনে হল। রাজা কোষাধ্যক্ষকে পুনরায় আদেশ করলেন - সন্ন্যাসী প্রদত্ত যাবতীয় শ্রীফলগুলি ভেঙ্গে ফেল। তাই হল—প্রত্যেকটি শ্রীফলের ভিতর এক একটি অমূল্য মাণিক। রাজা অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হলেন। এবং সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁর চতুর্গুণ ভক্তি বেড়ে উঠল।

পরদিনও যথাসময়ে সন্ন্যাসীর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করে বললেন - দেব! আমার প্রতি এত অযাচিত করুণার উদ্দেশ্য কি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসি হেসে বললেন—মহারাজ! আপনি বোধ হয় জানেন - রাজা, গুরু, বৈদ্য, দৈবজ্ঞ, যুবতী, আপন সন্তান ও বন্ধুগণের সান্নিধ্যে রিক্তহস্তে আগমন কোনদিনই উচিত হয় না। আপনি পৃথিবীপতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। আপনার সম্মুখে রিক্ত হস্তে আগমন ন্যায়বিরুদ্ধ!

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—আপনার প্রদত্ত মাণিক্যগুলির মূল্য সম্ভবতঃ আমার রাজভাণ্ডারে নাই। আর আপনি প্রতিদিন সেই অমূল্য রত্ন আমাকে দান করে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় এর মধ্যে কোন গুপ্ত রহস্য নিহিত রয়েছে।

সন্ন্যাসী বললেন—রাজা, আপনি বিচক্ষণ, আপনার অনুমান অভ্রান্ত! আমার একটি অভিলাষ আপনাকে পূর্ণ করতে হবে।

রাজা বললেন—আদেশ করুন! আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব আপনার বাসনা পূর্ণ করতে। সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন—সাধু আপনি মহারাজ! তবে আমি আমার বক্তব্য অতি সংগোপনেই আপনাকে জানাব। এই বলে সন্ন্যাসী রাজাকে একটা নির্জন স্থানে নিয়ে এসে চুপিসাড়ে রাজাকে বলতে লাগলেন—রাজন্! আমার ঐকান্তিক বাসনা, গোদাবরী তটস্থ মহাশ্মশানে আমি শব সাধনায় ব্রতী ও সিদ্ধ হব। আপনি যদি আমার সহায়তা করেন তাহ'লে আমরা উভয়েই অষ্টসিদ্ধি লাভ করে জগতের মধ্যে মহীয়ান্ ও দীর্ঘদিন সুখভোগ করে মহাপ্রস্থান করতে পারব।

রাজা বিক্রমাদিত্য সন্ন্যাসীর প্রস্তাবে সম্মত হলেন; অতঃপর সন্ন্যাসী বললেন তা হলে অদ্য অমাবস্যা তিথি! দ্বিপ্রহর রাত্রে একটা শাণিত খড়্গ নিয়ে গোদাবরী তটস্থ মহাশ্মশানে গমন করবেন। আমি মহাপূজার পূজাদির আয়োজনে ব্যস্ত থাক্‌ব।

রাজা প্রতিশ্রুত হলে সন্ন্যাসী গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন।

বেতাল ও বিক্রমাদিত্য

মহারাজ বিক্রমাদিত্য শাণিত খড়্গ হাতে বেরুলেন গোদাবরী তটস্থ মহাশ্মশানে ! রাত দুপুর। ভূত প্রেত পিশাচদের বিচরণ ভূমি এই মহাশ্মশান। অমাবস্যার গাঢ় কৃষ্ণ অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। পচা মড়ার দুর্গন্ধে শ্মশানভূমি ভরপুর। আকাশস্পর্শী চিতার লেলিহান শিখা! সঞ্চরণশীল শৃগাল কুকুরের জ্বল জ্বল চক্ষু বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এই ভীষণ অন্ধকারময়ী রাত্রিতে নির্ভীক রাজা বিক্রমাদিত্য শাণিত খড়্গ হাতে সন্ন্যাসীর নিকটে উপস্থিত হয়ে দেখলেন— মহাশ্মশানে ডাকিনী, হাকিনী, শঙ্খিনী, ভূত, প্রেত, পিশাচ, প্রভৃতি উন্মত্ত হয়ে সন্ন্যাসীকে ঘিরে মহোল্লাসে নৃত্য করছে। সন্ন্যাসী যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে মহানন্দে নরকঙ্কাল নিয়ে কর্ণবিদারী বাদ্যে তাদের নৃত্যে তাল দিচ্ছেন। এই ভয়াল দৃশ্যে রাজা বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে সন্ন্যাসীর চরণে প্রণিপাত করে জিজ্ঞাসা করলেন—যোগীবর! আদেশ করুন আমার করণীয় কি ? মুনিবর রাজাকে ইঙ্গিতে বসবার আসন দেখিয়ে দিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য যোগীবরের নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলে সন্ন্যাসী বললেন আপনার আগমনে বড়ই প্রীত হয়েছি মহারাজ ! বুঝলাম মহৎ ব্যক্তি প্রাণান্তেও প্রতিশ্রুতি পালনে

পরাঙ্মুখ হন না। তবে শুনুন—এই মহাশ্মশানের দক্ষিণ প্রান্তে একটা প্রকাণ্ড শিংশপা বৃক্ষ দেখ্‌তে পাবেন, সেই বৃক্ষের মাথায় একটা শব বন্ধন করে রেখেছি। অবিলম্বে সেই শব এ স্থানে নিয়ে আসুন। আমি মহাপূজায় বস্‌ব।

সন্ন্যাসীর আদেশে রাজা বিক্রমাদিত্য শ্মশানের দক্ষিণ প্রান্ত পথে গমন করেছেন—এমন সময় প্রকৃতির ভীষণ বিপর্যয়। একে ঘোর অন্ধকার রাত্রি, তার উপর মেঘে ঢাকা আকাশ, মন্দ মন্দ বারি বর্ষণ,—বজ্র নিনাদে চারিদিক কম্পিত। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-প্রভায় ক্ষণেক আলো—ক্ষণেক অন্ধকার! সম্মুখে পশ্চাতে ডাকিনী যোগিনীর ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন! ভূত, প্রেত, পিশাচদল পথ অবরোধ করে দাঁড়াচ্ছে। পিশাচ পিশাচীর দল মড়ার মাথা রাজা বিক্রমাদিত্যকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগ্‌ল। শৃগাল কুক্কুরের ঘেউ ঘেউ হুয়া কা কা চীৎকার। এই ভীষণ দুর্দ্দৈবে বীর হৃদয়ও কেঁপে উঠে! কিন্তু নির্ভীক রাজা বিক্রমাদিত্যের বিন্দুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হল না! তিনি একমনে চলেছেন শিংশপা বৃক্ষের অন্বেষণে! এলেনও শিংশপা বৃক্ষের তলদেশে। চেয়ে দেখেন সম্মুখেই বিরাট শিংশপা বৃক্ষ। অগণন শাখা-প্রশাখা, ফল, ফুল, পল্লব! বৃক্ষের মূলদেশ হতে মাথা পর্যন্ত শাখা-প্রশাখা ও পল্লবগুলি ধক্ ধক্ জ্বলছে—আর চারিদিকে পিশাচ পিশাচিনীর মার্ মার্ কাট্ কাট্ বিকট হুঙ্কার! সে দৃশ্য দেখ্‌লে বা শুনলে মানুষ পাগল হয়ে যায়।

এই সব দেখে শুনেও নির্ভীক রাজা ভীত হলেন না। অধিকন্তু তাঁর আনন্দ হ'ল—তিনি যথাস্থানে উপস্থিত হয়েছেন। উপর দিকে চাইতেই দেখ্তে পেলেন শিংশপা বৃক্ষের একটা শাখায় শবটি রজ্জু দিয়ে বাঁধা। তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের উপরে উঠে খড়্গ দিয়ে শবের রজ্জু বন্ধন ছিন্ন করে দিলেন। শব মাটিতে পড়ে চীৎকার করতে লাগল। রাজা শবের চীৎকারে আশ্চর্য্য হয়ে তাড়াতাড়ি বৃক্ষ হতে নেমে জিজ্ঞাসা করলেন কে তুমি? কাঁদ্‌ছ কেন? শবটা বিকট হাসি হেসে পুনরায় বৃক্ষের উপরে রজ্জুবদ্ধ ও লম্ববান হয়ে রইল। রাজা বিলম্ব না করে পুনরায় বৃক্ষে উঠে রজ্জুবন্ধন ছিন্ন করে শব-স্কন্ধে নাচে নেমে এলেন।

অতঃপর রাজা শব স্কন্ধে সন্ন্যাসীর নিকটে যেতে লাগলেন; কিছুদূর গেলে শবাবিষ্ট বেতাল বললে—মহারাজ! কি জন্য তুমি এ শব নিয়ে চলেছ? রাজা তুমি তোমার কি এই পচা শবকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া ভাল! এতে আমার কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই—আর তোমার সঙ্গে আমার বাক্‌বিতণ্ডারও কোন প্রয়োজন হবে না—তুমি যেখানেই এ শবটা নিয়ে যাবে আমিও সেখানে যেতে প্রস্তুত। তবে তুমি রাজচক্রবর্ত্তি—মহারাজ বিক্রমাদিত্য! যাগ, যজ্ঞ, দান-ধ্যানে পৃথিবীর অদ্বিতীয়—সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। লঙ্কাধিপতি রাজা দশাননের মত প্রতাপশালী, ভীমের মত যোদ্ধা, যুধিষ্ঠিরের মত সত্যবাদী, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, কুবের সমান ধনপতি, দুর্য্যোধন সদৃশ মহামানী, দানে কর্ণ! তোমার যশঃপ্রতিভায় বিশ্বজগৎ মুগ্ধ!

স্বর্গের ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবগণও তোমার যশোগীতিতে পঞ্চমুখ। সকলেই তোমাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে পূজা করে ও ভালবাসে। আমরাও তোমার গুণ-মুগ্ধ।

শবাবিষ্ট বেতালের মুখে এই কাহিনী শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন, আপনি কে? দয়া করে পরিচয় দিন।

শবাশিষ্ট বল্‌লে—আমার নাম বেতাল। শবে আবির্ভূত আমি। তাল নামে আমার আর এক সহোদর আছে। আমরা উভয় ভ্রাতাই পৃথিবীর অজেয় বীর। দেবাদিদেব মহাদেবের দ্বারপাল। দেব শঙ্করের বরে আমরা সিদ্ধ ও বলীয়ান : আমাদের সাধনা করে যে সন্তুষ্ট কর্‌বে —সেই ব্যক্তি তাল বেতাল সিদ্ধ হবে। আমাদের অনুকম্পায় সেও বিশ্বজয়ী হয়ে নির্ভীক চিত্তে সংসারে বিচরণ কর্‌বে। আমরা তোমার রাজোচিত কার্য্যে এত সন্তুষ্ট হয়েছি—তুমি যে কোন বিপদে পতিত হয়ে আমাদের স্মরণ কর্‌বে আমরা তোমাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই বিপদ হতে পরিত্রাণ কর্‌ব। আমরা তোমাকে পরীক্ষা করে জেনেছি—তোমার সদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন নরপতি সংসারে একমাত্র তুমি। মনে পড়ে রাজা, যখন তুমি ভ্রাতা ভর্তৃহরিকে উজ্জয়িনী রাজ্যের ভার অর্পণ করে দেশ ভ্রমণে গমন করেছিলে? ভর্ত্তৃহরি সংসারের কলুষ হতে মুক্ত হবার জন্য বাণপ্রস্থে প্রস্থান করে। উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসন রাজশূন্য হয়। অরাজকতা—মহামারীর মত দেখা দিল। সেই বিপদ কালে উজ্জয়িনী রক্ষার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র এক যক্ষকে পাঠিয়ে-

ছিলেন। আমি সেই যক্ষ। উজ্জয়িনী রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলাম। লোক-পরম্পরায় তুমি ভর্তৃহরির বাণপ্রস্থের সংবাদ পেয়ে দেশে ফিরলে। রাত্রিকাল। অপরিচিত তুমি আমার। নগর প্রবেশে আমি বাধা দান করায় তুমি বলেছিলে —কে তুই আমার পথরোধ কর্‌ছিস? আমিই রাজা বিক্রমাদিত্য। আমি তার প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম—হতে পারেন আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য - কিন্তু আমার অপরিচিত। আমি দেবরাজের আদেশে উজ্জয়িনী রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। যদি আপনি প্রকৃত রাজা বিক্রমাদিত্য হন, আমাকে পরাভূত না কর্‌লে—নগরের মধ্যে প্রবেশ অসম্ভব। আমাদের উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। আপনি যখন আমায় ভূতলশায়ী করলেন তখন আপনাকে প্রকৃত বিক্রমাদিত্য বলে বুঝতে পারলাম। তখন আমি আপনাকে কি উপদেশ প্রদান করে এসেছিলাম বোধ হয় বিস্মরণ হয়েছেন? তবে শুনুন – আপনি রাজা বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রভানু, আর ঐ সন্ন্যাসী এই তিন জন একই নগরে একই নক্ষত্রে, একই লগ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনি রাজপরিবারে জন্ম নিয়ে শৌর্য্যবলে পৃথিবীতে একাধিপত্য লাভ করেছেন। চন্দ্রকেতু তৈলিক গৃহে জন্ম নিয়ে ভোগবতী নগরীব রাজা হয়েছিলেন। ঐ প্রবঞ্চক সন্ন্যাসী কঠোর যোগসাধনার বলে চন্দ্রভানুকে হত্যা করেছে। এবং যোগবলে আমাকেও এই শ্মশানের দক্ষিণ প্রান্তে শিংশপা বৃক্ষে চন্দ্রভানুর শবদেহে আবিষ্ট করে চন্দ্রভানুকে অধঃশিরায় লম্বিত

করে ঝুলিয়ে রেখেছে। সরল অন্তঃকরণ তোমার, সংসারের কোন আবিলতা তোমাকে স্পর্শ করে না। কেমন করে বুঝ্বে তুমি—প্রবঞ্চক সন্ন্যাসীর ভীষণ ষড়যন্ত্র! এইবার সে তোমাকেও হত্যা করে তাল-বেতাল সিদ্ধ হয়ে এই পৃথিবীর একচ্ছত্রী সম্রাট হয়ে বস্‌বে। এখনও সাবধান হও রাজা। তোমার মত মহাপ্রাণ উদারচেতা রাজার অকাল মৃত্যুতে ধরিত্রীদেবীও পুত্র-হারা হবেন।

বেতালের মুখে এই সব কাহিনী শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—দেব! আপনি যদি অনুগ্রহ করেন—আমি সন্ন্যাসীকে বিন্দুমাত্র ভয় করি না।

বেতাল বললে—তা হলে তোমার অমূল্য জীবন রক্ষার জন্য আমি যে উপদেশ দেব তা মন দিয়ে শোন।

মহারাজ! এখন বুঝতে পারলে, যে যোগী বা সন্ন্যাসী তোমাকে শব আন্‌তে পাঠিয়েছে তার নাম শান্তশীল, জাতে কুমার। আর, যে গলিত শবটা তুমি স্কন্ধে বহন করে চলেছ—ইনিই ভূতপূর্ব্ব ভোগবতী নগরের রাজা চন্দ্রভানু। ঐ প্রবঞ্চক সন্ন্যাসী শান্তশীল যোগসিদ্ধির জন্য বহু কৌশল অবলম্বন করে নিরপরাধ চন্দ্রভানুকে হত্যা করেছে! এখন অবশিষ্ট তুমিই তার শেষ বলি। তোমাকে যে কোন প্রকারে হত্যাই তার কার্য্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা। তোমার প্রাণরক্ষার জন্য - দেশ ও দশের উপকারে তোমাকে সতর্ক করছি—সন্ন্যাসী শান্তশীল পূজান্তে তোমাকে আদেশ করবে—মহারাজ! দেবীকে

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করুন। তার কথামত আপনি যেমন দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করবেন—তখনি খড়্গাঘাতে আপনার প্রাণ সংহার করবে। অতএব আপনি প্রণাম না করে নির্বোধের মত বলবেন—আমি রাজা, কেমন করে প্রণাম করতে হয়—তা'ত কোনদিন করি না—বা জানি না। যদি আপনি দেখিয়ে দেন তাহলে আপনার আদেশ পালন করতে পারি। সন্ন্যাসী যখনই আপনার কথামত দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম দেখাতে যাবে আপনি দেবী ভদ্রকালীকে স্মরণ করে সেই মুহূর্ত্তে খড়্গাঘাতে তার মাথাটা দ্বিখণ্ড করে ফেলবেন। আর ভদ্রকালীর মন্দিরের সম্মুখে দেখবেন—একটা চুল্লীর উপর প্রকাণ্ড কটাহে ফুটন্ত তৈল। সেই ফুটন্ত তৈলের যজ্ঞানলে সন্ন্যাসী ও চন্দ্রভানুর দুটি মুণ্ড আহুতি দেবেন। তা-হলেই আপনি তাল বেতাল সিদ্ধ হয়ে অজেয় হবেন। অতঃপর দেবী চণ্ডিকা আর দেবরাজ ইন্দ্র এসে আপনাকে বরদীপ্ত করে মহিমান্বিত করবেন।

বেতাল মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে সতর্ক করে দিয়ে চন্দ্রভানুর শব ত্যাগ করে প্রস্থান করলেন

মহারাজ শব-স্কন্ধে উপস্থিত হলেন সন্ন্যাসীর আশ্রমে। সন্ন্যাসী রাজাকে মহা প্রশংসাবাদে আপ্যায়িত করে পূজায় উপবিষ্ট হলেন। পূজাদি সমাপ্ত হলে সন্ন্যাসী রাজাকে বললেন—মহারাজ! আমার পূজা ও হোমাদি সমাপ্ত—এইবার দেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করুন, এতে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। প্রণাম অন্তে রক্তপট্টবস্ত্র পরিধান করে অঙ্গে রক্তচন্দনাদি লেপন

করে গলদেশে পুষ্প মাল্য ধারণ করতে হবে। রাজা বেতালের নির্দেশ অনুযায়ী করজোড়ে বিনীত ভাবে সন্ন্যাসীকে বল্লেন— প্রভু! আমি জানিনা— সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কিরূপ। আপনি গুরু, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আমাকে দেখিয়ে দিয়ে কৃতার্থ করুন।

যোগী সাহ্লাদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দেখাতে গিয়ে যেমন ভূতলে দণ্ডবৎ হলেন তৎক্ষণাৎ রাজা দেবী ভদ্রকালীকে স্মরণ করে শাণিত খড়গাঘাতে সন্ন্যাসীর শিরচ্ছেদন করলেন। অতঃপর সন্ন্যাসীর রক্তাপ্লুত মুণ্ড ও চন্দ্রভানুর গলিত মুণ্ড ফুটন্ত তৈল কটাহে নিক্ষেপ করে আহুতি প্রদান করলেন। দেবতারা স্বর্গ হতে অগণন পুষ্পবৃষ্টি কর্তে লাগ্লেন। দেবী ভদ্রকালী সশরীরে আবির্ভূতা হয়ে রাজার মস্তকে কর স্পর্শে আশীর্ব্বাদ করলেন। রাজা দেবী ভদ্রকালীর স্তবে বিভোর হয়ে পড়লেন :—

কমল-নয়নী দেবী পরম দেবতা।
শঙ্করী শাম্ভবী শিবা বরদা ত্রিনেত্রা॥
ভক্তি প্রিয়া ভক্তি রূপা তুমিগো জননী॥
ভৈরবী ভীম বদনা বিশ্বের জননী॥
ভীমাননা ভীমা শুভা সংহারকারিণী।
বিষ্ণু কার্য্যকরী তুমি সংস্থিতিকারিণী॥
শশীকলা শোভে তব মস্তক উপরে!
শ্যামা-শ্বেতা গৌরী তুমি নমামি তোমারে॥
কৌমারী বিচিত্রা তুমি শকতি-রূপিণী।

দ্বিভূজা কখন তুমি ষড়ভূজাধারিণী ॥
চতুর্ভূজা দশভূজা কভু অষ্টাদশ।
কখন ধরহ ভুজ তুমি গো ষোড়শ ॥
সহস্র চরণ তব নিষ্কলরূপিণী।
স্থূল সূক্ষ্ম শুদ্ধ-খর্ব্ব অসংখ্যনয়নী ॥
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার জঠরে।
বিন্ধ্যগিরি নিবাসিনী নমামি তোমারে ॥
দীর্ঘজীবা অপ্রমেয়া তুমি গো পাবনী।
বিল্ববৃক্ষস্থিতা তুমি বিল্ব নিবাসিনী ॥
শ্রীদুর্গা দুর্গতি হরা কমলা-আলয়া।
মন্ত্ররূপা জগন্ময়ী আকাশ-নিলয়া ॥
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা হুঙ্কাররূপিণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী দেবী তোমারে নমামি ॥
মহেশ্বরী মহাদেবী বিশ্বের জননী।
পরাৎপরা তত্ত্বময়ী ব্রহ্ম-সনাতনী।
জগতের সার তুমি বিশ্বের কারিণী।
আনন্দ স্বরূপা তুমি পুলক দায়িনী ॥
সকলের বীজ তুমি পরমা ঈশ্বরী।
সবার প্রধানা তুমি জগৎ-ঈশ্বরী ॥
অগতির গতি তুমি মহিষমর্দ্দিনী।
মঙ্গল আলয় দেবী মঙ্গল কারিণী ॥
ত্রিগুণ অতীত তুমি জগৎ পালিনী।

তত্ত্বময়ী ওগো তারা তোমারে নমামি ॥
জগৎ মোহিনী তুমি সর্ব্বমায়াময় ।
তোমা হতে হয় মাগো ভব-ভয়ক্ষয় ॥
হৈমবতী হরজায়া বিশ্বের ঈশ্বরী ।
প্রকৃতিরূপিণী মাতঃ তুমি যজ্ঞেশ্বরী ॥
বিশ্বের হইল সৃষ্টি তোমার হইতে ।
বিশ্বের পালন লয় হয় তোমা হ'তে ॥
ব্রহ্মময়ী শক্তিরূপা পরমারূপিণী ।
শঙ্করী শিবাণী মাতঃ জগৎ-জননী ॥
নমস্কার নমস্কার পুনঃ নমস্কার ।
পুনঃ পুনঃ নতি করি চরণে তোমার ॥ (প্রণাম)

দেবী ভদ্রকলী রাজা বিক্রমাদিত্যের স্তবে মহাসন্তুষ্ট হয়ে বললেন—বৎস ! "মাভৈ" । দুষ্ট সন্ন্যাসীকে হত্যাজনিত তোমায় কোন পাপ স্পর্শ কর্‌বে না । তুমি রাজা, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন তোমার অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্ম ! তুমি ন্যায়ের পূজারী । বড়ই পরিতৃপ্ত আমি—তোমার এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি মনের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থেকে দেশের দশের মঙ্গল হোক । আমি তোমাকে বর দিচ্ছি—তুমি বর গ্রহণ কর ।

রাজা বিক্রমাদিত্য বল্‌লেন—মা ! যদি আমাকে বর দেন তবে দয়া পরবশ হয়ে এই বর প্রদান করুন—যেন আমৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আপনার শ্রীচরণে আমার অচলা ভক্তি থাকে ।

"তথাস্তু" বলে দেবী অন্তর্হিতা হ'লেন।

তাল বেতাল সাথে দেবরাজ ইন্দ্র উপস্থিত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেবরাজ ইন্দ্র ও তাল বেতালের যথাযোগ্য সম্ভাষণ, স্তব ও প্রণাম করলেন। দেবরাজও মহাসন্তুষ্ট হয়ে বললেন—মহারাজ! তোমার ইচ্ছামত বর গ্রহণ কর।

রাজা বিক্রমাদিত্য বল্লেন—আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার কোন অপ্রতুল নাই। তবে এই বর দিন—যেন আমার অধীনস্থ প্রজাগণ পরম সুখে বাস করে। দেবরাজ বল্লেন—তথাস্তু, শুধু তাই নয়—তুমি একজন আদর্শ নরপতি, এই ঘোষণাও বিশ্ববাসী কীর্ত্তন করবে। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র প্রস্থান করলেন। তাল বেতাল বললে—মহারাজ! মৃত্যুর পরেও তোমার পুণ্যকর্ম্ম তোমাকে চিরঞ্জীব করে রাখ্‌বে। আজ হ'তে আমরা তোমার চির অনুগত হয়ে রইলাম। যখনই যে কোন প্রয়োজনে আমাদের স্মরণ করবেন—আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করব্‌।

তাল বেতাল প্রস্থান কর্‌ল।

এ দিকে রাত্রিও প্রভাত হ'ল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাল বেতাল সিদ্ধ হ'য়ে মহানন্দে রাজধানী অভিমুখে গমন করলেন।

সসেমিরা

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভা ! অমাত্যগণ ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর নানা প্রসঙ্গের কথোপকথন চলেছে। এমন সময় ভোজ রাজনন্দিনী ভানুমতীর বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'ল। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন- মহারাজ ! ভোজরাজনন্দিনা ভানুমতীকে যদি বিবাহ করে আমাদের উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদে আনতে পারেন তাহ'লে আপনি যেমন রাজকুলশেখর আর তিনিও তেমনি রূপ গুণ ও বিদ্যায় মহিয়সী—পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রমণী রত্ন ! তবে এ বিবাহ যে সহজে সম্পন্ন হবে তা মনে হয়না। তাঁর প্রতিজ্ঞা তাঁকে যিনি ভোজবিদ্যায় পরাস্ত করতে পারবেন, তাঁরই গলদেশে তিনি বরমাল্য দান করবেন।

ভানুমতীর রূপ গুণের প্রশংসা ও তিনি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রমণীরত্ন এই কথা শুনে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ভানুমতীর পাণিগ্রহণে একান্ত বাসনা হ'ল। তিনি জানতেন—এখন তিনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা—তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় নাই। তার উপর কালিদাস প্রভৃতি নবরত্নমণ্ডিত পণ্ডিতসভা তাঁরই সৃষ্ট এবং তিনি তাল বেতাল সিদ্ধ। তাল বেতালের অনুকম্পায় তাঁর অসাধ্য সাধন করতে বিশেষ কোনও অসুবিধা হবে না।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভোজরাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু ঘটনা পূর্ব্বেই শুনেছিলেন। ভোজরাজ তাঁর মন্ত্রী, পারিষদগণ, বন্ধু-

বান্ধব, আত্মীয় স্বজন এমন কি পুরবাসীগণ ঐন্দ্রজালিক মায়াবিদ্যার অদ্ভুত ক্রীড়াকৌশল ও অঘটন ঘটনাপটু বিদ্যায়, কলাকৌশলে বিলক্ষণ পারদর্শী। ভোজরাজদুহিতা ভানুমতীও এই অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার সৃষ্টি করেন। তারপর ভানুমতী পিতা ভোজ-নরপতি কন্যার পৃষ্ঠপোষকতা করে মায়াবিদ্যার এতদূর উৎকর্ষতা লাভ করেছেন।

ভানুমতী রূপবতী। তাঁর রূপলাবণ্যে স্বর্গের অপ্সরাগণ পরাভূত। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—যিনি তাঁকে পরাজিত করতে পারবেন তিনি তাঁরই গলে বরমাল্য দান করবেন। ভানুমতী বিদুষী বুদ্ধিমতী নারী, তখনকার সময়ে বিদ্যা, বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, কুল শীলে মহারাজ বিক্রমাদিত্যই ভানুমতীর যোগ্য পতি হবার উপযুক্ত পাত্র। রাজা বিক্রমাদিত্য তাল বেতালের অসাধ্য সাধনে ভানুমতীকে পরাজিত করে তাঁর পাণিগ্রহণ করেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য সগৌরবে ভানুমতীকে বিবাহ করে উজ্জয়িনী রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে ভানুমতীতে একান্ত অনুরক্ত হয়ে অন্তঃপুরেই কালযাপন করতে লাগলেন। এদিকে প্রজা-মণ্ডলীর অভিযোগ, পণ্ডিত নিয়ে শাস্ত্রালাপ, মন্ত্রীগণের সঙ্গে মন্ত্রণা, সকল কার্য্যই ভুলে গিয়ে রাজসভায় একেবারে আসা-যাওয়া ছেড়ে দিলেন। ভানুমতীর মুহূর্ত্তের বিচ্ছেদ যুগান্তের বিচ্ছেদ বলে অনুভব করতেন। তাতে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটল। আমাত্যবর্গ রাজকার্য্যে রাজার এরূপ তাচ্ছিল্যভাব

দেখে প্রমাদ গণ্‌লেন। তাঁরা কিছুদিন রাজকার্য চালালেন বটে—কিন্তু "যার কাজ তাকে সাজে, অন্যের তা লাঠি বাজে।" দিনের পর দিন কাণ্ডারীহীন তরণীর মত বিশাল সাম্রাজ্য উৎশৃঙ্খল ভাবে ভেসে বেড়াতে লাগল। তখন উজ্জয়িনীর মহামাত মন্ত্রীবর্গ ও পারিষদগণ অনেক যুক্তি তর্কের পর একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে বল্‌লেন—মহারাজ! আপনি যদি মহারাণী ভানুমতীর একখানি প্রতিচ্ছবি প্রস্তুত করিয়ে নিজের কাছে রাখেন তাহ'লে আপনি রাণীমার মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদে বিচলিত হবেন না। অধিকন্তু রাজকার্য্যেরও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘট্‌বে না।

রাজা বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত বুদ্ধিমান—বিবেচক। তিনি তাঁর শুভানুধ্যায়ী প্রিয়জনের পরামর্শে সম্মত হলেন। মহিষী ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কনের জন্য একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকরকে ডেকে পাঠালেন। চিত্রকর ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কণ করবার অনুমতি পেয়ে এক সুন্দর নিখুঁত মূর্ত্তি অঙ্কণ করে দিল! এমন মনোরম চিত্র অঙ্কিত হ'ল যে, চিত্র ও ভানুমতীকে একস্থানে রাখ্‌লে—কোনটা বাস্তব মূর্ত্তি, আর কোনটা অবাস্তব তা কারোও নির্দ্দেশের ক্ষমতা থাকৃত না। চিত্রখানি অঙ্কণের নিপুণতা দেখে সকলেই চিত্রকরকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন।

মহারাজ চিত্রখানি সভাগৃহের সম্মুখে স্থাপন কর্‌লেন। অনন্তর রাজা কালিদাস প্রমুখ নবরত্ন ও প্রিয় বন্ধু বান্ধবদের চিত্র সন্দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ কর্‌লেন। সকলেই ভানুমতীর

প্রতিচ্ছবিখানি দেখে প্রশংসা করতে লাগলেন। তথাপিও রাজা আমন্ত্রিত প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—চিত্র-খানি কিরূপ হয়েছে! দর্শক মণ্ডলী অতি সুন্দর বলে চিত্রকরের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন কিন্তু পণ্ডিত প্রবর কালিদাস বল্লেন মন্দ নয়, তবে একেবারে যে নিখুঁত তা বলা যায়না।

তখন চিত্রকর ক্রোধোম্মত্ত হয়ে বল্লে—যদি মহারাণীর মূর্ত্তিখানি নিখুঁত হয়ে না থাকে তাহ'লে জীবনে আর তুলিকা ধরব না—এই বলে তার হস্তস্থিত তুলিকা সজোরে আছড়ে ফেলে দিয়ে কালিদাসের মুখের দিকে রক্তচোখে দাঁড়িয়ে রইল। তখন কালিদাস বল্লেন মহারাজ! এবার চিত্রখানি নিখুঁত হয়েছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য সহাস্যে কালিদাসকে বল্লেন—কালিদাস! তুমি চিত্রকরের রক্তচক্ষু দেখে ভয় পেয়েছ বোধ হয়?

কালিদাস প্রত্যুত্তরে বল্লেন—না মহারাজ! রাণী ভানুমতীর বাম জঙ্ঘে একটা তিলকের মত মৎস্যচিহ্ন বর্ত্তমান! এতক্ষণ সেইটারই অভাব ছিল। চিত্রকর রোষভরে যেমন তুলিকাটি আছড়ে ভূতলে নিক্ষেপ করেছে তখনই তুলিকা হতে বিন্দুমাত্র কালি ছিট্‌কে রাণীমার বাম উরুতে পড়ায় নিখুঁতভাবে তিলক চিহ্নটি অঙ্কিত হয়ে গেছে।

কালিদাস প্রমুখ এই কথা শুনে সভাস্থ সকলে মুখ চাওয়া-

চাওয়ি করতে লাগল। রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাস প্রমুখাৎ ভানুমতীর গুপ্তস্থানে তিল চিহ্ন শুনে ক্রোধান্বিত হলেন।

তিনি অবিলম্বে অন্তঃপুরে ভানুমতীর নিকট গিয়ে—তাঁর উরুদেশে তিলচিহ্ন দেখে পুনরায় সভায় ফিরে এলেন।

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হ'ল। কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই চিন্তাই বলবতী হল—যে, যা আমার আজও অজ্ঞাত—কালিদাস তা কিরূপে জ্ঞাত হল? তিনি ভানুমতী ও কালিদাসের চরিত্র সম্বন্ধে মহাসন্দিহান হয়ে পড়লেন। দিন যায় আবার দিন আসে কিন্তু এ সন্দেহ গুরু হতে গুরুতর হয়ে তাঁর আহার নিদ্রাতেও অশান্তি বোধ হতে লাগ্‌ল।

তিনি আর নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থে কালিদাসের প্রাণ সংহারের জন্য ঘাতক নিয়োগ করলেন।

ঘাতকগণ রাজ আদেশে কালিদাসকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল।

সংসারের এমনই বিচিত্র গতি! ক্ষণকাল পূর্ব্বে কে জান্‌ত—যে কালিদাসের গুণগরিমায় মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা মনে ভাবতেন। যাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যে আসমুদ্র হিমাচল মুখরিত, যাঁর কৃতিত্বে উজ্জয়িনী এত সম্মানিতা ও গৌরবান্বিতা, যে কালিদাসের মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের একটা যুগ বলে মনে জাগত—সেই পণ্ডিতরত্ন

মহাকবি কালিদাস আজ বধ্যভূমিতে মৃত্যুপ্রতীক্ষায় জহ্লাদের কবলে! সকলেই স্তম্ভিত ও সন্ত্রাসিত।

হা নিয়তি! কালিদাসের এই পরিণতি! এই বলে আচণ্ডাল কালিদাসের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগল।

বররুচি কালিদাসের মহা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তিনি মনে মনে জানতেন কালিদাস নবরত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠরত্ন—বিদ্বান ও গুণী। তার জন্যই নবরত্ন সভার এত খ্যাতি প্রতিপত্তি। তারাও বিপুল রাজ সম্মান লাভের অধিকারী। কালিদাসের অভাবে আমাদের মান সম্ভ্রম রসাতাল যাবে। এখন কোন্ উপায়ে কালিদাসের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব? রাজা ক্রোধ পরবশ হয়ে যে কঠোর দণ্ড দান করেছেন তাও ভীষণ! যদি আমরা সকলে মিলে রাজার নিকট কালিদাসের প্রাণ ভিক্ষা করি তা হ'লে সম্ভবতঃ কালিদাসের প্রাণ রক্ষা হতে পারে।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পণ্ডিত বররুচি মুহূর্তমধ্যে এই চিন্তা স্থির ক'রে দ্রুত পদবিক্ষেপে উপস্থিত হলেন বধ্যভূমিতে। বধ্যভুমিতে গিয়ে ঘাতকগণকে ডেকে বললেন—জহ্লাদগণ! তোমরা আমার সামান্য একটু উপকার কর আমি তোমাদের প্রচুর টাকাকড়ি দিয়ে কালিদাসের মুক্তি চাই। তোমরা কালিদাসকে ছেড়ে দাও! কালিদাস রাজ্যান্তরে গিয়ে ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে থাকবে। কেউ ঘুণাক্ষরেও জানবে না যে কালিদাস জীবিত। কোন ভয় নাই তোমাদের, একদিকে প্রচুর অর্থের অধিকারী হবে তোমরা—অন্যদিকে একজন

নিরপরাধীর প্রাণ বেঁচে যাবে। তোমাদের যখন উভয় দিকেই সুযোগ সুবিধা—সুতরাং আমার কথায় অন্যমত ক'র না।

বররুচির প্রস্তাবে ঘাতকগণ অস্বীকৃত হয়ে বললে—পণ্ডিতবর! তা হতে পারে না। কেননা রাজা এ বিষয় ঘৃণাক্ষরে জান্‌তে পারলে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে! রাজরোষ জ্বলে উঠ্‌লে রক্ষা থাক্‌বে না। আমরা ঘাতক, হত্যাই আমাদের উপজীবিকা বা ব্যবসায়। লোভে পড়ে এ দুষ্কর্ম করে আমরা বংশ নির্বংশ করতে চাই না। ক্ষমা করুন আমাদের কাজটা শেষ করতে দিন।

ঘাতকগণের রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখে বররুচি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। ভাবলেন ঘাতকগণ যখন অর্থে বশীভূত হ'ল না—তখন কালিদাসের মৃত্যুই অনিবার্য্য। ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় পণ্ডিত বররুচি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনন্তর ঘাতকগণকে চতুর্গুণ টাকা লোভ দেখিয়ে কালিদাসের গুণমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। আরও বললেন রাজার এ ক্রোধ অধিক দিন স্থায়ী হবে না। একদিন কালিদাসের অভাবে তাঁকে উন্মাদ হয়ে পড়্‌তে হবে। যদি তোমরা কোন প্রকারে কালিদাসকে বাঁচিয়ে দাও—তা হলে ভবিষ্যতে তোমরা প্রচুর অর্থের অধিকারী হয়ে চিরসুখে দিন নির্ব্বাহ কর্‌বে। এতক্ষণে বররুচিই জয়ী হল। অর্থলোভেই হোক আর কালিদাসের গুণ-গরিমাতেই হোক ঘাতকগণ বররুচির প্রস্তাবে সম্মত হল। কালিদাসকে ছেড়ে দিল তারা—রাজ-

বিশ্বাসের জন্য একটা পশু বধ করে রাজা বিক্রমাদিত্যকে সেই তাজা রক্ত দেখিয়ে কালিদাস হত্যার চাক্ষুষ প্রমাণ দিল।

বররুচি ঘাতকদের প্রচুর অর্থ দিয়ে মুক্ত কালিদাসকে বিধবা ভ্রাতৃজায়া সাজিয়ে অতি সংগোপনে নিজ গৃহে রক্ষা করতে লাগলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র যাবেন মৃগয়ায়। বহু সৈন্য সামন্ত গজ অশ্ব ও অন্যান্য বিপুল যান-বাহনাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। যাত্রাকালে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিল। তখন মন্ত্রী ও পরিষদগণ বললেন—রাজকুমার। মৃগয়া যাত্রা আজিকার মত স্থগিত রাখুন। চারিদিকে নানারূপ অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হচ্ছে। রাজপুত্র কারোও কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে মৃগয়া উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এক মহারণ্যে প্রবেশ করলেন। মৃগয়া ব্যাপারে লিপ্ত হলেন রাজপুত্র সহচরবর্গকে নিয়ে। সকলেই সোল্লাসে নানাবিধ ব্যাঘ্র বরাহ মৃগ গণ্ডার প্রভৃতি পশুবধ করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয়-হয় তবুও শিকার অবিরাম গতিতে চলতে লাগল।

এদিকে সন্ধ্যার ঘন-ঘোর অন্ধকারে সমস্ত বনভূমি সমাচ্ছন্ন হ'ল—আকাশে একটা ভীষণ মেঘের সঞ্চার দেখা দিল। মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি! এমনই প্রবল ঝড় বৃষ্টির প্রকোপ যে বিপুল বাহিনীর কে কোথায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল—তার কিছুই স্থির হ'ল না।

যখন ঝড়বৃষ্টি প্রশমিত হ'ল—রাজপুত্র সহচর বর্গের কাউকে

আর দেখতে পেলেন না। ভীত হলেন তিনি। সঙ্গীরাও রাজপুত্রকে বহু অনুসন্ধান করেও দেখতে পেলেন না। রাজ-পুত্র দিকভ্রান্ত হয়ে যে কোথায় এসে পড়েছেন তাও ঠিক কর্তে পারছেন না। ঘোর অন্ধকারময়ী রাত্রি। নিবিড় অরণ্যে হিংস্র জন্তুদের ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন। তখন রাজপুত্র জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—এইবার হিংস্র জন্তুগণের কবলে পড়ে মৃত্যুই সুনিশ্চিত। কোন অবলম্বন না পেয়ে একটা উচ্চ বৃক্ষের শাখায় উঠে বসলেন। সেখানে এসেও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, যদি বৃক্ষ আরোহণ করে জন্তুর দল এসে প্রাণ সংহার করে।

রাজপুত্রের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হ'ল। তিনি দেখ্লেন একটা ভীষণ ভল্লুক সেই বৃক্ষে আরোহণ করছে। ভয়ে রাজ-পুত্র কাঁপতে লাগ্লেন। তখন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজপুত্র বৃক্ষারূঢ় ভল্লুকটাকে বললেন—বন্ধু! আমি মৃগয়া করতে এসে বড়ই বিপদে পড়েছি। আমাকে রক্ষা কর—আমি তোমারই আশ্রিত। শাস্ত্রে বলে থাকে দান ধ্যানে হাজার যজ্ঞ করা আর ভয়ে ভীত জীবের প্রাণরক্ষা এই দুই-ই সমতুল্য।

অতঃপর রাজপুত্র নানা কথার আলাপ আলাপন করে ভল্লুকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন। ভল্লুক রাজপুত্রকে বললে—বন্ধু! কোন ভয় নাই তোমার! যখন তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছ—তখন তোমার অনিষ্ট কর্বার ক্ষমতা কারোও হবে না! নির্ভয় তুমি। তোমাকে দেখে মনে হয়

সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রান্ত হয়েছ—এ অবস্থায় রাত্রি জাগরণ করলে বড়ই কষ্ট হবে। আমি বনের পশু—তুমি রাজপুত্র। আমার কষ্ট করবার ক্ষমতা আছে। তুমি আমার কোলে মাথা রেখে দুপুর রাত পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে থাক, আমি জেগে থেকে তোমাকে রক্ষা করব। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লে তুমি জেগে আমায় রক্ষা করো। এইভাবে দুই বন্ধু রাতটা কাটিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত। ভল্লুকের কথায় রাজপুত্র বললেন—"তাই হবে।"

রাজপুত্র ভল্লুকের কোলে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় সেই বৃক্ষতলে একটা ব্যাঘ্র এসে বললে—"ওহে ভল্লুক। তুমি কি করছ? একটা চতুর মানুষকে কোলে রেখে ঘুম পাড়িয়েছ? ছি ছি। এখনও যদি নিজের ভাল চাও তাহলে ঐ মানুষটাকে নীচে ফেলে দাও—আমি ক্ষিদেয় দিশেহারা। একে খেয়ে বেঁচে চলে যাই।" ভল্লুক তখন বললে—"ইনি আমার বন্ধু। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন—আমি বন্ধুদ্রোহী হয়ে এ পাপ কাজ করতে পারব না। ব্যাঘ্র। তুমি এ দুরাশা পরিত্যাগ কর।" তাতে ব্যাঘ্র বললে—ভুল বুঝ্ছ কেন—এ তোমার কুবুদ্ধি। আমি তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি তুমি তোমার জাতীয় বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। এই জাতটার মত অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ জাত আর ভূ-ভারতে নেই। আর বিপাকে পড়ে বনের পশুর সঙ্গে মিত্রতা করেছ—সময় ও সুযোগ এলে দেখ্বে তোমাকে জাহান্নামে ফেলে

সরে পড়্বে। তাই বলছি এখনও ভাল চাও শত্রু নিপাত কর —আমারও ক্ষিদের জ্বালা মিটুক আর তুমিও নিরাপদ হও। রাজপুত্রের বিরুদ্ধে ব্যাঘ্র ভল্লুককে নানা উপদেশ দিলেও ভল্লুক কোন কথারই সমর্থন না করে বললে—"রাজপুত্র আমার বন্ধু— প্রাণ গেলেও রাজপুত্রের অনিষ্ট হতে দেব না।" ব্যাঘ্র চোখ রাঙিয়ে ভল্লুককে বলে গেল—"রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই চিন্‌তে পারবি – কত বড় নেমকহারাম এই মানুষ জাত!"

রাত্রি দুপুর অতীত হবার পরেই ভল্লুক রাজপুত্রকে জাগিয়ে দিয়ে বললে—মিতে! এবার উঠে পড়, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই।

রাজপুত্র জাগ্‌ল—ভল্লুক ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে সেই ব্যাঘ্র সেখানে এসে বলতে লাগল—ওহে পথিক। তুমি কোথায় কার সঙ্গে বাস করছ? তোমার সাহস ত বড় কম দেখছি না। বোধ হয় ভল্লুকটি পেট ভরে খাওয়া দাওয়া করে এসেছে তাই তোমাকে কিছু না বলে পেটের খাবারগুলো হজম করছে! দেখ্‌বে -আর কিছুক্ষণ পরে ঘুমটা ভাঙলে— তোমার দশাটা! এখনও যদি বাঁচতে চাও – দাও ফেলে তুমি ওকে নীচে,—মাটিতে ফেল, আমি তোমার শত্রু নিপাত করে তোমাকে নিশ্চিন্ত করে দিয়ে যাই।

ব্যাঘ্রের কথায় রাজপুত্র বললেন—তুমি এ দুরাশা ত্যাগ কর! ভল্লুক আমার মিতে! আমি তোমার প্রলোভনে মিতের অনিষ্ট সাধন করে পাপের ভাগী হব না। তখন ব্যাঘ্রটি

বললে তুমি রাজপুত্র বলে পরিচয় দিচ্ছ—কিন্তু তুমি কি জাননা —নর ও হিংস্র পশু, পরস্পর খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। তা হ'লে কেমন করে দু'জনায় বন্ধুত্ব হতে পারে তা'ত জানি না! এরূপে ব্যাঘ্রটি অনেক কথা বলে রাজপুত্রের হিতৈষী হয়ে পড়্‌তে—রাজপুত্রের মন টল্‌ল। তখন তিনি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ভল্লুকটিকে মাটিতে ফেলবার চেষ্টা কর'তে লাগলেন। ভল্লুকটি বৃক্ষের শাখা প্রশাখায় তার ধারাল নখগুলি বিদ্ধ করে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল—তাই সে হঠাৎ নীচে পড়্‌ল না—কিন্তু ঘুমঘোরে আঘাত পেয়ে সভয়ে চম্‌কে উঠল! ঘুম ভাঙ্গতেই মানুষ মিত্রের ব্যবহার আর জানতে বাকী রইল না। ভল্লুক আগুপান্ত বুঝতে পেরেও রাজপুত্রের সঙ্গে মিত্রতাস্থাপন স্মরণ করে বিশেষ কিছু না বলে—"সসেমিরা" এই কথাটি বলে সজোরে রাজপুত্রের দু'গণ্ডে চপেটাঘাত করে স্বস্থানে চলে গেল।

ভল্লুকের চপেটাঘাতে রাজপুত্র যেন ত্রিভুবন অন্ধকারময় দেখ্‌তে লাগলেন। তিনি মিত্রের জঘন্য ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে ভল্লুক উচ্চারিত 'সসেমিরা' এই কথাই অনর্গল বলতে আরম্ভ করলেন।

প্রভাত হ'ল। দিবালোকে পথ ঘাট পরিষ্কার হ'তে রাজপুত্রের সাঙ্গপাঙ্গ বেরিয়ে পড়্‌ল রাজপুত্রের অনুসন্ধানে। তন্ন তন্ন করে তাঁরা সেই বিশাল ভয়ঙ্কর অরণ্যানী অন্বেষণ করেও কোন সন্ধান না পেয়ে রাজধানীতে ফিরে এল।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানে বহু লোক লস্কর প্রেরণ করলেন। তারাও সারাদিন অনুসন্ধানে রাজপুত্রকে না পেয়ে হতাশ মনে ক্লান্ত হয়ে একটা বিরাট বৃক্ষের তলদেশে বসে পড়ল। এমন সময় শুনতে পেল একটা মনুষ্য কণ্ঠস্বর! তখন তারা সেই বৃক্ষের অনতিদূরে আর এক বৃক্ষের উচ্চ শাখার উপরে রাজকুমার বসে 'সসেমিরা' 'সসেমিরা' বলে চীৎকার করছেন। তারা নিম্নদেশ হতে বহুবার ডেকেও রাজপুত্রকে নীচে নামাতে পারল না। রাজপুত্রের সেই একই কথা! তখন কতিপয় শক্তিশালী অনুচর রাজপুত্রকে উন্মাদগ্রস্ত বলে বৃক্ষ হতে নামিয়ে নিয়ে রাজধানী অভিমুখে গমন করল।

রাজা ও রাণী হারানিধি লাভ ক'রে—পুত্রকে কুশল জিজ্ঞাসা করায় রাজকুমার কোন কথার প্রত্যুত্তর না দিয়ে কেবল "সসেমিরা", "সসেমিরা" বারংবার বলতে থাকেন। পুত্রের এ অবস্থায় তাঁরা বিপদ গণলেন।

অবিলম্বে রাজা বিক্রমাদিত্য দেশ-দেশান্তর হ'তে বহু বিজ্ঞ চিকিৎসক আনালেন,—কিন্তু কেউ রোগ উপশমের কোন ব্যবস্থাই করতে পারলেন না। রাজকুমারের উন্মাদনা বাড়তেই লাগল। রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘোষণা করলেন—যে কোন চিকিৎসক বা অন্য কেউ আমার পুত্রকে নিরাময় করবেন—তিনি অর্দ্ধরাজ্য পুরস্কার পাবেন।

রাজার ঘোষণা বাণী শুনে বহু চিকিৎসক রাজকুমারকে নীরোগ করবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু সকলেই ব্যর্থমনোরথ

হয়ে ফিরে গেলেন। অগত্যা রাজা, রাজকুমারের আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়ে চিকিৎসায় বিরত হলেন।

একদিন বররুচি ছদ্মবেশী কালিদাসকে রাজপুত্রের অবস্থার বিষয় বর্ণনা করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন "পণ্ডিত! রাজকুমার বিক্রমসেনের এই নিদারুণ অবস্থায়—রাজা ও রাণী কি যে মনোকষ্টে দিনযাপন করছেন তা বলা বাহুল্য পুত্রের এই অবস্থায় রাজাও অর্দ্ধ-উন্মাদ, রাণী নির্ব্বাক নিশ্চিন্তে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছেন! কোন চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছেনা! কালিদাস বললেন—পণ্ডিত, এই যদি রাজকুমারের অবস্থা—তা হ'লে এতদিন আমার নিকট অজ্ঞাত রাখবার কারণ কি? আমি অচিরাৎ কুমারকে আরোগ্য করতে পারব—এ স্পর্দ্ধা আমার আছে।

কালিদাসের আশ্বাসবাণী শুনে পণ্ডিত বররুচি দ্রুত পদ-বিক্ষেপে রাজার নিকট গিয়ে বললেন—মহারাজ! কুমারের অসুখ শুনে আমার বিধবা ভ্রাতৃজায়া বলেন তিনি কুমারকে আরোগ্য করতে পারবেন। মহারাজ পণ্ডিত বররুচির কথা শুনে অবিলম্বে বররুচির বাড়ীতে শিবিকা পাঠালেন। আজ্ঞাবহ ভৃত্য বররুচির ভ্রাতৃজায়াকে রাজবাড়ীতে আনতে যাওয়ায় বধূবেশী অবগুণ্ঠনবতী কালিদাস তৎক্ষণাৎ শিবিকা আরোহণে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলেন।

বররুচির বিধবা ভ্রাতৃজায়া ছদ্মবেশী কালিদাস যখন রাজকুমারের সন্নিকটে এলেন—তখনও কুমার—'সসেমিরা'

—'সসেমিরা' এই শব্দই উচ্চারণ করছেন। কালিদাস অন্য কোন কথা না বলে সেস্থানে দাঁড়িয়ে একটা শ্লোকের আবৃত্তি করলেন—

"সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কমারুহ্যসুপ্তানাং হন্তুং কিংনাম পৌরুষং॥"

সসেমিরার আদি অক্ষর এই 'স' দিয়ে শ্লোকটির আরম্ভ অর্থাৎ সাধুস্বভাব সুহৃদ জনকে বঞ্চনা করে কি পাণ্ডিত্য আছে? ক্রোড়ে শায়িত ব্যক্তিকে বধ ক'রে কি পুরস্কার লাভ হয়?

এই শ্লোকটি শুনবার পরই রাজপুত্র সসেমিরা শব্দের প্রথম বর্ণ 'স' ছেড়ে দিয়ে 'সেমিরা, 'সেমিরা' বলতে আরম্ভ করলেন তখন কালিদাস পুনরায় আর একটি শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগলেন—

যথা—সেতুবন্ধে সমুদ্রেচ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈমিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥

অর্থাৎ সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও গঙ্গাসাগর তীর্থে গমন করলে ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু মিত্রদ্রোহী ব্যক্তির পাপ কখন মোচন হয় না।

এই শ্লোকটি শ্রবণ করে রাজপুত্র 'সসে' ছেড়ে দিয়ে কেবল "মিরা" "মিরা" উচ্চারণ করতে লাগলেন।

তারপর কালিদাসও আর একটি শ্লোকের আবৃত্তি করলেন

যথা—মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥

অর্থাৎ মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্ন এবং যারা বিশ্বাসঘাতক তারা পৃথিবীতে চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ যত দিন না মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় ততদিন নরকবাস করে থাকে।

এই শ্লোক শুনে কুমার 'সসেমি' ছেড়ে দিয়ে কেবল 'সা' 'রা' শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন।

কালিদাসও তখন আর একটা শ্লোকের আরম্ভ করলেন,

যথা—রাজাসি রাজপুত্রোহসি যদি কল্যাণ মিচ্ছসি

দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু।

অর্থাৎ তুমি রাজাই হও, আর রাজপুত্রই হও, যদি কল্যাণ কামনা কর তবে ব্রাহ্মণদের ধনদান এবং দেবতার আরাধনা কর।

এই শ্লোকটি শুনেই রাজকুমারের মুখ হতে 'সা' শব্দ আর উচ্চারণ হল না। তখন হতেই তাঁর উন্মাদনা কেটে গিয়ে তিনি পূর্ণ সুস্থ মানুষ হলেন। তখন রাজপুত্র ভল্লুকের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা মহারাজকে আদ্যান্ত বর্ণনা করলেন। পুত্র প্রমুখ এই ঘটনা শুনে রাজা আশ্চর্য্য হয়ে বধূর দিকে লক্ষ্য করে বললেন—গৃহে বদসি কল্যাণি অটব্যাং নৈব গচ্ছাসি।

ঋক্ষ-ব্যাঘ্র-মনুষ্যণাং কথং জানসি সুন্দরি॥

অর্থাৎ—হে সুন্দরী! তুমি নিরন্তর গৃহে বাস কর, বনে কখনও যাও না, তাহলে তুমি এই ভল্লুক-ব্যাঘ্র-মনুষ্য ঘটিত ঘটনা কেমন করে জানলে!

ছদ্মবেশী কালিদাস উত্তর দিলেন—

দেব দ্বিজ প্রাসাদেন জিহ্বগ্রা মে সরস্বতী।

তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥

অর্থাৎ দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রসাদে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বিরাজিত। তাই আমার পৃথিবীর সকল পরিচয়ই জানা, যেমন জানতাম ভানুমতীর উরুদেশে তিলের বিবরণ।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আর বুঝতে বাকী রইল না ছদ্মবেশী বধই পণ্ডিত কালিদাস। রাজা দ্রুতপদে শিবিকার আবরণ উন্মোচন করে কালিদাসকে আলিঙ্গন করলেন।

কালিদাসের জীবনদাতা বররুচিকে অশেষবিধ ধন্যবাদ দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। বলা বাহুল্য কালিদাসও রাজার নিকট পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর অর্থ পেয়েছিলেন।

রাক্ষসীর প্রশ্নোত্তর

একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য নবরত্নদের নিয়ে রাজসভায় বসে আছেন, এমন সময় এক বিকটাকার রাক্ষসী এসে বললে, "মহারাজ শুনেছি আপনি বুদ্ধিমান ও বিদ্বান তা ছাড়া শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের নিয়ে নানা শাস্ত্র আলাপ-আলাপন করে থাকেন, তাই আজ আমি একটা সমস্যা পূরণের জন্য আপনার নিকট এসেছি, যদি আপনারা আমার সমস্যাটা সমাধান করে দিতে পারেন তাহলে আপনার সভায় প্রচুর স্বর্ণচম্পক বৃষ্টির মত পতিত হবে। আর যদি সমস্যা পূরণে অসমর্থ হোন তাহ'লে আপনার সভাস্থ সকলকে ভক্ষণ করে উদরপূর্ত্তি করব।"

রাক্ষসীর কথা শুনে সকলেই স্তম্ভিত। পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন মহারাজ অবলালাক্রমে রাক্ষসীর বাক্যে স্বীকৃত হলেন। তখন রাক্ষসী একটা শ্লোকের চতুর্থপাদ রাজাকে প্রদান করল। দুর্ভাগ্যবশতঃ মহাপণ্ডিত কালিদাস সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন না। অন্যান্য পণ্ডিতগণ শ্লোকাংশ পূরণ করতে না পারায় রাজা রাক্ষসীর নিকট হতে সপ্তাহকাল সময় নিয়ে তাকে বিদায় করলেন।

পরদিন কালিদাস সভায় এলেন। মহারাজ তাঁকে রাক্ষসীর আগমন সংবাদ জানিয়ে শ্লোকাংশের লেখাটুকু কালিদাসের হস্তে প্রদান করলেন। কালিদাস শ্লোকাংশটুকু পাঠ করে মৃদু হেসে বললেন—মহারাজ! এ জন্য কিছু ভাবতে হবে না, এ শ্লোকাংশের আমিই যথাযথ উত্তর দান করব

নির্ধারিত দিনে রাক্ষসী বিকটাকার মূর্ত্তিতে মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললে—কই মহারাজ! আমার শ্লোকাংশের উত্তর? অন্যথায় আমাকে আদেশ দিন—আমি সভাস্থ সকলকে মহানন্দে উদর পূর্ত্তি করে স্বস্থানে প্রস্থান করি।

কালিদাস হাসতে হাসতে বললেন—

প্র পূর্ণতেনাপি ত্বরাপ্রবৃত্তিঃ

সন্তিষ্টমানে কবি কালিদাসে

হে নিশাচরি! তুমি ভেব না যে তোমার শয়তানী আশা, কালিদাস বর্ত্তমানে কোনদিন পূর্ণ হবে

রাক্ষসী উত্তর করলে—

"প্রভাতস্য ঘনস্যেবং গর্জ্জনে কিমু পৌরুষম্।
প্রশ্নোত্তরে প্রদানেন ফলেন পরীচীয়তে॥"

হে পণ্ডিত প্রবর ! প্রভাতের মেঘের মত বৃথা গর্জ্জনে কি পৌরুষটা হবে ? আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেই তোমার পরিচয় জান্‌তে পারব।

কালিদাস বল্‌লেন—

কিমিন্দুঃ কিং পদ্মং কিমু মুকুরবিম্বং কিমু মুখন্।
কিমজ্জে কিং মীনৌ কিমু মদনবাণৌ কিমু দৃশৌ॥
নগৌ বা গুচ্ছৌ বা কণককলসৌ বা কিমু কুচৌ।
তড়িদ্বা তারা বা কণকলতিকা বা কিমবলা॥

এক কবি একটি সদ্যস্নাতা ষোড়শী নবযুবতীর সৌন্দর্য্য চিন্তা করে তার অসীম রূপের বর্ণনা কর্‌ছিলেন। ইহা কি ইন্দ না পদ্ম, কিংবা দর্পক-বিম্ব অথবা মুখই হবে। ইহা কি কমল যুগল না শফরীদ্বয়, কিংবা কুসুম-শায়কদ্বয় অথবা নয়ন যুগলই হবে। এই কি যুগ্মগিরি কিংবা পুষ্পস্তবক বা স্বর্ণকলস অথবা কুচদ্বয়ই হবে ? ইহাই কি সৌদামিনি না তারকাবলি কিংবা স্বর্ণলতা অথবা অবলাই হবে ?

রাক্ষসী বড় ক্ষুধা নিয়ে এসেছিল বিক্রমাদিত্যের সভায়। কালিদাস প্রমুখ যথাযথ উত্তর পেয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে লাগ্‌ল। অতঃপর রাজসভায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রচুর স্বর্ণচম্পক বৃষ্টি করে স্বস্থানে প্রস্থান কর্‌ল।

তন্নষ্টং

উজ্জয়িনীর রাজসভা লোকে লোকারণ্য। এমন সময় এক রাক্ষসী এসে বল্‌লে- মহারাজ! আমি একটা সামান্য সমাধানের জন্য এসেছি আপনার নিকটে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সাদরে আগন্তুক রাক্ষসীকে বস্‌তে বলে বল্‌লেন—প্রকাশ করুন আপনার সমস্যা প্রাণপণে সমাধানের চেষ্টা কর্‌ব।

রাক্ষসী বল্‌লেন তন্নষ্টং।

রাজা বল্‌লেন—উত্তম। আপনি সপ্তাহকাল মধ্যেই এ সমস্যার যথাযথ উত্তর পাবেন। রাক্ষসী বল্‌লেন—বেশ আমি আজ হতে ছ'দিন পরে নিশ্চয় আসব। যদি সেদিন সমস্যার পূরণ না হয়, তা হলে রাজ্যশুদ্ধ লোকজনকে ভক্ষণ কর্‌ব—আপনিও বাদ যাবেন না। এই বলে রাক্ষসী চলে গেল।

কালিদাস প্রমুখ পণ্ডিতগণ পাঁচদিন বহু চেষ্টা করে কেউ আর সমস্যার সমাধান কর্‌তে পারলেন না। সকলেই ভেবে আকুল। সাতদিনের দিন প্রভাতে রাক্ষসী এসে সমস্যার যথাযথ উত্তর না পেলে সর্ব্বনাশ হবে। এই ভয়ে অনেকেই দেশ ছেড়ে পালাল কালিদাসও উড়ানী গায়ে, একজোড়া ছেঁড়া চটি পায়ে উজ্জয়িনী হতে বেরিয়ে পড়লেন।

বেলা দুপুর! কালিদাস হাঁটা পথ দিয়ে বহুদূরে চলে গেছেন। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে চারিদিক জ্বলেপুড়ে ক্ষার হয়ে

যাচ্ছে—তবুও তার পথ চলার বিরাম নেই—এমন সময় দেখ্তে পেলেন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কুশ ও কণ্টকে পূর্ণ একটা সীমাহীন মাঠ পারাপারের চেষ্টা কর্ছেন। ব্রাহ্মণের নগ্নপদ, পাদুকাহীন পায়ের তলা কুশেব কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত! একে সূর্য্যের অসহনীয় খর-তাপে ব্রাহ্মণের মাথা ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে, উপরন্তু কুশের কণ্টকে সূচীবিদ্ধ পদতল দু'টি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। জ্বালা যন্ত্রণায় কাতর ব্রাহ্মণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ায কালিদাসের দয়া হল। তখন তিনি ব্রাহ্মণকে ডেকে ছেঁড়া চটিটা দান কর্লেন। ব্রাহ্মণ পাদুকা দু'টি পেয়ে কালিদাসকে আশীর্ব্বাদ কর্তে কর্তে স্বচ্ছন্দে সেই দুর্গম মাঠ উত্তীর্ণ হয়ে গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন।

কালিদাস এখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। তিনি কিরূপেই বা এ দুর্গম প্রান্তর অতিক্রম করবেন। কোথায় যাব—কি করব এই চিন্তাই তখন তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। এমন সময়ে দেখতে পেলেন একটা অশ্ব তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তিনি তখন ভগবানের করুণার কথা স্মরণ করে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন। আর কাল বিলম্ব না করে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণে সেই দুর্গম প্রান্তর অতিক্রম করতে করতে সহসা তাঁর মনে হ'ল রাক্ষসীর সমস্যা পূরণের আজ শেষ দিন। এই কথা মনে হতেই তিনি সমস্যার সমাধান করলেন!

উপানচ্চ ময়া দত্তং বিপ্রায় কুশকণ্টকে।
তেনাহং তুরগারূঢ় স্তন্নস্ট' যন্ন দীয়তে॥

কুশ-কণ্টকময় ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হবার জন্য আমি এক

ব্রাহ্মণকে যে পাদুকা দান করেছিলাম, তারই ফলে অশ্বারোহণ করতে পেলাম। অতএব যা দান করা যায় তাই নষ্ট বলে গণ্য হয়।

কালিদাস নির্ভয়ে রাজসভা অভিমুখে চললেন। পথে দেখেন রাক্ষসীর ভয়ে ভীত পলায়িত দেশবাসী। তাদের বললেন নির্ভয় তোমরা! আমার সঙ্গে দেশে ফিরে, এস আমি রাক্ষসীর সমস্যার সমাধান করেছি। কালিদাসকে উজ্জয়িনীর প্রজাপাঠ সকলেই ভয়-ভক্তি করতেন। তাঁরা আশ্বস্ত হয়ে কালিদাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেশে ফিরলেন।

যথাসময়ে রাক্ষসী রাজসভায় উপস্থিত। কালিদাস শ্লোকটি পাঠ করা মাত্রেই রাক্ষসী ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রস্থান করল।

নষ্টস্য কান্যাগতিঃ

নবরত্ন সভায় বসে আছেন মহারাজ বিক্রমাদিত্য এমন সময় এক বিরাট রাক্ষস উপস্থিত হয়ে বললে—মহারাজ! 'নষ্টস্য কান্যাগতিঃ' এই শ্লোকাংশটুকু পূরণ করে দিয়ে আপনার নবরত্ন সভার মহিমা উজ্জ্বল করুন। তখন কালিদাস রাজসভায় অনুপস্থিত। সুতরাং এই জটিল শ্লোকের যথাযথ প্রত্যুত্তরও দিতে অন্য কেউ সমর্থ হবেন না। মহারাজা বিক্রমাদিত্য রাক্ষসের নিকট এক সপ্তাহের সময় চাইলেন রাক্ষস চলে গেল।

চার পাঁচদিন অতিবাহিত হলে কালিদাস রাজসভায় উপস্থিত হলেন। মহারাজ রাক্ষসের শ্লোকটি কালিদাসের হাতে দিলেন। কালিদাস রাজাকে বল্‌লেন আপনি নিশ্চিন্ত হোন এ শ্লোকের সমাধানের জন্য কোন চিন্তা নেই। আমি এর ব্যবস্থা ক'রব। এই বলে কালিদাস মহারাজের নিকট বিদায় নিলেন। তিনি আর কালিবিলম্ব না করে সেই দিনই সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে রাক্ষসের গৃহে উপনীত হয়ে মাংস ভিক্ষা করলেন। মালাতিলকধারী কৌপীন পরিহিত বিভূতি ভূষিত সন্ন্যাসী মাংস আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করায় রাক্ষস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"ভিক্ষো মাংসমিষেবনং প্রকুরুষে ?"

হে ভিক্ষুক! মাংসেতে তোমার রুচি আছে নাকি ? (যর্থাৎ তুমি মাংস ভোজন কর ?)

তখন সন্ন্যাসীবেশী কালিদাস বললেন "কিং তত্র মদ্য বিনা ?" হ্যাঁ, আছে বটে, কিন্তু সুরা ভিন্ন কেবল মাংসেই কি তৃপ্তি লাভ হয় ?

রাক্ষস। মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং ? মদ্যও তোমার প্রিয় ?
কালিদাস। "প্রিয়োমহ বরাঙ্গনাভিঃ সহ।" (বেশ্যার সহিত হলেই আমার অধিকতর তৃপ্তি হয়ে থাকে।)

রাক্ষস। "বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং।" বেশ্যা অর্থপ্রিয়া সুতরাং তোমার অর্থ কোথায় ?

কালিদাস। দ্যূতেন চৌর্য্যেণ বা। (দ্যূতক্রীড়া অথবা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনে অর্থ সংগ্রহ করা হয়।)

রাক্ষস। "চৌর্য্যদ্যূত পরিগ্রহোঽস্তি ভবতো ?" (চৌর ও দ্যূতক্রীড়াতেও তুমি অভ্যস্ত ? তবে সন্ন্যাসীর বেশ কেন ?)

কালিদাস। "নষ্টস্য কান্যাগতিঃ।" (নষ্টের আবার গতি কি ?)

সন্ন্যাসীর কথায় রাক্ষসের চমক ভাঙ্গল। সে রাজসভায় যে সমস্যার মীমাংসা চেয়ে এসেছিল—এ তারই প্রত্যুত্তর! তখন সে বেশ বুঝে নিল—এ সন্ন্যাসী, বা ভিক্ষুক নয়— নবরত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন পণ্ডিত কালিদাস।

মহারাজের জানতে বাকী রইল না যে কালিদাস রাক্ষস গৃহে গিয়ে তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করে এসেছে।

শুভ সন্ন্যাসী

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বত্রিশগুণের অধিকারী মহাপুরুষ! সর্ব্ব বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত! যোগবলেও বলীয়ান ছিলেন তিনি। একদিন এক জটাজুটধারী, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি ভূষিত সুদর্শন সন্ন্যাসী একটা মৃত শুকপক্ষী নিয়ে উপস্থিত হলেন রাজসভায়। মহারাজ তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য ও যথোচিত সম্মান দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন - সন্ন্যাসী প্রবর! অনুমতি করুন কি আদেশ ? তখন সন্ন্যাসী বললে—মহারাজ! বড় আশা নিয়ে এসেছি আপনার নিকটে। এই শুকপক্ষীটি ছিল আমার প্রাণাপেক্ষা মূল্যবান! সহসা মৃত্যু হয়েছে! আপনি

যোগীরাজ—অদ্ভুত যোগবল সম্পন্ন আপনি। যদি দয়া করে আমার পক্ষীটির পুনর্জীবন দান করেন তা হলে কৃতকৃতার্থ হব।

রাজা বিক্রমাদিত্য সন্ন্যাসীর কাতর আবেদন উপেক্ষা না করে সন্ন্যাসী আর তাঁর মৃত শুকপক্ষীটি নিয়ে রাজ্যের এক নিভৃত স্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানে যোগবলে নিজদেহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাজা শুকপক্ষীর দেহে প্রবিষ্ট হলেন। শুক পুনর্জীবন লাভ করে যোগীর সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হল।

সন্ন্যাসীরও জানা ছিল—নিজদেহ হতে পরদেহে প্রবেশের বিদ্যা! সে একটা দুরভিসন্ধি নিয়ে রাজার নিকটে এসেছিল। সন্ন্যাসী যখন দেখ্‌ল রাজা নিজ দেহ ত্যাগ করে শুকপক্ষীর দেহে প্রবেশ করেছেন—তখন সেও সঙ্গে সঙ্গে নিজদেহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রবেশ করল রাজদেহে। রাজার দেহে সন্ন্যাসী ও শুকপক্ষীর দেহে রাজা। রাজবেশী সন্ন্যাসী তখন হতেই শুকবেশী রাজাকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হলেন। রাজার বুঝতে বাকী রইল না সন্ন্যাসীর কূট-অভিসন্ধি। তিনি আর সে স্থানে না থেকে পালিয়ে গেলেন অরণ্যের দিকে।

রাজবেশী সন্ন্যাসী নিজের মৃতদেহটা নিয়ে মাটিতে পুঁতে রেখে রাজসভায় গেলেন। এমন গুরুগম্ভীর ভাব দেখাতে লাগলেন—যেন তিনিই প্রকৃত মহারাজ বিক্রমাদিত্য। সন্ন্যাসী অবাধে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বসে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। শুকবেশী রাজা প্রাণভয়ে সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য হতে দূরে চলে গিয়ে—অরণ্যে অরণ্যে লুকিয়ে বেড়াতে লাগল।

রাজবেশী সন্ন্যাসীর বিবাহ বাসনা বলবতী হয়ে উঠ্‌ল। যদিও মহারাজা বিক্রমাদিত্যের মহিষীর অভাব ছিলনা, কোনরূপে সত্য প্রকাশ হয়ে সকল রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবে বা মহিষীদের সতীত্ব নষ্ট করবার সাহস তার ছিলনা এই জন্য সুন্দরী পাত্রীর অন্বেষণে ঘ ক নিযুক্ত করলেন। রাজারা চিরদিনই বহু বিবাহ করে থাকে, তাতে কারো কোন সন্দেহের কারণও মনে জাগ্‌বেনা।

রাজবেশী সন্ন্যাসী অচিরাৎ এক সুন্দরী রমণী বিবাহ করলেন। ফুলশয্যার রাত্রি। নব পরিণীতা রাজমহিষী স্বামীর প্রত ক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসে আছেন। এমন সময় শুকবেশী রাজা সহসা নববধূর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বল্‌লেন—দেবি! তোমাকে একটা মূল্যবান কথা বল্‌তে এসেছি—আজিকার রাত্রে কিছুতেই তুমি স্বামীর সঙ্গে থেক না। যদি আমার কথা না শুন, তা হ'লে জানবে—তুমি রাণী হলেও আজীবন চোখের জলে বুক ভাসাতে হবে। আজিকার রাত্রি তোমার কালরাত্রি।

শুকের মুখে একথা শুনে নববধূ বড় চিন্তিত হল। তখন সে শুক পক্ষীকে বললে—আমি সহায় সম্পদ হীনা নারী—আর তিনি রাজ্যেশ্বর। যদি তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগে আমার যৌবন সম্ভোগে প্রবৃত্ত হন তাহ'লে কিরূপে বাধা দেব? তখন শুক বল্‌লে—তোমার কাণে তার একটা পন্থা বলে দিই—শোন। শুক নববধূর কাণে কাণে দু'একটি কথা কয়ে ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে রইল।

নববধূর সঙ্গে তার পিত্রালয় হতে যে পরিচারিকা দেহ-রক্ষী হয়ে এসেছিল তাকে ডেকে নববধূ বললে—শোভা! তুমি এক কাজ কর—যত শীঘ্র পার আমার বাবার নিকট হতে আমার প্রিয় মেষ শাবকটিকে নিয়ে এস। যেন বিলম্ব না হয়।

নববধূর পিতৃগৃহ রাজবাড়ীর অনতিদূরে। অনতিবিলম্বে পরিচারিকা মেষ শাবকটিকে নিয়ে এল। নববধূ তার সুসজ্জিত কক্ষের মধ্যেই মেষ শাবকটিকে বেঁধে রাখ্‌ল।

সন্ন্যাসী-রাজা যথা সময়ে ফুলশয্যা কক্ষে উপস্থিত হলেন। এসে দেখলেন কক্ষে একটা মেষ শাবক বাঁধা। তখন তিনি নব বধূকে জিজ্ঞাসা করলেন—একি ব্যাপার নববধূ শুক পক্ষীর পরামর্শ মত উত্তর দিল—এই মেষ শাবকটিকে আমি ভায়ের মত ভালবাসি, একে ছেড়ে থাকা বড়ই কষ্টকর! তাই আমি প্রতিদিনই একে শয্যার পাশেই নিয়ে শয়ন করি। ও না থাকলে আমার ঘুম হয় না।

সন্ন্যাসী নির্ব্বাক। নব পরিণীতা সুন্দরী স্ত্রী, তার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক উচিত নয় ভেবে স্তব্ধ হয়েই রইলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী নববধূকে নানা কথায় সন্তুষ্ট কর্‌তে লাগলেন। নববধূ সন্ন্যাসীর মনোভাব বুঝতে পেরে বিশেষ সতর্ক হলেন। নববধূ সন্ন্যাসীর প্রতি কথায় বিরক্ত ভাব দেখাতে সন্ন্যাসী ক্রোধে মেষ শাবকটিকে ধরে এমন আছাড় দিলেন—তাতেই সে সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'ল।

নববধূ মেষের এই অবস্থায় কান্নাকাটি কর্‌তে লাগলেন। সন্ন্যাসীর ক্রোধ প্রশমিত হ'লে নববধূ সময় ও সুযোগ বুঝে

বললেন—যদি আমার মেষ শাবকটিকে না দেন—তাহ'লে আমি আত্মহত্যা করে এ শোক-যন্ত্রণার উপশম করব। সন্ন্যাসী জানতেন রমণীজাতি আবেগপ্রবণ, কখন কি করবে—তার চেয়ে কিছুক্ষণের জন্য মেষ শাবকটিকে বাঁচিয়ে দেওয়া উচিত নয় ? সন্ন্যাসী পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করে সুন্দরী পত্নীর সন্তুষ্টির জন্য রাজ দেহ হ'তে বেরিয়ে মেষ দেহে প্রবেশ করল। মেষ বেঁচে উঠল। এদিকে শুকবেশী রাজা অবসর বুঝে শুকের দেহ হতে বেরিয়ে নিজের দেহে প্রবেশ করলেন।

রাজাকে দেখে মেষ ভয়ে জড় সড় হয়ে ঝিমুতে লাগল। রাজাও ক্ষণ বিলম্ব না করে মেষ শাবটিকে বাইরে নিয়ে এসে বললেন—পিশাচ অকৃতজ্ঞ সন্ন্যাসী। এখনও যদি নিজের মঙ্গল চাও—বল কোথায় রেখেছ তোমার সন্ন্যাসীর কায়া ? ভয় নাই, আমি তোমাকে নিজ দেহে ফিরিয়ে দিতে চাই। এখনও যদি সত্যের অপলাপ কর তাহ'লে আজন্ম এই মেষ হয়েই ঘুরে বেড়াতে হবে।

মেষ কোন উপায় না দেখে,—রাজাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল—যেখানে তার সন্ন্যাসী দেহটা মাটিতে পুঁতে রেখেছিল। অতঃপর মেষ দেহ হ'তে বেরিয়ে সন্ন্যাসী নিজ দেহে প্রবেশ করল।

রাজা বিক্রমাদিত্য সন্ন্যাসীকে তিরস্কার করে বললেন—তুমি প্রতারক ভণ্ড হলেও যখন তোমার সাধু সন্ন্যাসীর বেশ তখন আমি তোমাকে অপরাধের দণ্ড না দিয়েই ছেড়ে দিলাম।

জীবনে আর কখনও এরূপ ঘৃণিত কাজ করতে যেও না।

সন্ন্যাসী রাজাকে নমস্কার করে স্বস্থানে চলে গেল। রাজ-আদেশে শুকদেহ ও মেষদেহ মাটির ভিতরে প্রোথিত হল।

রাজা বিক্রমাদিত্য নব পরিণীতা বধূর নিকটে রাজ দেহ নিয়ে উপস্থিত হলেন। কারণ সন্ন্যাসী রাজদেহেই বধূটিকে বিবাহ করেছিল।

স্বপ্নে রূপকুমারী।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্বপ্ন দেখলেন—তাঁর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে এক রূপবতী যুবতী। তার অপরূপ রূপের আভায় বিক্রমাদিত্যের শয়ন কক্ষটি আলোয় ভরে গেছে। রাজা নিদ্রাঘোরে তাকে আলিঙ্গন করতে যেতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল।

রাজা চিন্তিত হলেন। মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। বিনিদ্র অবস্থায় সারারাত কেটে গেল।

প্রভাতে শয্যা হতে উঠে রূপকুমারীর চিন্তাই তাঁর সাধনা হ'ল। তখন তিনি যে কোন উপায়ে হোক সেই স্বপ্নকুমারীকে লাভ করবার পণ করে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

চলেছেন কত দেশের উপর দিয়ে কত দেশ-বিদেশে, কিন্তু কোথাও রূপকুমারীর সন্ধান পাচ্ছেন না। পাগল-পারা হয়ে যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করেন রূপকুমারীর কথা।

বছরের পর বছর কেটে যায়—তবুও রূপকুমারীর তত্ত্ব

মিল্‌ল না। চল্‌তে চল্‌তে একটা বিরাট সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে সেখানকার তীরে একটা তমাল বৃক্ষের শীতল ছায়ায় বসে—রূপকুমারীর বিষয় ভাব্‌তে লাগলেন। সেই গাছটার শাখায় শুক-দম্পতি বাস করত। শারী বৃক্ষমূলে এক মনুষ্যমূর্ত্তি দেখে বল্‌লে—এই বৃক্ষের তলদেশে একটা মানুষ কেমন পড়ে আছে দেখ ?

শুক। তা আমি কিছু আগেই দেখেছি।

শারী। কে এ মানুষটি ?

শুক। ঐ মানুষটির ইতিহাস অনেক। উনি হচ্ছেন উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য।

শারী। তা' তোমার ত কিছুই অজানিত নেই—বলে দাও সন্ধানটা।

শুক। তা নয় বল্‌লুম! কিন্তু বড়ই কষ্টসাধ্য সেখানে যাওয়া। এই বিশাল সমুদ্রের পরপারে জম্বুদ্বীপ—তারই পার্শ্ববর্ত্তী কেরলরাজ্য! সেই, রাজার স্বপ্নাদিষ্ট কেরল রাজ-কন্যা রূপকুমারী! পূর্ণ যৌবনা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী। সে গুপ্তভাবে এক গন্ধর্বের প্রণয়াসক্ত। অন্য পুরুষের মুখদর্শন করবে না। তাই তার পিতা কেরলরাজ একটা গাঁ হতে সব পুরুষ বের করে দিয়ে কন্যাটিকে সেই দেশে রেখেছেন, তার সমবয়স্কা সহচরী নিয়ে সেখানেই সে আনন্দে দিন যাপন করে। তাকে লাভ করা সুদুর্লভ।

রাজা বিক্রমাদিত্য শুক-শারীর কথাগুলি আদ্যোপান্ত শুনে তাল বেতালকে স্মরণ করলেন।

স্মৃতি মাত্রেই বেতাল উপস্থিত।

বিক্রমাদিত্য বললেন—আমি যেতে চাই—কেরল রাজ্যে।

উত্তম। এই বলে বেতাল রাজাকে পৃষ্ঠোপরি উপবেশন করিয়ে পলকমাত্রে উপস্থিত হ'ল জম্বুদ্বীপে। জম্বুদ্বীপে উপস্থিত হয়ে রাজা বললেন—বেতাল তুমি মনোহর অশ্ব হও, আর তাল হোক সহিস। আমি তোমাদের পৃষ্ঠে বসে কেরল রাজসভায় যাব।

তাই হ'ল। রাজা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে কেরল রাজসভায় উপস্থিত হয়ে—কেরল রাজাকে অভিবাদন করলেন, কেরল রাজও প্রত্যাভিবাদন করে অতিথির আগমনের উদ্দেশ্য জেনে নিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য সত্য ঘটনা গুপ্ত রেখে বললেন—"যদি আপনার অধীনে কোন কাজকর্ম্ম পাই তাহলে বড়ই উপকৃত হই," কেরল রাজ অতিথির শিষ্টাচারে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—"আপনি কোন কার্য্যে সুদক্ষ জানতে পারলে ভাল হয়।" বিক্রমাদিত্য বললেন—"যে কাজ সাধারণের অসাধ্য সে কাজ আমার দ্বারা সম্পন্ন হবে।"

কেরলরাজ সম্মত হয়ে বিক্রমাদিত্যকে নিয়োগ করলেন। এবং তাঁর বাসস্থান প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করে দিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হলো। রাজা বিক্রমাদিত্য ভাবলেন—"বহু দিন ত গত হ'ল, আমার কার্য্য উদ্ধারের কোন পন্থাই হচ্ছেনা, এখন এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ডের অবতারণা করতে হবে—যাতে কেরল রাজ আমার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। এই স্থির করে তিনি তাল বেতালকে স্মরণ করলেন। তাল-বেতাল অনতিবিলম্বে উপস্থিত হল।

তাল বেতাল বললে - মহারাজ। আমাদের কি জন্য স্মরণ করলেন আদেশ করুন।

বিক্রমাদিত্য বললেন - তোমরা দু'জনে ভীষণ ব্যাঘ্র হয়ে — কেরলবাসীদের উত্যক্ত করে তোল।

বিক্রমাদিত্যের আদেশ মাত্রেই তাল বেতাল ভীষণ শার্দুল হয়ে দেশবাসীকে ত্রস্ত করে তুললে। এমন কি দেশবাসী ঘরের বাইরে বেরুতে পারলে না।

কেরলরাজ রাজ্যের এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে অসংখ্য সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করলেন—দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র দু'টী শিকারের জন্য। ব্যাঘ্র দু'টিকে শিকার দূরে থাক সৈন্যসামন্ত বিশাল ব্যাঘ্র দুটিকে দেখে যে কোথায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল তাদের আর সন্ধান পর্য্যন্ত পাওয়া গেলনা। কেরলরাজ, রাজ্যের এই দুরবস্থা দেখে মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সহসা তাঁর মনে উদয় হল বিক্রমাদিত্যের কথা। সে বলেছিল — অন্যের যে কাজ সাধ্যাতীত, আমি সে কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করব।

অনতিবিলম্বে কেরলরাজ তলব পাঠালেন বিক্রমাদিত্যকে, দুর্দ্দান্ত শার্দুল দুটিকে সংহারের জন্য।

বিক্রমাদিত্য দেশবাসীকে অদ্ভুত পরাক্রম দেখিয়ে ব্যাঘ্রবেশী তাল বেতালকে দূর দূরান্তরে তাড়িয়ে দেশকে নিরাপদ করলেন। বিক্রমাদিত্যের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতায় সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হ'ল। কেরলরাজ মহানন্দে বিক্রমাদিত্যকে প্রচুর অর্থ পারিতোষিক প্রদান করলেন।

কিছুদিন পর পুনরায় শার্দ্দুল দু'টি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ কর্‌ল। এবারও রাজার আদেশে বিক্রমাদিত্য অবিলম্বে ব্যঘ্ররূপী তাল বেতালকে বন্ধন করে রাজসভায় নিয়ে এলেন।

কেরলরাজ বিক্রমাদিত্যকে বললেন· বীরবর। তুমি আমাকে যে দুর্দ্দিন হতে উদ্ধার করেছ—তা মুখে প্রকাশ করা যায় না। এখন তুমি কি পুরস্কার চাও? যা চাইবে আমি তোমাকে আনন্দের সঙ্গে তাই দান কর্‌ব।

বিক্রমাদিত্য। আপনার কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করতে চাই।

কেরলরাজ। অসম্ভব। এ ব্যতিরেক অন্য যা কিছু প্রার্থনা কর্‌বে—তাতে দ্বিরুক্তি কর্‌ব না।

বিক্রমাদিত্য। মহারাজ। বাক্যই ব্রহ্ম। ক্ষণপূর্ব্বে আমাকে বলেছেন—আমি যা চাইব, আমাকে তাই আনন্দের সহিত দান করবেন। তা হলে সত্যভঙ্গ কর্‌ছেন কেন?

কেরলরাজ। সত্যিই আমি তোমার নিকট প্রতিশ্রুত—তুমি যা চাইবে, আমি তোমাকে তাই দেব। কিন্তু বৎস। আমার কন্যা বিবাহ করবে না, এমন কি আজ পর্য্যন্ত কোন পুরুষের মুখদর্শন করে না। আমি পিতা, আমারও তার নিকট যাওয়ার অধিকার নাই। তাই আমি তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে একটা গ্রাম পর্যন্ত দিয়েছি—যে গ্রামে একটি পুরুষেরও প্রবেশ অধিকার নাই। সে কতকগুলি তার প্রিয় সঙ্গিনী নিয়ে সেখানে দিন যাপন করে।

বিক্রমাদিত্য। হতে পারে। কিন্তু আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নরকগামী হবেন না এই আমার বিশ্বাস।

কেরলরাজ। উত্তম। আমি এই মুহূর্ত্তে আমার কন্যাকে জানাব।

কেরলরাজ আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করে তাঁর কন্যাকে এক পত্র পাঠালেন।

কেরলরাজ দুহিতা পত্রখানি পাঠ করে প্রথমে ক্রুদ্ধ হলো। কিছুক্ষণ পরে ক্রোধ প্রশমিত হলে স্থির করলেন—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পিতাকে মহাপাপের ভাগী করব না। তখনই সে পত্র দিয়ে জানাল "আমার এ বিবাহে কোন আপত্তি নাই, তবে আমি কোন দিন তাঁর সংস্পর্শে থাক্‌ব না, এতে যদি তিনি স্বীকৃত হন তা হ'লে আমার অন্যমত নয়।"

কেরলরাজ কন্যার অভিমত বিক্রমাদিত্যকে জানালেন। বিক্রমাদিত্য চতুর, বুদ্ধিমান, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। তিনিও কেরলরাজকে উত্তর দিলেন—'উত্তম, তাই হোক।'

কেরলরাজ বিক্রমাদিত্যকে রাজকুমারী রূপকুমারীকে দান করলেন। সহচরীদলই মাল্য বিনিময় করল – কিন্তু শুভ দৃষ্টি হল না। চোখ দুটি বেঁধে ওই পর্ব্ব শেষ হল। রাজনন্দিনী পুরুষ বর্জ্জিত গ্রামের প্রাসাদেই রইলেন। বিক্রমাদিত্য কেরল রাজপ্রাসাদে বাস করতে লাগলেন।

বিক্রমাদিত্যের মনে শান্তি নাই। রূপকুমারীর অপরূপ রূপ চাক্ষুস দেখে তিনি এত মুগ্ধ যে—মুহূর্ত্তকাল তার অদর্শন যুগান্তের অদর্শন বলে মনে হচ্ছে। একদিন তিনি কেরল

রাজাকে জানালেন—মহারাজ। যে গ্রামে আপনার কন্যা বাস করছেন—সেই গ্রামের মধ্যে আমার বাসস্থান নির্দ্দেশ করলে আমি আনন্দিত হব।

কেরলরাজ বললেন—বৎস। দুঃখিত হয়ো না, এ প্রস্তাবের উত্তর আমার কন্যার মুখাপেক্ষী। অপেক্ষা কর আমি আমার কন্যার অনুমতি নিয়ে তোমাকে জানাব।

কেরলরাজ কন্যাকে জামাতার অভিমত জানাতে পত্র লিখলেন—"মা। আমি জামাতার ইচ্ছানুযায়ী তোমাকে পত্রখানি দিচ্ছি, আশা করি এতে অন্যমত করবে না। জামাতা বাবাজীর ঐকান্তিক ইচ্ছা তোমার পুরুষবর্জ্জিত গ্রামের মধ্যেই বাস করতে। আমার মনে হয় জামাতা বাবাজী যদি ঐ গ্রামে বাস করলে সুখী হয় তাতে তোমার প্রতিজ্ঞার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হবেনা। আমার বিশ্বাস যদি তুমি অন্যমত কর—তা হলে লোক-অপযশে আমাদের রাজ্যে বাস অসম্ভব হয়ে উঠবে।"

ইতি—

"তোমার পিতা"

কেরলরাজ দুহিতা পিতার পত্রখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করে লিখলে—এ সম্বন্ধে আপনার অভিমতেই আমি সম্মত, অন্যমত নাই। কেরলরাজ কন্যার মহানুভবতায় সন্তুষ্ট হয়ে সেই পুরুষবর্জ্জিত গ্রামেই জামাতার জন্য একটা সুন্দর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়ে দিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য নবনির্ম্মিত প্রাসাদেই দিন অতিবাহিত

করেন বটে, কিন্তু রূপকুমারীর চিন্তায় তিনি চঞ্চল হয়ে পড়েন।

একদিন রূপকুমারীর সহচরীগণ রূপকুমারীর অভিমত নিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদে বেড়াতে এল। তারা রাজার আচার ব্যবহারে এত মুগ্ধ হল যে—সেদিন হতে প্রতিদিনই তারা রাজার নিকটে এসে আমোদ প্রমোদে করত। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সেই আমোদ প্রমোদ যোগদান করতেন।

একদিন সহচরীগণ রাজকুমারীকে বললে—সখি! কি দুর্ভাগ্য তোমার? তোমার স্বামী পুরুষ-রত্ন! পুরুষ যে এত রূপগুণের অধিকারী তা আমরা কোনদিন জানতাম না।

রূপকুমারী সহচরীদের তিরস্কার করল। তারাও হাস্য পরিহাসে রাজকুমারীকে নানা কথা বলতে লাগল। সহচরী দল বিক্রমাদিত্যর রূপ গুণে ও আলাপনে এত মুগ্ধ হয়েছিল যে, রাজা বিক্রমাদিত্যকে না দেখলে তারা থাকতে পারত না।

পরদিন রাজকুমারীর সহচরীগণ রাজা বিক্রমাদিত্যের কক্ষে উপস্থিত হয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে লাগল। রাজাও অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের আপন করে নিলেন। পরস্পরের ভালবাসা অচ্ছেদ্য হ'ল।

বিক্রমাদিত্য যখন বুঝ্‌তে পারলেন যে কেবল রাজ-দুহিতার সহচরীগণ তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে তখন

তিনি তাঁদের বললেন—তোমরা যদি আমাকে প্রকৃত ভালবেসে থাক তাহ'লে রূপকুমারীকে আমার সঙ্গে মিলন করে দাও!

সহচরীগণ বললে -"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমরা যত শীঘ্র পারি আমাদের প্রিয় রূপকুমারীকে আপনার সঙ্গে মিলন করে দেব। তবে একটা কথা, আপনারা এত দূরে থাকলে পরস্পরের ভালবাসা প্রগাঢ় হতে পারে না। আমরা আজই রাজকুমারীর প্রাসাদের সম্মুখেই আপনার বাসস্থান স্থির করে দেব। আপনি সেখানে অবস্থান করলে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হবে।

সহচরীগণ অনতিবিলম্বে রাজকুমারীর প্রাসাদের সম্মুখেই বিক্রমাদিত্যর বাসস্থান নির্দ্দেশ করল, রাজা সহচরীদের নিয়ে মহানন্দে দিন যাপন করতে লাগলেন।

সহচরীদের আলাপ আলাপনে বিক্রমাদিত্যের সন্দেহ হ'ল রাজকুমারীর চরিত্রে। তিনি তৎক্ষণাৎ বেতালকে স্মরণ করলেন। বেতাল উপস্থিত হ'ল। রাজা আদেশ করলেন— "বেতাল! রাজকুমারী রূপকুমারী আমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও কেন বা কিসের জন্য দুর্ব্যবহার করছে তুমি বিশেষ অনুসন্ধানে জেনে এস।'

বেতাল রাজ আদেশে রূপকুমারীর কক্ষে গুপ্তভাবে প্রবেশ করে অবস্থান করতে লাগল।

বেতাল দেখ্‌লে সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাজকুমারী নানা রঙ্‌বেরঙের পোষাক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে চন্দনাদি সুবাসিত গন্ধে নিজ

দেহ সুবাসিত করল। অতঃপর নানাবিধ সুদুর্লভ ফল, মূল মিষ্টান্ন খাদ্য দ্রব্য স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে সুষ্ঠুভাবে রেখে নিম্নে কার্পেট পাতা মেঝের উপর যেন কার প্রতীক্ষায় বসে রইল। অল্পক্ষণ পরেই এক সুঠাম সুন্দর গন্ধর্ব্ব যুবক রাজকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করল। রাজনন্দিনী শশব্যস্তে গন্ধর্ব্ব যুবককে সম্ভাষণ করে তার পাদপ্রক্ষালনের পর আসনে বসিয়ে গলদেশে সুগন্ধি ফুলের মালা, ভালে চন্দনের ফেঁটা দিয়ে নানা রঙ্গে প্রেমালাপ করতে করতে নিজ হস্তে গন্ধর্ব্ব যুবককে খাওয়াতে লাগল। খাওয়ান শেষ হলে সুগন্ধি গোলাপ জলে মুখ প্রক্ষালন করিয়ে উভয়ে শয্যায় শয়ন করে রাত্রি যাপন করল।

এই সমস্ত ঘটনা বেতাল রাজাকে জানাতে রাজা বললেন — তুমি আর কিছুদিন গুপ্তভাবে রাজনন্দিনীর কক্ষে অবস্থান করে দেখবে—এর শেষ কোথায় ?

পরদিন সহচরীগণ রাজ-কক্ষে প্রবেশ করলে রাজা বেতাল প্রমুখাৎ রাজনন্দিনীর গুপ্ত কাহিনী বর্ণনা করলেন। তারাও রাজনন্দিনীকে গন্ধর্ব্ব যুবকের সঙ্গে রাত্রিবাসের গুপ্ত রহস্য আদ্যান্ত প্রকাশ করলে। রাজনন্দিনী সহচরীদের প্রমুখাৎ তার গুপ্ত রহস্য শুনে আশ্চর্য্য হলেন ! যা এতদিন তার প্রিয় সঙ্গিনীগণও এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানতো না, কিরূপে তার স্বামী এ ঘটনা জানতে পারলেন। ভাবতে ভাবতে তার মুখখানা বিষাদে কালিময় হয়ে উঠল। চিন্তায় পাগল

হ'ল, কেমন করে সে পিতা বা লোক সমাজে বের হবে! এই ভাবনায় সে আহার নিদ্রা ভুলে গেল।

দু'তিন দিন পরে বেতাল, গন্ধর্ব্ব যুবকের জন্য রাজনন্দিনীর দৈনন্দিন আয়োজিত বিবিধ খাদ্যদ্রব্যে অলক্ষ্যে মূত্র ত্যাগ করে সেগুলি নষ্ট করে রাখ্‌লে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে গন্ধর্ব্ব যুবক রাজনন্দিনীর নিকট উপস্থিত হলে রূপকুমারী পা হাত ধুইয়ে, আসনে বসিয়ে খাওয়াল। খাদ্য মুখে দিতেই মূত্রের দুর্গন্ধে গন্ধর্ব্ব যুবকের বমন আরম্ভ হ'ল। মুহুর্মুহু বমন—বমনের নিবৃত্তি নাই! রাজনন্দিনী তাড়াতাড়ি সুগন্ধি গোলাপ জল দিয়ে গন্ধর্ব্ব যুবকের মুখে দিয়ে মুখ পরিস্কার করতে লাগল। বমন একটু প্রশমন হলে গন্ধর্ব্ব-যুবক মহাক্রুদ্ধ হয়ে রাজনন্দিনীকে যথেষ্ট তিরস্কার করল এবং বলতে লাগল—এখন তুমি স্বামী পেয়ে আমাকে এই অশ্রদ্ধা করছ? আমি লক্ষ্য করেছি তুমি আমাকে পূর্ব্বের মত আর আদর যত্ন ক'রনা। উত্তম, আমি বিদায় হচ্ছি। এই বলতে বলতে গন্ধর্ব্ব যুবক রাজনন্দিনীর কক্ষ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলে রাজনন্দিনী গন্ধর্ব্ব যুবকের পদে মাথা কুটতে লাগল এবং বিনয় বচনে বল্‌লে—বিশ্বাস কর আমি এর কিছুই জানি না।

গন্ধর্ব্ব যুবক রাজনন্দিনীর বিনয় বচনে প্রকৃতিস্থ হ'ল। গন্ধর্ব্ব যুবকের ও রাজনন্দিনীর মান পর্ব্ব বেতাল রাজাকে যথাসময়ে জানিয়ে গেল।

সহচরীগণ দৈনন্দিন যেমন রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট বেড়াতে আসে—আজও তারা সকলে সেখানে এল। রাজা

গতরাত্রে গন্ধর্ব্ব যুবকের বমন ইত্যাদি ঘটনা সহচরীদের নিকট আগ্যান্ত বর্ণনা করতে ভুললেন না।

সহচরীগণ রাজ প্রমুখাৎ গতরাত্রের ঘটনাগুলি নানারূপে রাঙিয়ে রাজনন্দিনীকে না জানিয়ে ছাড়ল না!

পরদিন সন্ধ্যা হ'ল। গন্ধর্ব্ব যুবক রাজকুমারীর কক্ষে উপস্থিত। কক্ষের ভিতর প্রবেশ করে দেখ্‌লে তার জন্য যথা নিয়মে খাগ্যদ্রব্য সজ্জিত করে রূপকুমারী সজল চোখে ম্লান-মুখে উপবিষ্ট। তখন গন্ধর্ব্ব যুবক জিজ্ঞাসা করল—প্রিয়ে! একি অবস্থা তোমার? কি হয়েছে আমাকে বল? এই দেখ, তোমার জন্যে আজ কি স্বর্গীয় জিনিষ পেয়েছি! এর নাম অমরফল। দেবরাজ ইন্দ্র আমার সুনিপুণ নৃত্যে পরিতুষ্ট হয়ে এই অমরফল চারটি উপহার দিয়েছেন। তুমি দুটি আর আমি দুটি ভক্ষণ করি এস। আমরা তাহলে চিরদিন অমর হয়ে চিরসুখে থাকব। এই ধর—খাও আর আমাকে খাইয়ে দাও।

রাজবন্দিনী অমরফল ক'টি হাতে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে—সর্ব্বনাশ হয়েছে প্রিয়! যিনি আমাকে বিয়ে করেছেন—আমার বিশ্বাস তিনি সামান্য মানব নন। নিশ্চয় কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা। নইলে আমরা গতরাত্রে কিভাবে উভয়ে অবস্থান করেছি—তিনি জানলেন কি করে?

গন্ধর্ব্ব যুবক অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল! মুখে কোন কথা ফুটল না।

এদিকে বেতাল গন্ধর্ব্ব যুবকের অমরফলের কথা ও রাজকুমারীর অহর্নিশ চিন্তার পর্ব্ব রাজাকে জানাল। রাজা

হাস্‌তে হাস্‌তে বেতালকে বললেন তুমি আমাকে নন্দন কানন হতে কতকগুলি অমরফল এনে দিয়ে যেও।

বেতাল অনতিবিলম্বে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের নন্দন কানন হতে রাশিকৃত অমরফল এনে রাজাকে দিয়ে গেল।

সহচরীগণ যথাসময়ে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদে এল। রাজা বললেন—আজ শরীর বড় সুস্থ নয়। গতরাত্রে দেবরাজ ইন্দ্র এসেছিলেন আমাকে দেখ্‌তে। আমার জন্য নজরানা দিতে তাঁর নন্দন কানন হতে কত অমরফল এনেছেন দেখ। আমি এ রাশিকৃত অমরফল নিয়ে কি কর্‌ব ? এগুলো নিয়ে গিয়ে তোমরা ইচ্ছামত খেও আর রাজকুমারীকে উপহার দিও। এ স্বর্গের জিনিস। মর্ত্ত্যে দুষ্প্রাপ।

সহচরীগণ মহানন্দে অমর ফলগুলি নিয়ে রাজকুমারীকে দিল। তার পূর্ব্বেই গন্ধর্ব্ব যুবক চারটি অমরফল রাজ-নন্দিনীকে এনে দিয়েছিল। আর বলেছিল এফল দুর্লভ। রাজ-নন্দিনী তার স্বামীর প্রেরিত অসংখ্য অমরফল দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বসে ভাবতে লাগল আমার স্বামী স্বর্গের দেবতা ভিন্ন আর কেউ নয়।

গন্ধর্ব্ব যু'ক যথাসময়ে উপস্থিত। কক্ষের মধ্যে সেই রাশিকৃত স্বর্গীয় অমরফল দেখে রূপকুমারীকে জিজ্ঞাসা করল—এত ফল পেলে কোথায় ?

রূপকুমারী উত্তর দিল—দেবরাজ ইন্দ্র আমার স্বামীর বন্ধু. তিনি প্রায়ই দেখা করতে আমার স্বামীর নিকট যাতায়াত করেন। গত রাত্রে এসেছিলেন এই সব অমরফল নজরানা

নিয়ে। আর তুমি তাঁর সভায় নৃত্যে সন্তুষ্ট করে চারিটি ফল এনেছিলে? দুর্ভাগ্য।

গন্ধর্ব্ব যুবক রূপকুমারীর কোন কথার উত্তর দিল না। রূপকুমারী আধোবদনে বসে বসে ভাবতে লাগল।

এমন সময় মহারাজ বিক্রমাদিত্য রূপকুমারীর কক্ষে প্রবেশ করে বললেন—রূপকুমারী। কেরল রাজ-দুহিতা তুমি: আমি না জেনে স্বপ্নে তোমার রূপসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে এই সুদূর কেরলে এসেছিলাম। এখন বুঝতে পেরেছি তুমি তোমার পিতার সত্যরক্ষার জন্যই আমাকে বিয়ে করেছিলে? তার জন্য তোমার প্রশংসা করছি—কিন্তু তুমি তার বহু পূর্ব্ব হতে ঐ গন্ধর্ব্ব যুবককে আত্মদান করেছ। এ কথা যদি ঘূণাক্ষরেও জানতাম তাহ'লে ঘটনা এত দূরে এসে পৌঁছাত না। যখন তুমি গন্ধর্ব্ব যুবককে আত্মদান করেছ—ন্যায় বিচারে উনিই তোমার স্বামী। আমার পরিচয়—মহারাজ বিক্রমাদিত্য। আমি ন্যায়ের পূজারী। এই বলে মহারাজ বিক্রমাদিত্য গন্ধর্ব্ব যুবক ও রূপকুমারীর হাত দু'টি নিয়ে পরস্পরে মিলন করে দিয়ে অদৃশ্য হলেন।

রাজনন্দিনী ও গন্ধর্ব্ব যুবক একটি কথাও বলতে পারল না।

কালিদাসের দিগ্বিজয়

মহারাজ ভোজরাজার সভায় কয়েকজন শ্রুতিধর পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা কেহ একবার, কেহ দু'বার, কেহ তিনবার কবিতা শুন্‌লে তা কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। তা'তে ভোজরাজার বড় অহঙ্কার ছিল। একদিন তিনি ঘোষণা করলেন—যিনি আমার সভায় এসে একটি নূতন কবিতা বলতে পারবেন তিন লক্ষ টাকা তিনি পুরস্কার পাবেন।

এই পুরস্কারের লোভে নানাদেশ হতে পণ্ডিতেরা আস্‌তে লাগলো। কিন্তু তাঁর শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা তা পুরানো কবিতা বলে উপেক্ষা করে একে একে আবৃত্তি করতেন। অগত্যা নবাগত পণ্ডিতেরা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতেন।

ক্রমে ক্রমে ভোজরাজের ঘোষণা বাণী কালিদাসের কাণে গেল। তিনি ভোজরাজের এ চতুরতা বুঝ্‌তে পেরে তাঁর সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন—

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ! ত্রিভুবনবিজয়ীধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুক্তা রত্নকোটীর্মদিয়া।
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকল বুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ।

নো বা জানন্তি কেচিৎ নবকৃতমিতি চেদ্দেহিলক্ষংততো মে।

অর্থাৎ মহারাজ! আপনার মঙ্গল হোক, আপনি ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী। আপনার পিতা আমার নিকট হতে

এক কোটী নিরানব্বই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছিলেন, এটা সত্য কিনা আপনার সভাসদ পণ্ডিতেরা জানেন, অতএব তা আমাকে সত্বর প্রদান করুন। যদি পণ্ডিতেরা বলেন যে আমরা জানিনা, তবে আমি যে নূতন কবিতা শোনালাম তার জন্যও লক্ষ টাকা পেতে পারি।

কালিদাসের কবিতা শুনে পণ্ডিতগণ ও ভোজরাজ বিস্ময়ে নির্বাক। তা দেখে কালিদাস বললেন—মহারাজ! নীরব আছেন কেন? পিতৃঋণ পরিশোধ করুন। একথা শুনে ভোজরাজের একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজাকে বললেন মহারাজ! আপনার স্বর্গগত পিতার নিজ হস্তে লিখিত একটা লিপিতে লেখা আছে—"আমি আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানের মধ্যস্থিত তালবৃক্ষের উপর বহু ধনরত্ন রক্ষা করলাম, আমার উত্তরাধিগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তা গ্রহণ করবে।" মহারাজ আপনি এ পর্য্যন্ত সেই ধনরত্ন উদ্ধার করেন না, অতএব এখন সে লিপি কালিদাসের হাতে দিন, তিনি রত্নগুলি উদ্ধার করে নিজের টাকা পরিশোধ করে নিন।

ভোজরাজ লিপিখানি কালিদাসের হাতে দিলেন। কালিদাস লিপিখানি বিশেষভাবে পাঠ করে রাজাকে বললেন মহারাজ! এই লিপিতে অর্থের কোন সংখ্যা নাই, যদি আমার প্রাপ্য সমুদায় টাকা আদায় না হয়, তাহ'লে অবশিষ্ট টাকা আপনাকে দিতে হবে. আর যদি বেশী হয়, তাহ'লে আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব।

রাজা সম্মত হলেন। কালিদাস লিপি হাতে নির্দ্দিষ্ট

তালগাছের কাছে এসে তার মূলদেশ খনন করে মাটীর ভিতর হতে তামার কলসীতে রক্ষিত দু'কোটি স্বর্ণমুদ্রা পেলেন। মুদ্রাগুলি নিয়ে রাজসভায় ফিরে এসে নিজে এককোটী নিরানব্বই ৫ মুদ্রা নিয়ে বাকী মহারাজকে ফিরিয়ে দিলেন।

এ অভাবনীয় ঘটনায় সভাসদগণ ও ভোজরাজ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে কালিদাস:কে জিজ্ঞাসা করলেন—লিপিতে লেখা রত্নগুলি তালবৃক্ষের উপরিভাগে রক্ষিত আছে—তাহ'লে আপনি মূলদেশ খনন করলেন কেন ?

কালিদাস বললেন—মহারাজ! "আষাঢ়ান্ত দিবসের মধ্যাহ্নকালে আমার নদীতীরস্থ উদ্যানের মধ্যস্থিত তাল বৃক্ষের উপরিভাগে বহু রত্ন রাখলাম।" এর অর্থ এই যে আষাঢ় মাসের দ্বিপ্রহরে মস্তকের ছায়া পাদমূলে পতিত হয়ে থাকে, তাই আমি তালবৃক্ষের মূলদেশ খনন করে মাটির ভিতর হতেই রত্নগুলি পেয়েছি। বৃক্ষের মাথায় রত্ন রাখা কখনও সম্ভব হয় না।

কালিদাসের প্রখরবুদ্ধিতে ভোজরাজা মুগ্ধ হলেন। অতঃপর তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে সম্মানিত করলেন।

মহারাজ ভোজ কালিদাসের প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রাগুলি ফেরৎ না নিয়ে সেগুলিও তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ দান করলেন।

কালিদাস তাঁদের অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করে প্রস্থান করলেন।

হরি মঙ্গলময়।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রত্যিদিন প্রভাতে নগর পরিভ্রমণ করতে যেতেন। একদিন ভ্রমণ করতে করতে বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ প্রায়। এমন সময় দেখ্‌লেন—উজ্জয়িনীর একপ্রান্তে একটা অরণ্যের ভিতরে এক সন্ন্যাসী জপ তপে নিবিষ্ট। রাজা অদূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীর একাগ্রতা দেখ্‌তে লাগলেন। তাঁর আর ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনেই হ'লনা। যখন সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হ'ল—তখন বেলা অপরাহ্ন! সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করতেই রাজা বিক্রমাদিত্যকে চিন্‌তে পারলেন। তিনি তখন তাড়াতাড়ি কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করে একটা মৃগচর্ম্ম এনে মহা সমাদরে রাজাকে বস্‌তে দিলেন। রাজা মহানন্দে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হলেন। সন্ন্যাসী বললেন—মহারাজ! আমার প্রগল্‌ভতা মাফ করবেন—আপনি কখন প্রভাত কালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন—তাতে এই সময়ের মধ্যে আপনার কোন শক্তিশালী অরাতি আপনার সিংহাসন অধিকার করে বসে—তাহলে কি করবেন?

রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন সাধু! আপনার আশীর্ব্বাদে আমি ঐসকল তুচ্ছ চিন্তা মনেও স্থান দিই না। কারণ আমি জানি দৈবের লিখন অখণ্ডনীয়! তাহ'লে শুনুন একটা কাহিনী:—

হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে প্রতাপরুদ্র নামে এক ভগবান

বিশ্বাসী রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি কিছুদিন রাজত্ব করছেন তারপর তাঁর জ্ঞাতি শত্রুদল তাঁকে চক্রান্ত করে রাজ্য হতে বিতাড়িত করলেন। অগত্যা রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে বহু দূর-দূরান্তের অন্য এক রাজ্যে উপস্থিত হলেন। সেই রাজ্যের প্রান্তভাগে একটা প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষের তলদেশে বাসস্থান নির্দ্দেশ করে বাস করতে লাগলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র যে শাল্মলী বৃক্ষের সানুদেশে বাস করছেন সেই বৃক্ষের উপরে সাতটি ভূত বহুদিন ধরে বসবাস করছিল ভূতগুলো রাজা রাণীকে দেখেই চিনতে পারল। কেননা তারা পূর্ব্বজন্মে ঐ রাজারাণীরই পুত্র হয়ে জন্মেছিল তারা রাজা রাণীকে দেখেই পরস্পর বলাবলি করতে লাগল দেখ ঐ রাজারাণীই আমাদের পূর্ব্বজন্মের বাপ-মা। অনেক অত্যাচার করে ওদের ব্যতিব্যস্ত করে এসে'ছ, যদি আজ আমরা পুত্রের কাজ না করি তাহ'লে এই জঘন্য প্রেত জন্মেই যুগযুগান্ত থাকতে হবে। আমাদের পূর্ব্বতন জ্ঞাতিশত্রুই নানা চক্রান্তের জাল বিস্তার করে রাজ্যপাট কেড়ে নিয়ে নিরপরাধ বাবা মার এ দুর্গতি করেছে বটে, কিন্তু ওনারা রাত্রি প্রভাতেই এই দেশের রাজা রাণী হয়ে পরম সুখে সুখী হবেন।

পরদিন প্রাতে ক্ষুধাক্লিষ্ট রাজা ও রাণী খাদ্য সংগ্রহের জন্য নগরে প্রবেশ করলেন। দৈব ঘটনায় সপ্তাহকালে পূর্ব্বে ঐ নগরীর রাজার মৃত্যু হয়েছে। এ রাজ্যের রাজার মৃত্যু হ'লে পাত্র মিত্র পরিষদগণ তাদের প্রাচীন প্রথামত এক দেব হস্তী ছেড়ে দেয়। সেই দেব হস্তীর এতদূর ক্ষমতা যে

উপযুক্ত রাজারাণী নির্ব্বাচন করে তাকে পৃষ্ঠের উপর বসিয়ে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে।

রাজা রাণী খাদ্য অন্বেষণে নগরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌তেই সেই দেব হস্তী বিতাড়িত নিঃসম্বল রাজারাণীকে পৃষ্ঠের উপর বসিয়ে রাজসভায় তাঁদের শূন্য সিংহাসনে নিয়ে গিয়ে অধিষ্ঠিত কর্‌ল --

দেব হস্তীকে রাজ সভায় আস্‌তে দেখে রাজ্যের পাত্র মিত্র পারিষদবর্গ ও জনসাধারণ ছুটে এলেন। তাঁরা নূতন রাজার জয় ঘোষণা ক'রে করজোড়ে বললেন—আপনারাই আমাদের রাজারাণী। আমাদের প্রার্থনা আজ হতে আমাদের পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপালন করুন।

নূতন রাজারাণীর মহা সমারোহে অভিষেক হ'ল। রাজা প্রতাপরুদ্র স্বীকৃত হ'লেন তাঁদের সন্তানের মত প্রতিপালন করবেন বলে।

হরিভক্ত বৈষ্ণব চূড়ামণি রাজা প্রতাপরুদ্র। তিনি রাজ্যের শুভাশুভের ভার, মন্ত্রীর উপর দিয়ে পূজাদি নিয়ে কাল কাটাতেন। বহিঃশত্রুদল এ মাহেন্দ্রযোগের অপব্যয় না করে নগর আক্রমণ করল। রাজ্য রক্ষক দূত রাজা প্রতাপরুদ্রকে এই দুঃসংবাদ দিতে ছুটে এল। প্রতাপরুদ্র দূতকে বললেন—"কোন ভয় নাই, হরি মঙ্গলময়। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

বিপক্ষদল্‌ রাজ্য আক্রমণ করছে, এমন সময় শাল্মলীবৃক্ষের সেই সাতটি ভূত এসে বললে—কোন চিন্তা নেই রাজা! আমরা মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের সঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে যাচ্ছি। আপনার শত্রু-

পক্ষের নাম গন্ধও রাখবনা। আপনি নিশ্চিন্ত হন। এই বলেই তারা মহোল্লাসে হাজার হাজার প্রেত শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বিপক্ষদল অসংখ্য ভূতের তাণ্ডবনৃত্যে কে যে কোথায় পালাল তার কোন সন্ধান হল না। রাজা প্রতাপরুদ্র হরি মঙ্গলময় তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—এই বলতে বলতে ভূতগণের সম্মুখীন হলেন। এবং তাঁদের বললেন বৎসগণ! আমি জানতে চাই কোন উদ্দেশ্যে তোমরা আমার এ মহৎ উপকার করে আমাকে নিশ্চিন্ত করলে?

তখন ভূতগণ বললে—মহারাজ! পূর্ব্বজন্মে আমরা এই সাতটি প্রেত আপনার সন্তান ছিলাম। বহু পাপে আমাদের এ দুর্গতি; জীবিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমরা কোনদিন ন্যায় ব্যবহার করি নাই। তাই আমরা আমাদের মৃত্যুকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম - যদি কোনদিন সুযোগ সুবিধা পাই, তাহ'লে আপনার ঋণ পরিশোধ করব। এই বলতে বলতে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এখন সন্ন্যাসীকে বললেন "কিসের চিন্তা আমার, হরি মঙ্গলময় তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

সন্ন্যাসী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঈশ্বর-বিশ্বাসে সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন—মহারাজ! আপনি দেশের রাজা! আজ বহু পুণ্যে আমার অতিথি। সেই আতিথ্য সৎকারের পুরস্কার আমি আপনাকে এই হীরার কৌটা দিচ্ছি এর নিকট হতে যা প্রার্থনা করবেন তখনই তাই পাবেন।

রাজা সাহ্লাদে সন্ন্যাসী প্রদত্ত কৌটটি হাতে নিয়ে রাজ্যাভিমুখে ফিরলেন। পথে দেখতে পেলেন এক জীর্ণ শীর্ণ ব্রাহ্মণ পথের ধারে বসে ভিক্ষা প্রার্থনা করছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণকে সেই সন্ন্যাসীদত্ত হীরার কৌটা দিয়ে বললে – ব্রাহ্মণ! আমি তোমাকে এই হীরের কৌটা দিচ্ছি একে যখন যা চাইবে তখনই তা পাবে। কোনদিন কোনও অভাব থাক্‌বে না তোমার। এই বলে রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণকে সেই অমূল্য হীরার কৌটাটি দিয়ে স্বরাজ্যে যাত্রা করলেন।

সেবক-সামর্থ্য

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর প্রান্তদেশে নারায়ণপুর এক গণ্ডগ্রাম, গাঁখানি ছোট্ট হ'লেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চার জাতের বাসভূমি। এই গাঁটিতে হরপ্রসাদ নামে এক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তেজস্বী ব্রাহ্মণ বাস করতেন। ব্রাহ্মণের অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হ'লেও মন্দ ছিল না। দুর্ভাগ্য তাঁর সন্তান আদি ভূমিষ্টের পর সপ্তাহকাল মধ্যেই মৃত্যু স্থির নিশ্চয়। ব্রাহ্মণ পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনায় বহু শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলেন কিছুতেই তাঁর বিধিনির্দিষ্ট লিপির খণ্ডন হ'ল না। যখনই তাঁর সন্তান-সন্ততি ভূমিষ্ট হয় সপ্তাহ কালের মধ্যেই তার জীবন লীলার অবসান হয়।

ব্রাহ্মণ বহু চেষ্টাতেও বিধাতার নির্দিষ্ট লিপির খণ্ডন করতে না পেরে একদিন উপস্থিত হ'লেন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ সভায়। এসে বলেন মহারাজ! আমার সন্তানাদি যথা সময়ে সুস্থ ও সবল শরীর নিয়ে ভূমিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সপ্তাহ মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমি আমার সন্তানের দীর্ঘজীবন কামনায় অনেক মাঙ্গলিক কার্যের অনুষ্ঠান করেছি—তবুও তাদের বাঁচাতে পারি না। আমার বিশ্বাস রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গিন্নীর পাপে গেরস্ত নষ্ট, এটা নিছক সত্যি। এখন আমার ধারণা, আমার এই সন্তানগুলির অকাল মৃত্যু রাজার পাপের পরিণাম! এ সম্বন্ধে শাস্ত্রেও বিশেষভাবে উল্লেখ আছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ এই নির্ম্মম কথাগুলি শুনে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হ'য়ে চিন্তা করতে লাগলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণকে বললেন যদি আপনার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়, তা'হলে আমিই তার প্রতিবিধানে যত্নবান হব। এবার হ'তে আপনার পুত্র বা কন্যা যখনই ভূমিষ্ট হবে, আপনি ছ'দিনে যেট্‌রা পূজার দিন আমাকে জানাতে ভুল করবেন না।

ব্রাহ্মণ ফিরলেন তাঁর নিজের বাড়ী।

যথাকালে ব্রাহ্মণের এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হ'ল। রাজার কথা তিনি ভুললেন না। তখনই রাজ-সকাশে এসে রাজাকে জানালেন। রাজাও বিলম্ব না করে উপস্থিত হলেন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে

রাজা বিক্রমাদিত্য নবজাত শিশুর যেট্‌রা পূজো হ'লে সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে শয়ন করলেন।

রাত্রি দুপুরে বিধাতাপুরুষ এসে সূতিকা গৃহের মধ্যে প্রবেশের পথ না পেয়ে রাজাকে সজাগ করে বললেন—আমি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করব দ্বার ছেড়ে দাও।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন কে আপনি? পরিচয় দিন, গৃহমধ্যে আপনার কি প্রয়োজন?

বিধাতা পুরুষ নিজের পরিচয় দিলেন। রাজা বললেন উত্তম। কিন্তু আপনাকে আমার নিকট প্রতিশ্রুত হতে হবে যে, ঐ শিশুর ভাগ্যলিপি জানিয়ে যাবেন।

বিধাতা পুরুষ স্বীকৃত হয়ে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

রাজা বিধাতা পুরুষের প্রতীক্ষায় সজাগ। এমন সময় বিধাতা পুরুষ এসে বলে গেলেন—ব্রাহ্মণের এই নবজাত শিশুর পরমায়ু মাত্র এক বৎসর।

বিধাতা পুরুষ চল গেলেন। রাজা একাগ্রমনে ভগবান প্রজাপতি দেবের আরাধনা করতে লাগলেন। দেব প্রজাপতি রাজার স্তব স্তুতিতে পরিতুষ্ট হয়ে বললেন বৎস! "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্য" যদি কেহ এই শ্লোকের অন্য পাদগুলি পূরণ করে বালকের কর্ণে প্রবেশ করাতে সমর্থ হয় তাহ'লে ঐ শিশু পুনর্জীবন লাভ করবে সন্দেহ নাই।

দেব প্রজাপতি অন্তর্হিত হলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণকে আদ্যান্ত ঘটনা জানিয়ে স্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন।

সময় কারও অপেক্ষায় থাকে না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বৎসর অতীত কালে ব্রাহ্মণ সন্তানের মৃত্যু হ'ল। রাজা এই

শোকাবহ সংবাদ শুনে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এসে ব্রাহ্মণ সন্তানকে বুকে নিয়ে মুখে লব্ধব্যমর্থং বল্‌তে বল্‌তে উন্মাদের মত দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে ফিরতে লাগলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে নানা দেশ বিদেশ ঘুরে ফিরে বেদগর্ভ নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হলেন। বেদগর্ভের এক টোল ছিল, সেই টোলে ঐ দেশের রাজকন্যা, মন্ত্রীকন্যা, সাধুকন্যা ও পাত্র কন্যা এই চারিটি ছাত্রী অধ্যয়ন করত।

বেদগর্ভ বিশেষ কোন কাজে বিদেশ গমন কর্‌লে দেবনাথ নামে তাঁর এক পুত্র ছাত্রীদের পড়াতেন। পিতার বহির্গমনে দেবনাথ ছাত্রীদের যথানিয়মে শিক্ষা দান করতে লাগলেন।

একদিন গুরুপুত্র দেবনাথ ছাত্রীদের বললেন—তোমাদের অধ্যয়ন সমাপ্ত। তোমরা আমাকে গুরুদক্ষিণা দান করে যে যার কার্য্যে মনোনিবেশ করগে যাও।

তখন ছাত্রীরা বললে—আপনি আমাদের নিকট কি প্রার্থনা করছেন আদেশ করুন, আমরা তাই দিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করব। গুরুপুত্র বললেন—তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা তোমরা আমাকে পতিত্বে বরণ কর।

ছাত্রীরা পরস্পর পরস্পরের দিকে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে আমাদের ভাবতে দিন - পরে উত্তর দেব।

পূর্ব্ব হতে রাজকন্যা, মন্ত্রীকন্যা, সাধুকন্যা ও পাত্রকন্যা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের যশঃ গৌরবে তাঁকেই স্বামীত্বে বরণ করে রেখেছিল, আজ সহসা গুরুপুত্রের বিবাহ প্রার্থনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, তারা স্বপ্নেও ভাবেনি গুরুপুত্র

তাদের এ সর্ব্বনাশ করবেন। অগত্যা কোন উপায় অবলম্বন করতে না পেরে গুরুপুত্রের নিকট এসে বল্‌লে আমরা যখন সত্যবন্দী যে আপনি আমাদের নিকট যা প্রার্থনা করবেন আমরা তাই দেব তখন সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আমরা আপনাকেই পতিত্বে বরণ করব! আজই রাত্রিতে চণ্ডীমন্দিরে আসবেন আমরা গোপনে আপনাকেই মাল্যদান করব।

গুরুপুত্র যথাসময়ে চণ্ডীমন্দিরে উপস্থিত হবেন বলে প্রস্থান করলেন।

ছাত্রী চারিটিই স্ব স্ব গৃহে গমন করল। তাদের যখন এই সব নিয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল—তখন অতিথি ছদ্মবেশী রাজা বিক্রমাদিত্য তাদের সমুদয় কথাবার্ত্তা শুনছিলেন।

ছদ্মবেশী রাজা বিক্রমাদিত্য বেদগর্ভের পত্নীকে তাঁর পুত্রের বিবাহের কথা বিবৃত করলেন, বিপ্রপত্নী ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে পুত্রকে একটা কক্ষে আবদ্ধ করে রাখলেন।

ছদ্মবেশী রাজা বিক্রমাদিত্য রজনীর প্রথম প্রহরে চণ্ডী মন্দিরে উপস্থিত হলেন। রাজকন্যাও যথা সময়ে এসে গুরুপুত্র মনে ভেবে ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্যকে দেখতে পেয়ে তাঁরই গলদেশে মাল্যদান করলো।

রাজা বিক্রমাদিত্য রাজকন্যাকে নিজের পরিচয় দিয়ে লব্ধ্যমর্থং শব্দটি উচ্চারণ করলেন।

রাজকন্যাও গুরুপুত্রের পরিবর্ত্তে অন্য পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে বললেন "লভতে মনুষ্য।"

দ্বিতীয় প্রহরে মন্ত্রীকন্যা চণ্ডীমন্দিরের দ্বারদেশে গুরুপুত্র

মনে করেই তারই গলে মাল্যদান করলে। রাজা "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করতে মন্ত্রী কন্যা বললে—"দৈবঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।"

সাধুকন্যা তৃতীয় প্রহরে এসে রাজা বিক্রমাদিত্যের গলদেশে মাল্যদান করলে রাজা বললেন "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ দৈবঽপি তং বারয়িতং ন শক্তং।" সাধুকন্যা ঐ শব্দগুলি শুনে অতিশয় দুঃখের সহিত বলতে লাগ্‌ল "অতো না শোচামি ন বিস্ময়ো মে"। অতঃপর চতুর্থপ্রহরে পাত্রকন্যা এসে বিক্রমাদিত্যের গলদেশে মাল্য দান কর্‌লে। রাজা বল্‌লেন—"লব্ধব্যমর্থ্যং লভতে মনুষ্যঃ দৈবোঽপিতাং বারয়িতুং ন শক্তং। অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে—" তারপর পাত্রকন্যা বল্‌লে—"ললাট লেখো নঃ পুনঃ প্রয়াতি" এইরূপে শ্লোকের পাদপূরণ হতেই বিপ্রশিশু পুনঃর্জীবন লাভ কর্‌ল।

রাজা বিক্রমাদিত্য বিবাহিত চারিটি যুবতীকে নিজের পরিচয় দিলেন। তারা মহা আনন্দিত হয়ে রাজপদে প্রণতা হ'ল।

রাজা তাঁদের নিয়ে ব্রাহ্মণ হরপ্রসাদের বাড়ীতে এসে তাঁর মৃতপুত্রকে সজীব অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও পাড়া প্রতিবেশীর আনন্দের আর সীমা রইল না। সকলে রাজার জয় ঘোষণা করতে লাগল!

রাজা চারিটি মহিষী নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন।

ব্রাহ্মণ কুমার

কঙ্কাবতী নগরে এক রাজার বিদ্যুৎপ্রভা নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। পূর্ণিমার চাঁদের মত দিন দিন এক এক কলা বর্দ্ধিত হয়ে যৌবনের কোঠায় পদার্পণ করল। একদিন রাজকুমারী তার সহচরীদের নিয়ে পুষ্পোদ্যানে বেড়াতে বেরিয়েছেন—এমন সময় দেখতে পেল এক অতি সুন্দর ব্রাহ্মণ যুবককে। রাজকুমারী ব্রাহ্মণ যুবকের রূপ সৌন্দর্য্যে এত মুগ্ধ হয়ে পড়ল যে তার অদর্শনে সে কি করে দিন কাটাবে তা স্থির করতে পারলে না। ব্রাহ্মণ যুবকও রাজকুমারীকে দেখে বড়ই চঞ্চল হয়ে পড়ল। দু'জনেই ভাবতে লাগল—কেমন করে তারা আজ হ'তে ছাড়াছাড়ি হয়ে থাক্‌বে? সন্ধ্যে হয়ে এল, অগত্যা সহচরীদের তাড়নায় রাজকুমারীকে বাড়ী ফিরতে হ'ল। রাজকুমারী চলে যাবার পর ব্রাহ্মণ যুবক সেই পুষ্পোদ্যানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল।

সন্ধ্যা হয়ে এল, ব্রাহ্মণ যুবক একাকী পড়ে আছে—সেই পুষ্পোদ্যানে। এমন সময় এক গন্ধর্ব্ব যুবক সেখানে উপস্থিত হ'ল। এসে দেখলে—এক ব্রাহ্মণ যুবক অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে। তখন সে আর বিলম্ব না করে তার মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে কে আপনি এমন অবস্থায় এখানে পড়ে আছেন কেন?

ব্রাহ্মণ যুবক ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করে উঠে বস্‌ল—তারপর মৃদুস্বরে বল্‌তে লাগল—এই বাগানে কিছু পূর্ব্বে এক রাজকুমারী তার সহচরীদের নিয়ে বেড়াতে এসেছিল। যুবতীর রূপ সৌন্দর্য্যে দেখে আমি এত মোহিত হয়েছি যে তার অদর্শন আর আমি সহ্য করতে পারছি না। এর যে কি অন্তর্দাহ যন্ত্রণা ভুক্তভোগী না হলে উপলব্ধি করতে পারবে না। আপনি অনুগ্রহ করে বলুন—আমি কোন উপায়ে সুন্দরীকে একটিবারের মত দেখতে পাব? এই কথাগুলি বলতে বলতে ব্রাহ্মণ যুবকের চোখ দু'টি হ'তে বারি ধারা নেমে এল।

গন্ধর্ব্ব যুবক ব্রাহ্মণ যুবকের অবস্থা দেখে বললেন আপনি পুরুষ! এই কি পুরুষ জাতির পৌরুষত্ব! ছিঃ ছিঃ—এত ব্যাকুল হবেন না। সামান্য একটা নারীর মোহে আপনি আপনার পুরুষত্ব বিসর্জন দিতে বসেছেন? তা ছাড়া আপনি ব্রাহ্মণের ছেলে! রমণীর উপর এত আসক্তি এই কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম! গৃহে ফিরে যাও ভগবানের আরাধনা করে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা কর।

ব্রাহ্মণ যুবক বললে আপনি ভুল বুঝছেন। এ সংসারে মানুষ সুখভোগের প্রত্যাশায় বারংবার যাতায়াত করে। রমণী সুখের খনি। সেই রমণী রত্নকে যদি পুরুষ হয়ে ভোগ না করে যাই তাহ'লে এ জীবনের সার্থকতা কোথায়? বেশী কথা বলে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না—আমি যদি ঐ রাজকুমারীকে না পাই তাহলে আত্মহত্যা করতেও পরাঙ্মুখ হব না।

ব্রাহ্মণ যুবকের ব্যাকুলতা দেখে গন্ধর্ব্ব যুবক বললে—তুমি

উঠে দাঁড়াও, আমি তোমার রাজকুমারী প্রাপ্তির উপায় স্থির করে দিচ্ছি। তুমি এক কাজ কর— আমি এই শিকড়টা তোমাকে দিচ্ছি তুমি এটাকে মুখে কর। ব্রাহ্মণ যুবক গন্ধর্ব্ব-যুবকের হাত থেকে শিকড়টি যেমন মুখের ভেতরে পুরেছে অমনি সে একটা বারো বছরের মেয়ে হয়ে পড়ল। তারপর গন্ধর্ব্ব যুবক আর একটা শিকড় নিয়ে নিজের মুখে রাখতেই এক অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হ'ল।

অতঃপর কন্যাটিকে সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজার নিকট উপস্থিত হ'ল। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখে মহাসমাদরে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে বসতে আসন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন মহাশয়, আমার দুর্ভাগ্যের কথা আর বলবেন না। আমি আমার এই পুত্রবধূটিকে ওঁর পিত্রালয় হ'তে আনতে গেছলাম। বাড়ীতে এসে দেখি আমার গৃহ শূন্য—পুত্রও নাই - আর আমার স্ত্রীও নাই। চারিদিক অন্বেষণ করলাম তাদের আর কোন সন্ধানই এখন পর্য্যন্তও কোথাও পাচ্ছি না। তাহলে এখন পুত্রবধূকে একাই বা কোথায় রেখে আমি তাদের সন্ধানে বেরুবো। বড় বিপদে পড়ে স্থির করলাম আপনি দেশের রাজা ন্যায়বান, আপনার যশঃগৌরবে চারিদিক মুখরিত। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি—এখন দয়া করে যদি আমার এই পুত্রবধূটিকে আপনি আপনার গৃহে কিছুদিনের মত স্থান দান করেন তা'হলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের অন্বেষণ করতে পারি। তারপর আমি স্ত্রী, পুত্রকে পেলে

আপনার বাড়ী হতে আমার পুত্রবধূটিকে নিয়ে যাব। দয়া করে এই অনুগ্রহটুকু না করলে আমি নিরুপায়। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করাও আমার উচিত হচ্ছে না! রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাহিনীগুলি আদ্যান্ত শুনে বললেন—তা'হলে ত আপনি সত্যই বড় বিপদগ্রস্ত। যাহোক আপনি বেড়িয়ে পড়ুন আপনার স্ত্রী পুত্রের খোঁজে—উনি আমার বাড়িতেই রইলেন—আপনি আপনার স্ত্রী পুত্রকে বাড়ীতে নিয়ে এসে আমার বাড়ী হ'তে আপনার পুত্রবধূটিকে নিয়ে যাবেন। এই বলে রাজকুমারীকে ডেকে বললেন—মা। তুমি এই ব্রাহ্মণের পুত্রবধূটিকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও ইনি আমাদের বাড়ীতে থাকবেন। রাজকুমারী সন্তর্পণে ব্রাহ্মণের পুত্রবধূটিকে নিয়ে অন্তপুরে চলে গেল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজার সম্মতি নিয়ে তার স্ত্রী পুত্রের খোঁজে বের হয়ে গেল।

ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ ও রাজকুমারীতে বেশ মেলামেশা ভাবসাব হয়ে গেল। কেউ কাউকে আর একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারে না। যেখানে রাজকন্যা সেখানেই বিপ্র-পুত্রবধূ।

ব্রাহ্মণ-পুত্রবধূ দেখতে পেল যেদিন হতে সে রাজকুমারীর সঙ্গে রয়েছে তারপর হতেই সে জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ছে। ব্রাহ্মণ পুত্রবধূ কথায় কথায় রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করলে—ভাই। আমি তোমাকে এসে যা দেখেছি—তুমি দিনের দিন তার আধাআধি রোগা-হয়ে পড়েছ। এর কারণ আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। তখন রাজকুমারী বললে—ভাই আমার এমন একটা ভাবনা হয়েছে তাতেই আমার এই অবস্থা।

তোমাকে তা বলতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে শোন তুমি আমাদের বাড়ীতে আসার পূর্ব্বে আমি একদিন আমাদের পুষ্পোদ্যানে বেড়াতে যাই, সেখানে এক সুন্দর ব্রাহ্মণ যুবককে দেখে অবধি আমার এই দুর্দ্দশা। আমার কেবল মনে জাগছে আমি আবার কতদিনে কতক্ষণে সেই স্বর্গের দেবতাটিকে লাভ করবো।

তখন বিপ্রবধূ বল্'ল—এই জন্যে তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ—তা ত' কই আমাকে কোন কথা বল না! বেশ আমি যদি সেই ব্রাহ্মণ যুবকটিকে তোমার কাছে হাজির করতে পারি তাহ'লে আমার কি পুরস্কার বল?

তখন রাজকুমারী বলল—দেখ আমি তোমাকে আমার ছোট বোনটির মত ভালবাসি। আমার এই নিদারুণ দুঃখের সময় আগুনের উপর ঘিয়ের ছিটে দিয়ে আর আমাকে উন্মাদ ক'র না! কেন অনর্থক তুমি আমাকে উপহাস করছ। তুমি তাকে কেমন করে এনে দেবে—বা সে কে, কেমন করেই বা তাকে চিনবে?

পুত্রবধূ বললে—ভাই তোমার এসকল কথার অর্থ কি থাকতে পারে? সত্যই আমি যদি তাকে এনে দিই তাহ'লে—? রাজকন্যা বললে—যদি এনে দিতে পার, আর সত্যিই যদি সেই যুবক আমার মনোচোরা হয় তাহ'লে জন্ম জন্মান্তরে তোমার কেনা গোলাম হ'য়ে থাক্‌ব। বিপ্রবধূ রাজকুমারীকে ত্রিসত্য করিয়ে নিয়ে মুখের ভেতর হতে শিকড়টি বের করতেই সেই বধূ পূর্ব্বের মত সুন্দর ব্রাহ্মণ যুবক হল। রাজকুমারীর আনন্দের আর পরিসীমা রইল না।

সেই দিনই সন্ধ্যাযোগে রাজকুমারী ও ব্রাহ্মণ যুবকের গন্ধর্ব্বমতে বিয়ে হ'ল।

তারপর হ'তে ব্রাহ্মণ যুবক দিনমানে বিপ্রবধূ হয়ে বেড়াত আর রাত্রে ব্রাহ্মণ যুবক হয়ে রাজকুমারীকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করত। এইভাবে আরও কিছুদিন অতিবাহিত হলে রাজকুমারীর গর্ভ-লক্ষণ দেখা গেল।

একদিন রাজা সপরিবারে তাঁর রাজ্যের মন্ত্রীর বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। মন্ত্রীপুত্র বিপ্রবধূর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখে তাকে বিয়ে করতে তার একান্ত আগ্রহ হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রীপুত্র এত অধৈর্য্য হয়ে পড়ল যে মন্ত্রীপুত্র প্রতিজ্ঞা করল যদি ঐ বিপ্রবধূর সঙ্গে তার বিয়ে না হয় সে বিষভক্ষণ করে আত্মহত্যা করবে।

মন্ত্রীর একমাত্র পুত্র! তিনি পুত্রের প্রতিজ্ঞার কথা শুনলেন। রাজাকে বলতে ইচ্ছা না থাকলেও মন্ত্রী রাজার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করলেন।

রাজা মন্ত্রীর প্রমুখাৎ তাঁর পুত্রের কথা শুনে বললেন মন্ত্রি। তুমি সকলই জান— যে ঐ বিপ্রবধূ আমার কেউ নয়, উনি এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গচ্ছিত রত্ন! কখন বা কোনদিন তিনি এসে তাঁর জিনিষ নিয়ে যাবেন তার কোন স্থিরতা নেই! আমি কেমন করে এই বিশ্বাসঘাতকতার অবতারণা করতে পারি?

মন্ত্রীপুত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সে ঐ বিপ্রবধূকে বিয়ে করবে, নয় আত্মহত্যা! মন্ত্রীপুত্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার

কথা রাজ্যের পাত্রমিত্র জনগণ রাজাকে অনেক অনুরোধ করলেন এবং বললেন—মহারাজ! যদি ঐ বিপ্রবধূকে মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া না হয় তাহ'লে মন্ত্রীপুত্র নিশ্চয় আত্মহত্যা করবে। আর সেই নিদারুণ শোকে মন্ত্রীও প্রাণত্যাগ করবে সন্দেহ নাই! তার চেয়ে এক কাজ করুন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তার পুত্রবধূ আনতে এলে এক লক্ষ টাকা দিয়ে যেভাবে হোক তাকে বশীভূত করা যাবে! আর এতদিন যখন গত হয়ে গেল সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণের ফেরবার আশা অতি অল্প!

রাজা কি আর করবেন যখন রাজ্যব্যাপী সকলের এক মত অগত্যা রাজা রাজী হলেন।

মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে বিপ্রবধূর বিয়ে হয়ে গেল।

মন্ত্রীপুত্র মহানন্দে বেড়াতে লাগল।

এইরূপে আরও কিছুদিন কেটে যাবার পর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রবধূটিকে আনবার জন্য রাজবাড়ীতে উপস্থিত হলেন।

রাজা কি উত্তর দিবেন কিছুই ভেবে স্থির করতে পারলেন না! ব্রাহ্মণ সব জানলেও একদৃষ্টে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন!

রাজা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে অপরাধীর মত ব্রাহ্মণের দিকে চেয়ে বিনীতভাবে আদ্যোপান্ত ঘটনা ব্রাহ্মণকে বলে গেলেন। শেষে আরও বললেন—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি আপনাকে প্রচুর অর্থ দেব বা আমার নিকট যা প্রার্থনা করবেন তাই দিয়ে আপনার সন্তোষ বিধান করব।

ব্রাহ্মণ ত' রেগেই অগ্নিশর্ম্মা। তিনি তখন তাঁর উপবীত বের করে অভিশাপ দিতে উদ্যত হ'লেন। রাজা ব্রাহ্মণের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন—আমি জানি, আমি যে কাজ করেছি তার ক্ষমা নেই! তবে আমার এইটুকু জ্ঞান বেশ আছে যে ক্ষমাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। আপনারা ভগবানের অংশ। ভগবান যেমন পাপী-তাপী সকলকেই উদ্ধার করেন আপনারাও তদ্রূপ! এ অপরাধের ক্ষমা না করলে আমি আপনার শ্রীপদ-যুগল কিছুতেই ছাড়ব না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজার এবম্বিধ কাতর মিনতিতে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন—একটা কথা আপনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করে আমার পুত্রবধূটিকে যেমন অন্যের অঙ্কশায়িনী করেছেন তার প্রতিদান স্বরূপ আপনার কন্যারত্নটি যদি আমাকে দান করেন তাহলে কোন প্রকারে আপনি আমার রোষবহ্নি হ'তে নিষ্কৃতি পেতে পারেন।

রাজা অন্য কোন উপায় নির্দ্ধারণ করতে না পেরে অগত্যা তাই স্বীকার করলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী গন্ধর্ব্ব রাজকুমারীকে নিয়ে মহানন্দে চলে গেল। মন্ত্রীপুত্রবধূ হয়ে যে ব্রাহ্মণ যুবক ছিল, তার এ সকল ঘটনা শুনতে বাকী রইল না। তখন সে অন্তঃপুর হ'তে গোপনে বের হ'য়ে মুখের ভেতর হতে শিকড় বের করে ফেলে দিতেই স্বমূর্ত্তি ধারণ করলে। তারপর পথিমধ্যে গন্ধর্ব্ব-কুমারকে গিয়ে বললে - বাহবা! বেড়ে মজা ত? তুমি আমার প্রণয়িনীকে ফাঁক দিয়ে নিয়ে কোথায় চলেছ?

তখন গন্ধর্ব্ব কুমার বল্‌লে—বাঃ? এর সঙ্গে তোমার কিসের সম্বন্ধ? রাজা এই রাজকন্যা আমাকে দান করেছেন। সুতরাং আমারই প্রাপ্য এই রাজকুমারী।

তখন ব্রাহ্মণ যুবক বললে—কেন, তুমি কি জাননা এই রাজকুমারী আমার বিবাহিতা পত্নী, এমন কি ঐ নারীর গর্ভে যে সন্তান আছে সেও আমার? কোন অধিকারে তুমি একে নিয়ে চলেছ? দাও আমি আমার পত্নীকে নিয়ে গৃহে চলে যাই।

এই নিয়ে উভয়ের গণ্ডগোল বিসম্বাদে গিয়ে দাঁড়াল।

তখন রাজকুমারী বললেন—আপনাদের এ গণ্ডগোল ভদ্রোচিত কাজ হয় না। চলুন ন্যায়পরায়ণ রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় তাঁর বিচারে আমি যার প্রাপ্য হব, তিনিই আমাকে নিয়ে সংসার কর্‌বেন।

তাই হ'ল। তাঁরা তিনজনে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় এসে আদ্যান্ত ঘটনা বিবৃত করলে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—এই রাজকুমারী গন্ধর্ব্ব কুমারের ন্যায্য প্রাপ্য। কারণ রাজা সর্ব্বসাধারণের কাছে এই কন্যা গন্ধর্ব্বকুমারকে দান করেছেন। ব্রাহ্মণ কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে গোপনে কার্য্যসিদ্ধ করেছে। সুতরাং এ বিবাহ সিদ্ধ নয়। আমার বিচারে গন্ধর্ব্ব কুমারই রাজকুমারীর স্বামী।

বিক্রমাদিত্যের পাতাল ভ্রমণ

উজ্জয়িনীর রাজসভায় নব-রত্ন পরিবেষ্টিত মহারাজ বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে বসে নানা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত! এমন সময় উদ্যান রক্ষীর দল দ্রুত পদবিক্ষেপে এসে মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে বললে—মহারাজ! আপনার উদ্যানে এক অজ্ঞাত দেব পুরুষ ভ্রমণ করছেন। সুদীর্ঘ অবয়ব তাঁর, আজানু লম্বিত বাহু, রক্তিম ওষ্ঠাধর, দেহ হতে যেন একটা আগুনের ফুলকি বের হয়ে যাচ্ছে—আমি তাঁর সম্মুখে এগুতে ভয় করছি।

রাজা বিক্রমাদিত্য আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে উদ্যান পথে যাত্রা করলেন। গিয়ে দেখেন উদ্যানরক্ষীরা সত্যই বলেছে—সেই বিরাট দেহী জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দুষ্কর! তথাপিও রাজা সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সম্মুখীন হলেন। আশ্চর্য, রাজা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হ'তেই তিনি পলকের মধ্যে আকাশ পথে উঠে যেতে লাগলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ তাল বেতালের সাহায্যে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে লাগলেন। আকাশ-মার্গ ভেদ করে তিনি চলেছেন—পশ্চাতে রাজা বিক্রমাদিত্য।

আকাশপথে এইভাবে যাওয়ার পর দেবপুরুষ পর্বতশৃঙ্গে নেমে গেলেন, অতঃপর পর্বতশৃঙ্গ থেকে পর্বত উপত্যকায়,

উপত্যকা হতে বেরিয়ে এক ভয়াবহ সুড়ঙ্গপথে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে ভূগর্ভের নীচে চললেন তিনি। রাজাও রইলেন তাঁর পশ্চাতে। রাজার মনে হ'ল তাঁরা পৃথিবীর অনেক নীচে নেমে পড়েছেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই জ্যোতির্ম্ময় অজ্ঞাত পুরুষ কোথায় যে অন্তর্হিত হলেন আর তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না। তখন বিক্রমাদিত্য দেখলেন তিনি এক বিরাট পাষাণময় প্রাচীরের সম্মুখে। তখন তিনি প্রাচীরের নিম্নদেশ দিয়ে চললেন। একদিকে সেই প্রাচীর—অন্যদিকে বিরাট নীল সমুদ্র। রাজা হতভম্ব হয়ে ভাবতে লাগলেন কোথায় এসেছেন তিনি। এ আবার কোন দেশ। কী অদ্ভুত ব্যাপার।

তবুও ভাবতে ভাবতে চলেছেন প্রাচীরের নিম্নদেশ দিয়ে। শেষে দেখতে পেলেন প্রাচীরের গায়ে বিশাল একটা সিংহ দ্বার। দ্বারপাল বসে আছেন সেখানে রত্ন সিংহাসনের উপর—তাঁর জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ সৌন্দর্য্য। তাঁর অপরূপ রূপচ্ছটায় বিশ্ব-জগৎ মুগ্ধ হয়ে যায়। সে রূপের উপমা হয় না। রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর সন্নিধানে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— এটা কোন দেশ? তিনি কোন উত্তর প্রত্যুত্তর না দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রাজা দেখতে গেলেন সিংহদ্বার মুক্ত। তিনি নির্ভয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন সেখানে মহা-কায় অসংখ্য পুরুষ ও জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী। নবাগতকে দেখে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরিচয় জানতে ছুটে এল। রাজা

বিক্রমাদিত্য নিজের পরিচয় দিলে কেউ কেউ বললে—আপনিই মহারাজ বিক্রমাদিত্য? আপনাকে আনবার জন্য আমাদের মহারাজ লোক পাঠিয়েছিলেন। আসুন, আসুন পথশ্রমে আপনি ক্লান্ত হয়েছেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য তখনও বুঝ্তে পারেননি যে তিনি কোথায় এসেছেন, সাগ্রহে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন—আমি বুঝতে পারছি না কোথায এসেছি। এ স্থানের নামটা জানতে ইচ্ছা করি এ রাজ্যের নাম কি? আর এখানের মহারাজ কোন পুণ্যবান! তাঁদেরই মধ্যে একজন বললেন সে কি রাজা আপনি এখনও বুঝ তে পারছেন না কোথায় এসেছেন আপনি? এটা যে পাতালপুরী। এখানের মহারাজ দৈত্যেশ্বর বলি। আমরা সকলেই দৈত্য! আর আপনাকে যিনি আনতে গেছ্লেন তিনিও হলেন দৈত্য! ঐ যে মহারাজ বলি আপনার সম্বর্দ্ধনার জন্য এদিকেই আসছেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেখলেন অসংখ্য দৈত্যবীর পরিশোভিত অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত জ্যোতিষ্মান দৈত্যেশ্বর বলি তাঁরই সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সসম্ভ্রমে বলির পদরজ গ্রহণ করলেন। বলি মহারাজকে নিয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। অতঃপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দৈত্যরাজ সভায় উপস্থিত হয়ে নিজের সিংহাসনে বসে তার অর্দ্ধাংশে মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে বসিয়ে বল্লেন—উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য! তোমার যশঃগৌরব পৃথিবী ছাড়িয়ে স্বর্গ ও পাতালে সমভাবেই মুখরিত! তোমাকে বহুদিন হতেই আমার

দেখবার আকাঙ্খা মনের মধ্যে জাগরিত হয়েছিল। এক বন্ধুর অনুকম্পায় আজ তোমাকে দেখতে পেয়েছি আমি যে তোমার দর্শনে কিরূপ পরিতৃপ্ত হয়েছি তা বর্ণনাতীত। এখন আমার অনুরোধ তুমি তোমার ইচ্ছামত কিছুকাল পাতালপুরে অবস্থান ক'রে তারপর তোমার রাজ্যে গমন কর।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিছুদিন পাতালপুরে অবস্থান করে পাতালের দর্শনীয় অধিকাংশ বস্তু সকল দেখে বেড়াতে লাগলেন। এমন কি অতল, সুতলাদিসপ্ত পাতাল, নাগলোক, অমৃতলোক প্রভৃতি বলিরাজ নিজে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখাতে লাগলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিছু দিন পাতালপুরে থেকে সব কিছু দেখে শুনে একদিন মহারাজ বলিকে বললেন—এবার আমাকে বিদায় দিন! বলিরাজ বিক্রমাদিত্যকে বিদায় কালে এক স্পার্শমণি আর একটি অমৃত ফল উপহার দিয়েছিলেন। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোণা হয়, আর অমৃত ফল খেলে মৃত্যুর হাত হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

বিক্রমাদিত্য শুনেছিলেন মহারাজ বলির দ্বারপাল স্বয়ং ভগবান। তাই বিদায় কালে বিক্রমাদিত্য বলি রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহারাজ! শুনেছিলাম স্বয়ং শ্রীভগবান বিষ্ণু আপনার দ্বারপাল। তাঁকে তো কই দেখতে পেলাম না।

তখন বলিরাজ সহাস্যে বললেন—বৎস। তুমি পাতাল মধ্যে প্রবেশ পথে সিংহদ্বারে যাঁকে দেখেছিলে তিনিই শ্রীভগবান বিষ্ণু। তাঁরই অনুগ্রহে তুমি পুরীমধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছ!

ভাগ্যবান তুমি তাই তাঁকে পলকের জন্যও দেখেছ—নইলে মুনি-ঋষিরা যুগ যুগ তপস্যায়ও তাঁর দর্শন হতে বঞ্চিত।

অনন্তর মহারাজ বিক্রমাদিত্য শ্রীভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে বলিরাজের পদধূলি নিয়ে উজ্জয়িনী যাত্রা করলেন। দৈত্যগণ মহোল্লাসে তাঁকে মায়া রথে আরোহণ করিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেলেন উজ্জয়িনী নগরে।

উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করে রাজসভায় যাবেন এমন সময় এক ভিক্ষুক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিক্রমাদিত্যকে ভিক্ষা প্রার্থনা করায় মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্পর্শমণি ও অমৃত ফল দু'টিই ব্রাহ্মণকে দান করলেন।

রাক্ষসের সুবুদ্ধি

মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রজাপাঠের সুখ দুঃখের সংবাদ নিতে ছদ্মবেশে মাঝে মাঝে দেশ দেশান্তরে বেড়িয়ে বেড়াতেন। গোপন ভাবে প্রকৃত দুঃখীর দুঃখ শুনে তাকে প্রচুর অর্থ দিয়ে তার দারিদ্র্য দূর করতেন। একদিন বিক্রমাদিত্য ছদ্মবেশে একাই বেরিয়েছেন—সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে এক পাহাড় পল্লীতে এসে উপস্থিত। তখন সন্ধ্যা হতে আর বিলম্ব নাই। বহুদূর পথ এসে পড়েছেন; ফেরবার আর উপায় না দেখে পাহাড়ের উপরে একটা বিরাট বৃক্ষের তলদেশে রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে বসে রইলেন।

যে গাছটির তলদেশে বিক্রমাদিত্য আশ্রয় নিয়েছিলেন - সেই বৃক্ষের উপরিভাগে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী পক্ষী দম্পতি বাস করত। তাদের তিনটি ছেলে খাদ্যের সন্ধানে নানাস্থানে বেড়িয়ে সেই তারা নীড়ে ফিরেছে। তাদের মধ্যে বড় ছেলে দুটি আনন্দ কলরবে বাপ-মাকে নানা কথা বলছে। ছোট ছেলেটি যেন অতি দুঃখে কোন কথা কইছে না। ব্যঙ্গমা তখন ছোট ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করল বাপুহে—তুমি এমন নীরব ও বিমর্ষে বসে আছ কেন? কি হয়েছে তোমার? তখন ছোট ছেলে বলতে লাগল বাবা! পূর্ব্বজন্মে আমার এক ভাই ছিল, সে কেরল রাজ্যে একজন ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছে। আমরা দু'টি ভাই জাতিস্মর ছিলাম। সুতরাং এ জন্মেও আমাদের ভালবাসা সমভাবেই বর্ত্তমান! আমি আজ আমার ভাইকে দেখতে কেরল রাজ্যে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম সে মহা বিপদের মাঝে পড়ে অতিষ্ট হয়েছে। আগামী কালই তার মৃত্যুদিন। কেরল রাজ্যের ভেতর একটা দুর্দ্দান্ত রাক্ষস আছে। প্রতিদিন প্রতি গৃহস্থকে একটি করে মানুষ দিতে হয়। সেই রাক্ষস আহার করে। আজ আমার ভাইটির পালা। বাড়ীর পরিজন কেঁদে আকুল হচ্ছে তার জন্যে, ভাইটিকে ছেড়ে আমার এ সময় আসবার ইচ্ছা ছিল না, শুধু তোমরা ভাববে এই জন্যেই এসেছি। আমাকে এই দণ্ডে কেরলে যেতে হবে. তার এই দুঃসময়ে যদি না যাই তা হ'লে বড়ই পাপ কাজ হবে।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী ছোট ছেলেকে অনেক নিষেধ করল—এবং একথাও বলল যে তুমি আর মিছামিছি এতদূর পথ গিয়ে কি

করবে—তার ত কোন রকমে বাঁচবার পথ নেই রাক্ষসের হাতে। তার যখন পাওনা খাদ্য সে তখন নিশ্চয়ই ছেড়ে কথা কইবে না।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পশু পক্ষীর ভাষা জানা ছিল। ব্যাঙ্গমার ছোট ছেলের সব কথাগুলি তিনি বুঝতে পারলেন। এই ঘটনা শুনে দয়াপ্রাণ রাজার বড় কষ্ট হ'ল। তিনি গাছের তলদেশ হতে ডেকে বললেন—শুনছ পাখী। আমাকে যদি তুমি সেখানে নিয়ে যেতে পার তা হলে তোমার ভাইটিকে আমি বাঁচিয়ে দিতে পারি!

সহসা গাছের তলদেশ হ'তে মানুষের কথা শুনে পাখীরা নীচের দিকে চেয়ে দেখল। ব্যাঙ্গমার ছোট ছেলেটি বলল - আপনি কে? কোন দেবতা তা জানিনা। কি করে আমার ভাইকে বাঁচিয়ে দেবেন? কেবল এখান থেকে ছ'মাসের পথ। আমি আকাশ পথে কোন রকমে একটা রাত্রির মধ্যে সেখানে পৌঁছাতে পারি কিন্তু আপনার তা তো সম্ভব নয়?

বিক্রমাদিত্য বললেন বৎস। আমার অসম্ভব কিছু নাই। আমি তাল বেতালের সহায়তায় ছ'মাসের পথ দু'ঘণ্টায় যেতে পারি। আর বিলম্ব ক'র না, আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের তাল বেতাল সিদ্ধ-কাহিনী এমন কোন প্রাণী নেই যে জানত না। সুতরাং সে পক্ষী হলেও বুঝে নিল ইনিই অজেয় বীর মহারাজ বিক্রমাদিত্য।

ব্যাঙ্গমার ছোট ছেলেটি আর ক্ষণ বিলম্ব না করে উঠলো আকাশ পথে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যও তার পিছু পিছু উড়তে

লাগলেন তাল বেতালের সাহায্যে। চার পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা প্রাতঃকালেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হলেন।

এসে দেখেন পক্ষীর জাতিস্মর ভাইটি বধ্যভূমির এক শিলায় বসে রাক্ষসের অপেক্ষা করছে। রাজা বিক্রমাদিত্য তাকে নানা রকম বুঝিয়ে বললে তুমি বাড়ী ফিরে যাও, তোমার জাতিস্মর ভাই তোমাদের বাড়ীতে অপেক্ষা করছে। কোন ভয় নাই তোমার, রাক্ষস তোমাকে আহার করতে এলে আমি সকল ব্যবস্থাই করব। অগত্যা পক্ষীর জাতিস্মর ভাই বাড়ী ফিরে গেল। রাজা সেখানে বধ্যশিলার উপর শয়ন করে রইলেন।

ক্ষুধার্ত রাক্ষস যথাসময় এসে বধ্যশিলায় শায়িত রাজদেহে শাণিতদন্ত বসিয়ে দিলে। যেমন রাজরক্তে তার রসনা আদ্র হ'ল অমনি সে তাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তখন তার আগুনের হল্কায় জিহ্বা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। বিক্রমাদিত্য রাক্ষসকে জিজ্ঞাসা করলেন - হে ক্ষুধার্ত রাক্ষস। তুমি আমাকে আহার করতে গিয়ে উঠে দাঁড়ালে কেন? আমাকে ভক্ষণ করে তোমার ক্ষুণ্ণিবৃত্তি কর। আমাকে ভক্ষণ না করলে তুমি কেমন করে অনাহারে থাকবে? ব্রাহ্মণ যুবার ও তোমার প্রাণরক্ষার জন্য আমি আত্মবলি দিতে এসেছি।

রাক্ষস একথা শুনেই হকচকিয়ে গেল! অন্যের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বলি দেয় এমন মহৎ লোক এ সংসারে ক'জন আছে? রক্তে যার আগুনের তেজ, প্রাণ যার এত স্নিগ্ধ ও কোমল কে ইনি মহাপুরুষ এই ভেবে রাক্ষস বিক্রমাদিত্যের

পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। বিক্রমাদিত্য নিজ পরিচয় দিলে তখন রাক্ষস তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্ল। কারণ কে না জানে যে বিক্রমাদিত্য স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালের গৌরবান্বিত রাজা!

রাক্ষস বিক্রমাদিত্যকে আর কোন কথা বল্‌তে পার্‌ল না, তার দুচোখ বেয়ে অবিরল জলধারা পতিত হতে লাগল। বিক্রমাদিত্য রাক্ষসকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন এবং তাল বেতালের সাহায্যে নানাবিধ সুস্বাদু ভোজ্য আনিয়ে দিয়ে রাক্ষসকে উদর পূর্ণ করে খাওয়ালেন। এই রাজ ভোগের আস্বাদ রাক্ষস এই প্রথম পেল তার জীবনে। তখন সে বিক্রমা-দিত্যের সম্মুখে নতজানু হয়ে বললে—মহারাজ আজ হতে আর কোনদিন নরমাংস খাবো না। রাজা তাকে আশীর্ব্বাদ করে তাল বেতাল সাথে উজ্জয়িনী ফির্‌লেন।

যেমন কুকুর তেমন মুগুর

এক বামুনের ছেলের সঙ্গে এক বণিক পুত্রের বন্ধুত্ব ছিল। একদিন বামুনের ছেলে তার বণিক বন্ধুকে বল্‌লে—ভাই! আমাকে কিছুদিনের জন্য বিদেশে যেতে হবে। তা তোমাকে বল্‌তে দোষ কি—আমার পিতৃদত্ত কিছু অর্থ আছে আমি সেগুলি তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে যেতে চাই। খালি বাড়ীতে রেখে গেলে কে কোনদিন কি সর্ব্বনাশ করে বস্‌বে—শেষে গরীবের সর্ব্বস্ব খোয়া গিয়ে পথে বসতে হবে। বণিক বন্ধু

বল্লে—এ আর এমন কথা কী, বেশ তুমি তোমার যা আছে আমার কাছে রেখে যেও, আমি যত্ন করে তা রাখব। ব্রাহ্মণ পুত্র মহানন্দে একটা গামছায় পুঁটলি বেঁধে তার যথাসর্ব্বস্ব রৌপ্য মুদ্রাগুলি বণিক পুত্রের হাতে তুলে দিয়ে বিদেশ যাত্রা কর্‌ল।

কিছুদিন কেটে গেলে ব্রাহ্মণ পুত্র দেশে ফিরে এল। পতিত বাড়ী ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বণিক বন্ধুর কাছে গিয়ে তার গচ্ছিত মুদ্রাগুলির দাবী জানাল।

বণিক বন্ধু তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণ পুত্রকে টাকার পুঁটলিটা এনে দিল। এবং বল্‌লে- ভাই! তুমি যেমনটি আমার হাতে রেখে গিয়েছিলে—আমি তেমনটাই তোমাকে ফেরৎ দিলাম। ব্রাহ্মণ পুত্র বল্‌লে- তা আমি জানি—না হ'লে এত লোক দেশে থাক্‌'ত তোমার কাছে রেখে যাব কেন? আরও দুই বন্ধুর নানা কথার আলোচনাও হল। শেষে ব্রাহ্মণ বন্ধু পুট্‌লিটি হাতে নিয়ে বাড়ীতে ফির্‌ল।

ব্রাহ্মণ পুত্র বাড়ীতে গিয়ে পুঁটলিটি খুলে টাকাগুলি বাক্সে গুছিয়ে রাখ্‌তে গিয়ে দেখে রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে পুটলির মধ্যে সকলগুলিই তাম্রের পয়সা।

সে তখন কোন কিছু বণিক বন্ধুকে না জানিয়ে চুপ করে রইল।

ব্রাহ্মণ পুত্র বণিক পুত্রের এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিহিংসা নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে দিন কাটায়। একদিন দেখতে পেল বণিকের এক শিশুপুত্র মূল্যবান স্বর্ণ অলঙ্কার পরে তাদের চত্বরে খেলা করছে। সেই অবসরে সকলের অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণপুত্র

বণিক পুত্রকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে তার বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে রাখল। এবং তার গায়ের মূল্যবান স্বর্ণ অলঙ্কারগুলি নিয়ে তারই পোষা এক বানরের গায়ে পরিয়ে বানরটাকে ঘরেই বেঁধে রাখ্‌ল।

বণিক পুত্র ছেলেকে না পেয়ে চারিদিক খুঁজে খুজে কোথাও না দেখ্‌তে পেয়ে বন্ধু ব্রাহ্মণ পুত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌লে বন্ধুর পোষা বানরটির গায়ে তারই পুত্রের অলঙ্কারগুলি! তখন বন্ধুকে ডেকে বল্‌লে বন্ধু! আমার পুত্রের অলঙ্কারগু'ল তোমার বানরের গায়ে দেখ্‌ছি! আমি বহুক্ষণ হ'ল আমার ছেলের খোঁজ পাচ্ছিনা, অথচ তার অলঙ্কারগুলি তোমার বানরের গলায়? এখন বল আমার পুত্র কোথায়?

তখন ব্রাহ্মণ পুত্র বল্‌লে তেমার ছেলেকে এনেছিলাম বটে, কিন্তু বড় দুঃখের কথ. সে এখন বানর হয়ে গেছে!

ছেলের খোঁজে ছেলেকে দেখতে না পেয়ে বণিকের মাথার ঠিক নেই তখন তার বন্ধুর রহস্যে গায়ে কাঁটা ফুট্‌ছে! সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ব্রাহ্মণকে নানারূপ তিরস্কার করতে লাগল। ব্রাহ্মণ পুত্রও বন্ধুকে ছেলের খবর কিছু না বলে কেবলই বল্‌তে লাগল আমি কি কর্‌বো বল, ঐ দেখনা তোমার ছেলে বানর হয়ে গেছে! আমি তাকে বেঁধে রেখেছি শেষ পর্য্যন্ত অনেক গণ্ডগোলের পর বণিক মহাক্রোধে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য রাজসভায় ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠালেন।

রাজার আদেশে ব্রাহ্মণ রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে রাজাকে যথোচিত সম্মান দেখিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি বণিকের শিশু-সন্তানকে লুকিয়ে রেখে বল্‌ছ—তোমার ছেলে বানর হয়ে গেছে ?

তখন ব্রাহ্মণ পুত্র বল্‌লে মহারাজ। বণিকের নিকট গচ্ছিত মুদ্রাগুলি আমার যদি তাম্রে পরিণত হয় তাহ'লে বণিক পুত্র যে বানরে রূপান্তরিত হয়েছে এ বিষয়ে আর কি সন্দেহ থাক্‌তে পারে ?

রাজা কিছুই বুঝতে পারলেন না ব্রাহ্মণ পুত্রের কাহিনী। তখন বল্‌লেন, বিশদভাবে বল ম বণিক পুত্রের সম্বন্ধে কি বলতে চাও। ব্রাহ্মণ তখন আদ্যোপান্ত ঘটনা রাজাকে ব্যক্ত কর্‌লেন।

রাজা ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ যাবতীয় ঘটনা শুনে বণিককেই দোষী স্থির করলেন।

ব্রাহ্মণ তার গচ্ছিত যথাযথ মুদ্রাগুলি ফিরে পেলেন।

রাজা কালিদাস

এক সময়ে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের মনোমালিন্য হয়েছিল। কালিদাস অভিমানে রাজবাড়ী যাওয়া বন্ধ করে নিজ বাড়ীতেই থাকতেন। কালিদাসের মত লোক কিছুদিন বাড়ীতে বসে থাকবার পর অসহ্য হয়ে উঠল। তিনি স্থির করলেন এরূপ অলস হয়ে বাড়ীতে বসে থাকা অপেক্ষা দেশ ভ্রমণ করতে বেরিয়ে পড়া যাক। তাতে মনও ভাল থাকবে আর অনেক অভিজ্ঞতাও লাভ হবে।

একদিন কাউকে কোন কথা না বলে বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে। নানা দেশ বেড়িয়ে বেড়িয়ে কম্বোজ নগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে যা কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে এনেছিলেন—সে সব ফুরিয়ে গিয়ে কপর্দ্দক শূন্য হয়ে পড়লেন। কি করে দিন গুজরান হবে ভেবে স্থির করে সেই দেশের রাজার দ্বারপণ্ডিত ভাগুবিক্রমের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে তাঁর বাড়ীতেই বসবাস করতে লাগলেন।

কালিদাসের মত মহাপণ্ডিতের তাতে সুবিধাই হ'ল, ভাগুবিক্রম পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রাদি আলাপ আলাপনে তাঁকে মুগ্ধ করে মহানন্দে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন।

আরও কিছুদিন কেটে গেল। কম্বোজরাজ পাণ্ড্য কালিদাসের অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তাঁকে রাজসভায়

ডেকে পাঠালেন। কালিদাস কম্বোজরাজের রাজসভায় উপস্থিত হলে রাজা বহু সমাদরে কালিদাসকে সম্মানিত করলেন। তা ছাড়া তাঁর পুত্রের গৃহ-শিক্ষকরূপে রাজবাড়ীতে স্থান দান করলেন। কালিদাসও রাজপুত্রকে যথারীতি শিক্ষা-দান করতে লাগলেন।

একদিন কালিদাস রাজপুত্রকে পড়াচ্ছেন—

পাঠপুত্র সদা নিত্যং অক্ষরং হৃদয়ং কুরু।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥

অর্থাৎ হে পুত্র। তুমি যত্ন করে পাঠাভ্যাস কর, এবং অক্ষরগুলি মনের মধ্যে এঁকে রাখ। যেহেতু রাজা স্বদেশে পূজ্য এবং বিদ্বান সর্ব্বস্থলেই পূজিত অর্থাৎ সম্মান পেয়ে থাকে।

কম্বোজরাজ পাণ্ড্য কালিদাসের মুখে ঐ শ্লোকটির ব্যাখ্যা শুনে নিজেকে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করলেন। তারপর তিনি কালিদাসের উপর ক্রোধ-পরবশ হয়ে তাঁর অনুচরদের আদেশ করলেন যে তোমরা এই ভণ্ড কালিদাসের হস্তপদ লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ কোন ভীষণ জঙ্গলে নিক্ষেপ করে এস।

রাজার আদেশে অনুচরগণ কালিদাসের হস্তপদ বন্ধন করে ভীষণ জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এল।

নিরুপায় কালিদাস বন্ধন অবস্থায় নানা চিন্তা করতে লাগলেন। সেই জঙ্গলের ভিতর দু'টি ভীষণাকার দৈত্য বাস করত। দৈত্য দুজনের মধ্যে একটা তর্ক হয়ে পরস্পর বিবাদে

পরিণত হ'ল। একজন বলে "মাঘ মাসে শীত হয়", অপর দৈত্য বলে—"তা নয়, মেঘ করলেই শীত হয়ে থাকে", এই নিয়ে দু'জনের তর্কাতর্কি, ধ্বস্তাধ্বস্তি হতে লাগ্ল। তবুও তর্কের মীমাংসা হ'লনা। অবশেষে আর একজন দৈত্য এল, সে বললে—কেন তোমরা অনর্থক আপনা আপনি বাদ বিসম্বাদ কর্ছ—তার চেয়ে এই অরণ্যের বাইরে অনেক লোকালয় আছে, সেখানে গিয়ে এই তর্কের একটা মীমাংসা করে এস - সকল গণ্ডগোলই মিটে যাবে. তাই হ'ল, তারা তখন অরণ্যের বাইরে লোকালয়ে যেতে লাগল। এমন সময় কিছুদূর গিয়ে দেখ্লে অরণ্যের মধ্যে হস্তপদ বন্ধন অবস্থায় একটা লোক পড়ে আছে। তাকে দেখে তারা সেখানে গিয়ে বল্লে তাদের তর্ক বিতর্কের আদ্যোপান্ত কাহিনী। কালিদাস তাদের উত্তর দিলেন—

"মাঘ-মেঘর্যোর্ম্মধ্যে যত্র বহতি মারুতঃ।
তত্র শীত বিজানীয়াৎ মাঘৈরপি মেঘৈরপি॥

অর্থাৎ মাঘমাস ও মেঘ দুই-ই সমান, এর মধ্যে বাতাস যত বইতে থাক্--ততই শীত অনুভব হবে।

দৈত্য দু'টি তর্কের এই সুন্দর মীমাংসা শুনে মহাতুষ্ট হল। তারা তৎক্ষণাৎ কালিদাসের বন্ধন খুলে দিয়ে বল্লে—দেবতা! আজ হ'তে আপনি আমাদের রাজা। আমরা আপনার প্রজা! আমাদের কি কাজ আদেশ করুন—আমরা তা পালন কর্ব।

দৈত্যগণ কালিদাসের উপর মহাসন্তুষ্ট হয়ে সেই অরণ্যের মধ্যেই এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে দিল। কালিদাস

দৈত্যের অনুকম্পায় ও তাদের শ্রদ্ধা ভক্তিতে রাজার রাজা হয়ে পরম সুখে বাস করতে লাগলেন।

এদিকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসের অবর্ত্তমানে প্রমাদ গণলেন। তিনি চারিদিকে লোক-লস্কর পাঠিয়ে কালিদাসের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। লোকজন বহুদিন ধরে নানাস্থানে গিয়েও কালিদাসের কোন সন্ধান না পেয়ে রাজ্যে ফিরে এল। মহারাজ বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

এইরূপে আরও কিছুদিন কেটে গেল। হঠাৎ একদিন একটা দূত এসে রাজা বিক্রমাদিত্যকে বললে—কালিদাসের রাজা হবার কাহিনী।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে সেই দূতকে সঙ্গে নিয়ে কালিদাসের কাছে উপস্থিত হয়ে কালিদাসকে উজ্জয়িনীতে নিয়ে এলেন। কালিদাসের আগমনে আবার নবরত্নসভা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সকলের মুখে আনন্দের হাসি।

কালিদাস পূর্ব্বের মত প্রতিদিনই রাজসভায় যাতায়াত করেন। একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—পণ্ডিত! এই দীর্ঘদিন বিদেশ ভ্রমণ করে কি অভিজ্ঞান লাভ করেছ বল? তখন কালিদাস বললেন—

বনে রণে শত্রুজলাগ্নি মধ্যে মহার্ণবে পর্ব্বতমস্তকেষু।

সুপ্তং প্রমত্তং বিষমং স্থিতং বা রক্ষন্তি পুণ্যানি পুরাকৃতানি॥

অর্থাৎ মানুষ বনে, যুদ্ধস্থলে, শত্রু সন্নিধানে, জল ও অগ্নি মধ্যে, মহাসমুদ্রে, পর্বতশৃঙ্গে অথবা নিদ্রিত, প্রমত্ত বা বিষম-

ভাবে অবস্থিত যেমনই থাকুক না কেন, পূর্ব্বকৃত পুণ্যই তাকে রক্ষা করে থাকে।

এই কথা শুনে বিক্রমাদিত্য বললেন– কালিদাস! আমি বুঝতে পারছিনা, তুমি কি বলছ? স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দাও আমাকে।

তখন কালিদাস কম্বোজ রাজার আদ্যান্ত কাহিনী প্রকাশ করলেন। এই কথা শুনে রাজা বিক্রমাদিত্য বললেন—কি? এতদূর স্পর্দ্ধা। এই মুহূর্ত্তে আমি সেই হঠকারী পাণ্ড্যরাজকে এর সমুচিত দণ্ড প্রদান করব। এই বলে তিনি অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, সৈন্য সামন্ত নিয়ে পরিপূর্ণ অভিযানে পাণ্ড্যরাজার রাজধানী আক্রমণ করলেন।

পাণ্ড্যরাজ দূতমুখে সমুদয় সংবাদ শুনে প্রমাদ গণলেন। তিনি পূর্ব্বাপর না বুঝে ভীষণ অন্যায় কাজ করেছেন। তার জন্য বড়ই অনুতপ্ত হলেন। তারপর তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন– মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য প্রচুর ধনরত্ন, নানাবিধ বহুমূল্যবান দ্রব্যসম্ভার ও একখানি লিপিসহ তাঁর প্রধান মন্ত্রীকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট সন্ধিস্থাপনের জন্য পাঠালেন।

যথা সময় পাণ্ড্য মন্ত্রী রাজসভায় এসে রাজাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করে পাণ্ড্যরাজার সাঙ্কেতিক লিপিখানি বিক্রমাদিত্যের হাতে দিয়ে বললেন— দেব! আমি পাণ্ড্য রাজ্য হতে আসছি। বিক্রমাদিত্য পাণ্ড্যরাজার পারিবারিক কুশল ও রাজ্যের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে মন্ত্রীকে আপ্যায়িত করলেন।

তারপর নিজেই লিপিখানি উন্মোচন করে পাঠ করলেন, কিন্তু লিপিখানির মর্ম্মভেদ করতে পারলেন না। লিপিখানি একে একে অন্য সকল পণ্ডিত-রত্নকেই পড়তে দিলেন, তাঁরা তা' বুঝতে অসমর্থ হলে লিপিখানি অবশেষে কালিদাসের হাতে পাঠ করতে দিলেন। লিপিখানি পড়ে কালিদাস বললেন—

অষ্টৌ হাটক কোটয়স্ত্রিনবতির্মুক্তাফলানং তুলা :
পঞ্চাশদমধুগন্ধালুব্ধমধুপৈঃ সংশোভিতা সিন্ধুরাঃ ॥
অশ্বানাং ত্রিশতং তথৈব চতুরং পণ্যাঙ্গনানাং শতং
শ্রীমদ্‌বিক্রমভূমিপাল ভবতঃ শ্রীপাণ্ড্যরাট্‌প্রেষিতম্‌ ॥

অর্থাৎ আর্যকোটি স্বর্ণমুদ্রা, ত্রিনবতী কোটি মুক্তাভার, পঞ্চাশটি মদগন্ধলুব্ধমধুকর পরিবেষ্টিত হস্তী, তিনশত ঘোটক ও চারিশত পণ্যনারী (নর্ত্তকী) এই সব অমূল্য ধনরত্ন প্রভৃতি আপনার প্রীতির জন্য পণ্ড্যরাজ প্রেরণ করেছেন।

কালিদাস পত্রের মর্ম্ম রাজা বিক্রমাদিত্যকে বুঝিয়ে দিলে রাজা বিক্রমাদিত্য কোষাধ্যক্ষকে বললেন·· পাণ্ড্যরাজ প্রেরিত ধনরত্ন ও দ্রব্যসম্ভার সমুদয় কালিদাসকে দিয়ে দাও।

কালিদাস, বিক্রমাদিত্যকে ধন্যবাদ দিয়ে পাণ্ড্যরাজ প্রেরিত সমুদয় অর্থাদি ও দ্রব্যসম্ভার নিয়ে নিজ বাটীতে গমন করলেন!

রাক্ষসের দর্প চূর্ণ

মহারাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রত্ন-সিংহাসনে বসে নবরত্নের সঙ্গে নানা শাস্ত্র আলোচনা করছেন। এমন সময় এক বিশালকায় রাক্ষস সেখানে উপস্থিত। রাক্ষস এসে রাজাকে বললে—মহারাজ! আমি আপনার নিকট একটি প্রশ্নের সমাধান করতে এসেছি! আশাকরি তার প্রকৃত উত্তর আমি এখনই পাব। আপনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ, তা ছাড়া আপনি অহর্নিশ নয়-নয়টি পণ্ডিতরত্ন নিয়ে শাস্ত্র আলোচনা করেন! আপনার যশঃপ্রতিভায় বিশ্ববাসী মুগ্ধ। আমি নানা স্থানে বেড়িয়েছি, বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলীও আমার এ প্রশ্নের কোন সমাধান করতে পারেনি, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ রাজা, নবরত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন কালিদাস, বরাহ প্রভৃতি আপনার রাজসভা গৌরবোজ্জ্বল করে রেখেছে। এতেও যদি আমার প্রশ্নের মীমাংসা না হয়, তাহ'লে আজই আপনার এই গৌরবময় উজ্জয়িনীর শেষ দিন। আমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না পেলে আপানার এই জনবহুল সভা নিশ্চিহ্ন করে সকলকে ভক্ষণ করে চলে যাব।

রাজা বিক্রমাদিত্য রাক্ষসকে বললেন- বল, তোমার কী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ?

রাক্ষস বললে—তবে শুনুন! – বিন্ধ্যাচলের সমীপবর্ত্তী এক মনোহর উপবনে মৃগ ও মৃগী দম্পতি বাস করত। তাদের

পরস্পর পরস্পরের প্রণয় এত গভীর ছিল যে কেউ কাউকেও মুহূর্ত্ত কাল না দেখে স্থির থাক্‌তে পারত না। যেখানে মৃগ, সেখানেই মৃগী, এইভাবে তাদের দিন রাত্রি কাটত।

কিছুদিন এইভাবে কেটে যাবার পর মৃগীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পেল।

মৃগী যখন পূর্ণগর্ভা হল,—তখন আর সে বন-উপবনে বেড়িয়ে বেড়িয়ে খাদ্যের সংস্থান্ করতে পারল না। মৃগ তখন কোন প্রকারে মৃগীর জন্য মুখে করে ঘাস, পাতা, জল এনে মৃগীর উদর পূর্ত্তি করে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। একদিন মৃগী বল্‌লে দেখ তুমি আমার খাদ্য সংগ্রহের জন্য নিজে পেট ভরে না খেয়ে তোমার আহরিত তৃণাদি খাদ্যগুলি এনে আমার পেট ভর্ত্তি করছ। আমি দেখছি এতে তুমি দিনের পর দিন দুর্বল জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ছ! তার চেয়ে এক কাজ কর. আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল, এই উপবনের শেষ প্রান্তে। সেখানে এখানের চেয়ে নরম নরম ঘাস, জল, প্রভৃতি পাওয়া যাবে। তাহলে তোমাকে এত কষ্ট সহ্য কর্‌তে হবে না। আমি নিজেই আমার খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে নিতে পারব। তোমাকে এমন করে উপবাসে দিন কাটাতে হবে না।

মৃগ-মৃগীর এই যুক্তির সমর্থন করে—দুজন বেরিয়ে পড়্‌ল সেই উপবনের শেষপ্রান্তে! বহুক্ষণ হেঁটে হেঁটে পথ ভুলে অতিকস্টে উপস্থিত হল, এক তেপান্তরের মাঠে। সেখানে ঘাস, জল পাওয়া দূরের কথা—রোদের প্রখর তেজে মাঠ ঘাট সব ফেটে চৌচির। গর্ভবতী মৃগীর তখন তেষ্টায় বুক শুকিয়ে গেছে

পথ কষ্টে! মৃগী বললে তাইতো এ আমরা কোথায় এসে পড়েছি! মৃগেরও তেষ্টায় প্রাণ বেরুবার যোগাড়। সেও তখন মৃগীকে বল্লে আমারও তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। চল আর একটু এগিয়ে যাওয়া যাক্ যদি এক ফোঁটা জল পাই। এই বল্‌তে বল্‌তে উভয়ে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেল।

কিছু পথ হেঁটে যাবার পর দেখতে পেল একটা ছোট্ট গর্ত্তের মধ্যে যেটুকু জল আছে কোনরকমে একজনের গলাটা ভিজতে পারে। জলটুকুর অবস্থা দেখে মৃগটি বললে তোমার বড় তেষ্টা পেয়েছে। তার উপর তুমি গর্ভিণী আর কিছুক্ষণ তেষ্টার কষ্টে তোমাদের দু'দুটা প্রাণীর প্রাণরক্ষা দায় হয়ে উঠ্‌বে।

মৃগী বল্লে তাও কি হয় তেষ্টা সবার সমান।

মৃগ বল্‌লে তুমি খাও মৃগী বল্লে তুমি খাও।

মৃগ যখন কিছুতেই জল পান করল না—তখন মৃগী বল্‌লে—দেখ আমরা স্ত্রীজাতি। অতি দুর্ভাগিনী! আমাদের জীবনের মূল্য কি। আমার জল বিহনে যদি মৃত্যু হয় তাতে কিছুই আসে-যাবে না। পুরুষের সুখেই নারীর সুখ পুরুষের ভাল মন্দের উপর নারীর সকলই নির্ভর করছে।

মৃগ বল্‌লে—এই নারী ভিন্ন পুরুষ ছন্নছড়া হয়ে বেড়ায়। নারীই পুরুষকে প্রেরণা জোগায়।

মৃগী বল্‌লে—ভুল করছ তুমি। নারীর পুরুষ না থাকলে জগতের সমুদয় লোক তাকে ঘৃণা করে। সে তখন সংসারের আবর্জ্জনা। যাক্ তুমি বেঁচে থাকলে অনেক হরিণী তোমার

সঙ্গিনী হতে ছুটে আসবে। সন্তান-সন্ততির অভাব থাকবে না তোমার। শোন জলটুকু এবার খেয়ে নাও।

তবুও কেউ জলটুকু খেলনা। পিপাসার নিদারুণ কষ্টে সেখানেই তারা দু'জনে মরে পড়ে রইল।

গল্প শেষ হলে—রাক্ষস বল্লে- এখন বল দেখি রাজা, এই মৃগ ও মৃগী দম্পতির মধ্যে কার প্রণয় শ্রেষ্ঠ?

রাজা বিক্রমাদিত্য নবরত্নদের বল্লেন—তোমরা রাক্ষসের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রাক্ষসকে শান্ত কর।

নবরত্নের মধ্যে বররুচি মিহির প্রভৃতি দু' তিনজন বল্লে মৃগের প্রণয়ই প্রকৃত প্রণয়।

রাক্ষস বল্ল উত্তর হ'ল না।

তখন কালিদাস বল্লেন- আমার বিচারে এখানে মৃগীর প্রণয়ই প্রধান।

রাক্ষস বল্লে কবি কালিদাসও বল্তে পারল না। তাহলে সর্ব্বপ্রথম নবরত্নদের খাব।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য যখন দেখ্লেন কালিদাসও রাক্ষসদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ, তখন তাড়াতাড়ি তাল-বেতালকে স্মরণ করলেন! তাল বেতাল অদৃশ্যে এসে রাজার কাণে কাণে বলে চলে গেল।

তখন বিক্রমাদিত্য রাক্ষসকে প্রশ্নের উত্তর দিলেন :—"শোন রাক্ষস! প্রকৃত প্রণয়ে কোনদিন বিচ্ছেদ হয় না। একজন জল খেলে দু'জনেই বেঁচে যেত। সেটাই হত প্রকৃত প্রণয়। না খেয়ে দু'জনেই মর্ল একে প্রণয় বলে না।"

বিক্রমাদিত্যের প্রশ্নের উত্তরে রাক্ষস সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লে—"রাজাই আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছে। রাজা—বিদায়। তাহ'লে—সত্যই তুমি রাজার মত রাজা—সার্ব্বভৌম সম্রাট।"

কালিদাস ও লক্ষহীরা

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কখনও কখনও অপরূপ সৌন্দর্য্যময়ী, কিন্নর-কণ্ঠী লক্ষহীরা নামে এক যুবতী বারবিলাসিনীর গৃহে গোপনভাবেই যাতায়াত করতেন। পাত্র মিত্র অনুচর এমন কি পৌরজনেরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। কিন্তু কালিদাস সর্ব্বজ্ঞ — তিনি মহারাজের এই গুপ্ত রহস্য জানতেন।

কালিদাস সৌন্দর্য্যের রাণী লক্ষহীরার রূপ কাহিনী শুনে এসেছেন। একদিন লক্ষহীরার সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে উঠ্ল। তিনি তখন হতেই তাঁকে করায়ত্ত কর্বার চিন্তা করতে লাগ্লেন। ভাবলেন—রাজা বিক্রমাদিত্য যার প্রণয়ে মস্গুল তাকে অর্থ দিয়ে বশীভূত করা সহজ হবেনা। যদি তাঁর পাণ্ডিত্যের মোহেই বুদ্ধিমতী লক্ষহীরা বশীভূতা হয়। লক্ষ্যও তাঁর অব্যর্থ হ'ল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই রাজ-প্রণয়িনী লক্ষহীরা কালিদাসের বশীভূতা হয়ে পড়্ল। অতঃপর কালিদাস লক্ষহীরার বাড়ীতে যাতায়াত করতে লাগলেন।

কালিদাসের এই পাপকার্য্য বেশীদিন গোপন রইল না। কিছুদিন কেটে গেলে এ-বিষয় রাজার কানে উঠ্ল। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হলে কি করে তার প্রতিকার করবেন এই বিবেচনায় কালিদাসকে হাতে-নাতে লক্ষহীরার বাড়ীতে ধর্বার চেষ্টায় রইলেন। কালিদাস রাজার অভিপ্রায় বোঝবার অবসর পেলেন না।

রাজা বিক্রমাদিত্য লক্ষহীরার কোন কিছুরই অভাব রাখেন না। বিক্রমাদিত্যের অনুগ্রহে তিনি প্রচুর অর্থশালিনী হয়েছিলেন। কিন্তু দরিদ্র কালিদাস লক্ষহীরার রূপের বিনিময়ে তাঁর "কাব্যরসাত্মক বাক্যবাণী" ছাড়া আর অন্য কিছুই দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না। তথাপিও লক্ষহীরা কালিদাসেরই এতদূর অনুরক্তা হয়ে পড়েছিল যে, এক মুহূর্ত্ত কালিদাসকে দেখ্‌তে না পেলে বিশ্বজগৎ অন্ধকার বোধ হত তাঁর। কিন্তু রাজা বিক্রমাদিত্য এত ঐশ্বর্য্য-সম্পদ দেওয়া সত্বেও লক্ষহীরা মৌখিক ভালবাসা দেখিয়ে রাজার নিকট হতে প্রায় প্রতিদিন প্রচুর অর্থ-সঞ্চয় করত। রাজা বিন্দুবিসর্গও লক্ষহীরার এ কপট ভালবাসা বুঝ্‌তে পারতেন না।

একদিন কালিদাস লক্ষহীরাকেও বল্‌লেন সুন্দরি! তুমি যেমন গুণবতী তেমনি অপরূপা রমণীরত্ন—আমি দেখছি তোমার বশীকরণাদি ক্ষমতাও অদ্ভুত! তা না হলে তুমি ভুবন বিজয়ী সম্রাট বিক্রমাদিত্যকে এমন বশীভূত করতে পার? সে যা হোক আমার একটা বাসনা বড়ই বলবতী হয়ে পড়েছে যে তুমি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে ঘোড়া সাজিয়ে তাঁর পিঠে চড়ে ঘোড় দৌড় করাতে পার তাহ'লে বুঝব জগতে তোমার অসাধ্য কাজ আর কিছুই নাই! তুমি অসম্ভব সম্ভব করতে পার আমি তা জানি। আমার এই ইচ্ছাটি পূর্ণ কর। তখন লক্ষহীরা বল্‌লে—কবিবর! আপনার অনুমান সত্য, আমি পারিনা এমন কাজ বোধ হয় কিছুই নাই। যাকে আমি এতদিন হাতের খেলনা করে রেখেছি—তাকে ঘোড়া সাজিয়ে

সওয়ার হবো এ আর আশ্চর্য্য কথা কি? আজই রাত্রে রাজাকে ঘোড়া সাজিয়ে চিঁহিঁ চিঁহিঁ ডাক ছাড়াবো।

যথাসময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য লক্ষহীরার প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। লক্ষহীরা অন্যান্য দিনের মত মহারাজের আদর অভ্যর্থনা না করে, কপট অভিমানের ভাণ করে কপালে হাত রেখে বসে রইল। মহারাজ লক্ষহীরার এ অবস্থা দেখে বললেন বিধুমুখি! একি, কেন আজ তুমি এমন বিরস বদনে বসে! কি হয়েছে তোমার? যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, বল, আমি এই দণ্ডে তার প্রতীকার করব। তখন লক্ষহীরা অভিমান স্বরে বললে—মহারাজ! কি হবে আর আমার! আপনার দয়ায় আমার ধন-সম্পদের কোন কিছুরই অভাব নেই, কেবল আমার জীবনে একটা সাধ অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে—কেমন করে তা পূর্ণ হবে সেই কথাটি ভাবছি।

মহারাজ বললেন লক্ষহীরা। তোমায় অদেয় আমার কি আছে বল, কি বাসনা তোমার অপূর্ণ রয়ে যাচ্ছে আমাকে বল আমি এই মুহূর্ত্তেই তা পূর্ণ করে দেব তখন লক্ষহীরা বললে—মহারাজ। তা আমি জানি, আপনি আমার কোন বাসনা অপূর্ণ রাখবেন না। আমি স্ত্রীজাতি, কখনও ঘোড়ায় চড়ি না, বড় ইচ্ছা হওয়ায় মন বড় চঞ্চল হয়েছে, তাই সেই অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ হবার কথাই ভাবছিলাম। লক্ষহীরার এই কথা শুনে মহারাজ বললেন—তার জন্য এত ভাবনা? বেশ—আমি ঘোড়া হচ্ছি—তুমি আমার পিঠের উপর চড়। তাহলেই তোমার অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ হবে।

তাই হ'ল। রাজা ঘোড়া হলেন। লক্ষহীরা চাবুক হাতে নিয়ে রাজার পিঠে উঠে লাগাম টেনে ধরে পিঠের উপরে সপাং সপাং চাবুক হাঁকরাতে লাগল। রাজা চাবুক খেয়ে চিঁহিঁ চিঁহিঁ উচ্চ হ্রেষারবে ঘরময় ছোটাছুটি কর্‌তে লাগলেন।

চাবুকের ঘায়ে রাজার চমক ভাঙ্গলো। তখন তাঁর মনে হ'ল—আমি রাজা, একটা বারবনিতার মনস্তুটির জন্য কি কর্‌ছি। ছিঃ ছিঃ। এই ভেবে মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়ে লক্ষহীরাকে পিঠ হতে নামিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—"দেখ লক্ষহীরা! আমাকে আজ ঘোড়া সাজান তোমার বুদ্ধিতে সম্ভব হয়না। তুমি যে কালিদাসের চতুরতায় এই কাজ করেছ—তাতে কোন সন্দেহ নাই। যা হবার হয়ে গেছে এখন তুমি যদি আমার একটা অনুরোধ রক্ষা কর—তাহ'লে তোমাকে আমি দশহাজার টাকা পুরস্কার দেব।

দশহাজার টাকা পুরস্কার—দশহাজার টাকা পুরস্কার। এই লোভ লক্ষহীরা সংবরণ করতে না পেরে বল্‌লে—বলুন; কি কাজ কর্‌তে হবে—আমি তা করব।

রাজা বল্‌লেন—দেখ, তুমি কালিদাসের যুক্তিতে আমাকে যেমন ঘোড়া সাজিয়েছিলে তেমনি যদি কালিদাসের মাথাটা মুড়িয়ে নেড়া মাথায় ঘোল ঢেলে দিতে পার তবেই বুঝব তোমার বাহাদুরি। লক্ষহীরা সাগ্রহেই বল্‌ল—এ আর বিচিত্র কি? কালই আমি তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালব,—নিশ্চিন্ত থাকুন।

পরদিন যথাসময় কালিদাস লক্ষহীরার বাড়ীতে এলে

লক্ষহীরা কালিদাসকে বল্লে—কবি। যে মা'কে ভালবাসে সে তাকে সর্ব্বদাই মনোহর সাজে দেখ্তে চায়। আপনি বোধ হয় জানেন—আমি মহারাজ বিক্রমাদিত্য অপেক্ষা আপনাকে কত ভালবাসি। যাইহোক আপনার মাথার চুলগুলি বড়ই কদর্য্য—বিশ্রী দেখতে হয়েছে, সেজন্য আমি কেশগুলি সুশ্রী হবার জন্য বহু চেষ্টাতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সংগ্রহ করেছি। আপনি ঐ কদর্য্য চুলগুলি মুণ্ডণ করে এই উৎকৃষ্ট ঔষধটা ব্যবহার করুন। এই বলে লক্ষহীরা ভৃত্যকে আদেশ কর্‌ল—ক্ষৌরকার ভূতনাথকে ডেকে আন।

অবিলম্বে ভূতনাথ ক্ষৌরকার এসে হাজির হল। কালিদাস আর কোন কথা না বলে—মানিনীর অপ্রিয় ভাজন হতে হয় ভেবে অনিচ্ছাসত্বেও মস্তক মুণ্ডণ কর্‌লেন। এদিকে লক্ষহীরা পূর্ব্ব হতেই এক হাঁড়ি ঘোল সংগ্রহ করে রেখেছিল—সেই ঘোলের হাঁড়ি এনে কালিদাসের মাথায় ঢেলে দিল। ঘোল ঢালা হ'লে কালিদাস লক্ষহীরার চাতুরী বুঝ্‌তে পেরে কিছু না বলে মনের কষ্ট চেপে রেখে নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন। পরদিন কালিদাস রাজসভায় আগমন করলে—তাঁর মুণ্ডিত মস্তক দেখে মহারাজ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—

"কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ মুণ্ডণং কুত্র পার্ব্বনি।

(অর্থাৎ হে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস। মিতু কোন পর্ব্বে অর্থাৎ কোন তীর্থে মস্তক মুণ্ডন করেছ ?)

তখন কালিদাস বল্‌লেন—

"যস্মিন্ তীর্থে হয়োভূত্বা চিঁহিঁ শব্দং চকারহ।"

(অর্থাৎ আপনি যে তীর্থে ঘোড়া হয়ে চিঁহিঁ শব্দ করেছিলেন, আমিও সেই তীর্থে মস্তক মুণ্ডণ করেছি।)

মহাপরীক্ষায় বিক্রমাদিত্য

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দান, যজ্ঞ, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি কীর্ত্তি কলাপ উত্তরোত্তর মর্ত্ত্য হতে স্বর্গ পর্য্যন্ত বিঘোষিত হয়ে উঠল যে তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি সম্রাট। স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র, পাতাল অধিপতি বলিরাজ প্রভৃতির কর্ণগোচর হ'ল বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিকাহিনী। দেবরাজ ইন্দ্রের মনে জাগল বিক্রমাদিত্যের মহত্বের পরীক্ষা করবেন।

দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গসভায় প্রতিদিন মহাসমারোহে নৃত্য-গীতের উৎসব। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি দেব সভায় এসে নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করেন।

একদিন স্বর্গে দেবসভায় স্বর্গ অপসরীদের নৃত্যগীতের প্রতিযোগিতা চলেছে। চিরযৌবনা উর্ব্বশী, ঘৃতাচী, রম্ভা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরীগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী বলে প্রতিপন্ন করতে দিবা-রাত্রিব্যাপী হাস্যে লাস্যে নৃত্যে গীতে সমাগত দর্শকমণ্ডলীর মনস্তুষ্টি সাধন করছেন। উর্ব্বশী ও রম্ভা ব্যতিরেকে অন্যান্য স্বর্গ নর্তকী শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম উপভোগ করতে লাগলেন। কিন্তু উর্ব্বশী ও রম্ভার অবিরাম নৃত্যের আর বিরাম নাই। তাঁরা উভয়ে এমন সুন্দর নৃত্য করছেন যা উভয়ের প্রতিযোগীতার দিক দিয়ে দর্শকগণের পরস্পরের মতের গরমিল দেখা গেল। কেউ কেউ বলছেন উর্ব্বশীর

নৃত্য শ্রেষ্ঠ, আবার কারো কারো অভিমত রম্ভার নৃত্যই আজ উর্ব্বশীকে ছাপিয়ে উঠেছে।

দেবরাজ ইন্দ্রের হল মহা বিপদ। তিনি উভয়ের মধ্যে কার নৃত্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃতপক্ষে কে বিজয়িনী তা নির্ণয় করতে পারছেন না। অতঃপর তিনি দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন—হে সভাগণ! আজিকার দেব সভায় উর্ব্বশী ও রম্ভার নৃত্য আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ করেছে। কে যে শ্রেষ্ঠ সঠিক নির্ব্বাচন করতে পারছি না। এর এখন সুবিচারের উপর দিয়ে একজনকে অভিনন্দিত না করলে দোষনীয় হবে বলে মনে হয়। সকলের অপেক্ষা একজন নিরপেক্ষ বিচারক নির্ব্বাচিত হোক, যিনি উভয়ের মধ্যে কাউকেও জীবনে দেখেন নি। নতুবা এ কঠিন সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসা অসম্ভব।

কিন্তু কে সে নিরপেক্ষ মহান বিচারক? এই ভাবনায় সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সবাকার মনে জাগল—দেবতা গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ এমন কেউ নেই যাঁর স্বর্গ অপ্সরীদের নৃত্য গীত অবিদিত। সুতরাং কে হবে ন্যায় বিচারক।

সহসা দেবরাজ ইন্দ্রের মনে হল মর্ত্ত্যবাসী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কথা। অনেকদিন হতে তিনি বিক্রমাদিত্যের ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যশোগীতি শুনে আসছেন। এবং মনেও তাঁর সংকল্প, একবার তাঁর প্রতিভার পরিচয় নেবেন। দেবরাজ আর বিলম্ব না করে মাতলিকে পুষ্পকরথ দিয়ে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী রাজ সভায় পাঠালেন।

পুষ্পকরথ নিয়ে উপস্থিত হলেন মাতলি। মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্তম্ভিত হলেন—তাঁর দ্বারে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রেরিত দেবরথ সন্দর্শনে।

বিক্রমাদিত্য অতি দ্রুত মাতলির নিকট এসে আদ্যান্ত বিবরণ অবগত হলেন। রাজার স্বশরীরে স্বর্গ গমনের সংবাদে উজ্জয়িনীর জনগণ বলতে লাগল—ধন্য আমাদের পুণ্যবান রাজা যাঁর স্বশরীরে স্বর্গে যাবার পথ প্রশস্ত।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য অবিলম্বে গিয়ে বসলেন পুষ্পকরথে। মহাকাশের শূন্য পথ দিয়ে উর্দ্ধবেগে ছুটল পুষ্পকরথ। পৌঁছাল অবিলম্বে দেবসভার দ্বারদেশে।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য দেবরথ হতে নেমে সম্মুখেই দেখেন দেবরাজ ইন্দ্র, তাঁরই পশ্চাতে তাঁরই পিতা গন্ধর্ব্বসেন।

বিক্রমাদিত্য সর্ব্বপ্রথম পিতা গন্ধর্ব্বসেনের পদধূলি মাথায় নিয়ে দেবরাজের পদধূলি গ্রহণ করলেন। দেবরাজ কৃত্রিম অসন্তুষ্টির ভাণ দেখিয়ে বিক্রমাদিত্যকে বললেন—আপনি এ ভদ্রতা শিখেছেন কোথায়? আমি স্বর্গের রাজা,—আমাকে প্রণাম না করে একজন গন্ধর্ব্বকে প্রণাম—এ কোন নীতিশিক্ষা আপনার?

বিক্রমাদিত্য ধীর সংযতভাবে দেবরাজকে উত্তর দিলেন—দেব! যদি আমার এই ব্যবহারে কোন অসৌজন্য হয়, ক্ষমা করবেন। কারণ পিতা বর্ত্তমান থাকতে অন্য কোন গুরুজন বা দেবতাকে প্রণাম আমাদের শাস্ত্র বহির্ভূত।

দেবরাজ বিক্রমাদিত্যের ভদ্র আচরণে মহা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নিজ সিংহাসনের পার্শ্বেই সমাদরে বসালেন। বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে সমাগত দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর প্রভৃতি সভ্যগণকে সম্মানসূচক নমস্কার জানালেন।

দেবরাজ ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যের পারিবারিক ও রাজ্যের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বল্‌লেন—বৎস! আমি তোমাকে আমার নিকট বিশেষ প্রয়োজনে এখানে এনেছি। তুমি সম্ভবতঃ এতক্ষণ লক্ষ্য করেছ স্বর্গ-অপ্সরা উর্ব্বশী ও রম্ভার নৃত্য। এঁদের মধ্যে নৃত্যে কে শ্রেষ্ঠা তা তোমাকে প্রতিপন্ন করে দিতে হবে।

বিক্রমাদিত্য নৃত্যকুশলা উর্ব্বশী ও রম্ভার মনোমুগ্ধকর নৃত্য কিছুক্ষণ সন্দর্শন করে মনে মনে স্থির করলেন—এঁদের নৃত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা বড়ই শক্ত। মহাসঙ্কটে পড়লেন বিক্রমাদিত্য। যদি তিনি সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে না পারেন তাহ'লে দেব সমাজে হাস্যাস্পদ হতে হবে। কিছুক্ষণ চিন্তার পর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে ইঙ্গিতে আহ্বান করে তাঁকে অন্যের অগোচরে কি একটা কথা বলে দিলেন।

এদিকে অবিরাম গতিতে চলেছে উর্ব্বশী ও রম্ভার মনোমুগ্ধকর মধুর নৃত্য। সকলেই অপেক্ষা করছেন বিক্রমাদিত্যের বিচারের উপর। বিক্রমাদিত্যও একাগ্রচিত্তে চিন্তারত—কাকে শ্রেষ্ঠা বলে প্রতিপন্ন করবেন। তাঁর বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ আসবে শ্রোতার গুণমুগ্ধ সাধারণ সভ্যদের পক্ষ হতে। এই সব চিন্তায় যখন তিনি আত্মহারা সেই সময়ে

গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অন্যের অলক্ষ্যে বিক্রমাদিত্যের মুষ্টির মধ্যে কি একটা জিনিষ দিয়ে প্রস্থান করলেন।

যোগবলে বলীয়ান বিক্রমাদিত্যের মন্ত্রানুযায়ী ভোমরা দুটো উড়ে গিয়ে দংশন করল—একটা রম্ভার স্তনে, অপরটি উর্ব্বশীর নিতম্বদেশে। সভ্যগণ অবাক বিস্ময়ে বলতে লাগ্‌ল একি সর্ব্বনাশ অভাবনীয় ঘটনা!

আচম্বিতে ভোমরার দংশনে রম্ভা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। তখন তাঁর স্তাবকের দল দ্রুত এসে রম্ভার শুশ্রূষায় রত হল। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য চক্ষের পলক না ফেলে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করছেন উর্ব্বশীর পানে। যদিও উর্ব্বশী ভোমরার দংশনে দষ্ট তবুও তাঁর লক্ষ্য নাই—উর্ব্বশী সমভাবেই নৃত্যরতা! কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মহারাজ বিক্রমাদিত্য উর্ব্বশীকে শত শত ধন্যবাদ দিয়ে দেবরাজকে বল্‌লেন— উর্ব্বশীর নৃত্যই শ্রেষ্ঠ।

সভ্যগণ বিক্রমাদিত্যকে ধন্যবাদ দিয়ে উর্ব্বশীর জয় ঘোষণা করতে লাগলেন।

দেবসভা ভঙ্গ হ'ল! দেবরাজ বিক্রমাদিত্যকে সমাদরে মহা নিজ পুরীতে নিয়ে গিয়ে তিনি আতিথ্য সৎকার করলেন।

বিক্রমাদিত্য দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবী শচীকে প্রণাম করে বিদায় প্রার্থনা করলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যকে বিদায়কালীন বত্রিশ সিংহসনখানি উপহার দিলেন।

॥ সমাপ্ত ॥